কবিতা সংগ্রহ

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী

কবিতা সংগ্রহ

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী

সম্পাদনা

হোসেন মাহমুদ

জ্ঞান বিতরণী

www.nagorikpathagar.org

©
প্রকাশক
প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০২০
প্রচ্ছদ
অরূপ মান্দী
প্রকাশক
মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম
জ্ঞান বিতরণী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০, মোবা. ০১৭১১-০৫৭৮৭২, ০১৯৬৩-৩৩১৩৪৯
gyaanbitoroni007@gmail.com
অক্ষর বিন্যাস
আর. ডি. কম্পিউটার
১৬৪, আর. এম. দাস রোড, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ
নিউ এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস
২১, আর. এম. দাস রোড, ঢাকা-১১০০
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২, ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
আমেরিকা পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট্স, নিউইয়র্ক
কানাডা পরিবেশক : এটিএন মেগা স্টোর, ২৯৭৬, ড্যামফোর্ত
এভিনিউ, টরেন্টো, অন্টারিও, কানাডা
প্রকাশনায় উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় :

সৈয়দ আব্দুর রউফ মুক্তা	সৈয়দ ইলিয়াস শিরাজী
মেয়র, সিরাজগঞ্জ পৌরসভা	চেয়ারম্যান, প্রকল্প বাস্তবায়ন লিঃ
ও চেয়ারম্যান	এবং পরিচালক
সৈয়দ স্পিনিং এন্ড কটন মিলস্ লিঃ	সৈয়দ স্পিনিং এন্ড কটন মিলস্ লিঃ

মূল্য
৩০০ টাকা US $ 10.00

Kobita Sagraha by Syed Ismail Hossain Seraji
Published by Mohammad Shahidul Islam
Gyan Bitaroni, 38/2-Ka, Banglabazar
Dhaka-1100, Mobile : 01711057872
ISBN : 978-984-94016-6-7
ঘরে বসে জ্ঞান বিতরণী'র বই পেতে ভিজিট করুন–
http://rokomari.com/gyanbitorani ফোনে অর্ডার করতে ০১৫১৯৫২১৯৭১ হট লাইন ১৬২৯৭
www.boibazar.com/Gyan Bitaroni অথবা ফোনে অর্ডার করতে কল করুন ০৯৬১১২৬২০২০

www.nagorikpathagar.org

নিবেদন

বুকের ভিতর দাউ দাউ করে জ্বলছিল আগুন। প্রকাশের পথ খুঁজছিল সে আগুন এবং অবশেষে তা একদিন লাভা স্রোতের মতো বেরিয়ে আসতে শুরু করে কলমের ডগায়। রচিত হলো জ্বালাময়ী দীর্ঘ কবিতা 'অনল প্রবাহ।' কবিতা তো নয়– সে এক বিস্ময়, এক তুমুল আলোড়ন। দেড় শতকের পরাধীনতা থেকে মুক্তি লাভের মূল্য এমন বলিষ্ঠ আহ্বান, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জেগে ওঠার এমন বজ্রনির্ঘোষ উচ্চারণ তখন পর্যন্ত গোটা বাংলা সাহিত্যে আর কারো কণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি। প্রবল প্রতাপ ব্রিটিশ রাজত্বে স্বাধীনতা চেতনা লালন এবং তার দুঃসাহসিক প্রকাশ নিঃসন্দেহে অকল্পনীয় ছিলো। বলা দরকার, উপমহাদেশীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন শিক্ষার, অগ্রগতি বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের অভিপ্রায় শাসক ইংরেজের আপাত কোনো বাধা ছিলো না। কিন্তু নিজেদের সুদীর্ঘকালের আধিপত্যের বিরুদ্ধে ন্যূনতম কোনো প্রতিবাদ বা হুমকি তাদের কাছে ছিলো একান্তই অনভিপ্রেত। আর এ বিষয়টি উপমহাদেশবাসী কারো কাছেই অবিদিত ছিলো না। এ বিষয়ে শাসকদের টেনে দেয়া বিপজ্জনক সীমারেখা অতিক্রমের শ্রবণতাকে নিঃশেষ করা হতো নির্মম অবদমনের মাধ্যমে। এটা লঙ্ঘনের ইচ্ছা বা সাহস কারো থেকে থাকলেও তার প্রকাশ তেমন চোখে পড়তো না। বিদ্যমান এ পরিস্থিতিতেই সাহসের ডানায় ভর করে এক আত্মপ্রত্যয়ী, অকুতোভয় তরুণ কলম সৈনিকের আত্মপ্রকাশ সূচিত হয় উনিশ শতকের একেবারে অন্তিম অগ্নে। তিনি হলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী। বাংলা সাহিত্যে তাঁর লেখায় প্রথমবারের মত ধ্বনিত হলো :

"আর ঘুমিও না নয়ন মেলিয়া
উঠরে, মোসলেম উঠরে জাগিয়া
আলস্য জড়তা জয়েতে ঠেলিয়া
ভূত বিভু নাম স্মরণ করি।......"

(অনল প্রবাহ কবিতা, অনল প্রবাহ কাব্য)

তিনিই প্রথম আবাহন করলেন :

"এস এস দুর্গত বন্দিতা
কাব্য সঙ্গীত দর্শন বিজ্ঞান শৌর্যবীর্য কবিতা

www.nagorikpathagar.org

রক্তবাস পরিহিতা
হীরক কিরীট ভূষিতা
সর্বমঙ্গল বিধায়িনী এস এস স্বাধীনতা।"

তিনিই প্রথম শোনালেন :

"বিনাজলে তরুলতা হয় না বর্ধিত
বিনা রক্তে স্বাধীনতা নহে অঙ্কুরিত
শোণিত সেচন ভিন্ন
নাহিক উপায় অন্য
বাঁচাইতে স্বাধীনতা অমৃত বিটপী
ন্যায় ধর্ম জ্ঞান বীর্যে তাঁর ফলরূপী।"

'সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী : জীবন ও সাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থের লেখক ড. বফিউজ্জামানের মতে "শিরাজীর সাহিত্য ও জীবনের অন্যতম মূল সর এই স্বাধীনতা।" তাঁর কথার সাথে যোগ করে বলা যায় যে শিরাজীর সাহিত্য ও জীবনের আরেকটি মূল সুর জাতীয় জাগরণ। শিরাজী সাহিত্যের সমগ্র পরিসরে চোখ বুলালেই এ সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর জীবনকাল তেমন দীর্ঘ নয়। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জুলাই তৎকালীন মহকুমা শহর সিরাজগঞ্জে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইন্তেকাল করেন ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জুলাই। মাত্র ৫১ বছরের জীবনে, লেখালেখির সাথে জড়িত ছিলো প্রায় পঁচিশ বছর, দেখা যায়, ১৩০৬ বাংলা সন ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম কাব্য পুস্তিকা 'অনল প্রবাহ' প্রকাশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরু হয়। এদিকে ১৩৩১ বাংলা সন ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের পর তিনি আর লেখালেখি করেছেন বলে জানা যায় না।

উপরিউক্ত সময়কালে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা সর্বমোট ৩২। এর মধ্যে ১৭টি গ্রন্থ তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত হয়। তাঁর অপ্রকাশিত ১৫টি গ্রন্থের (পাণ্ডুলিপি) মধ্যে 'মহাশিক্ষা' কাব্য ২ খণ্ডে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয় (১৯৬৯ ও ১৯৭১)। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে শিরাজীর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে ৪টি উপন্যাস (রায়নান্দনী, তারাবাঈ, ফিরোজা বেগম ও নুরুদ্দীন) ও 'অনল প্রবাহ' কাব্য গ্রন্থই শুধু কিনতে পাওয়া (বাংলা একাডেমি কর্তৃক শিরাজী রচনাবলি নামে প্রকাশিত, ২০০৩) যায়। উল্লেখ্য, 'অনল প্রবাহ' কাব্যটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকেও একাধিবার মুদ্রিত হয়েছে এবং প্রতি জেলায় এ সংস্থার অফিসের বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে তা কিনতে পাওয়া যায় (যদি কপি মজুদ থাকে)। এছাড়া তাঁর সকল প্রকাশিত/অপ্রকাশিত গ্রন্থ এবং বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত অথচ অগ্রন্থিত

www.nagorikpathagar.org

কবিতা/প্রবন্ধ দুর্ভাগ্যক্রমে আজ বিলুপ্ত (মহাশিক্ষা কাব্যের ২ খণ্ডের কপি বাংলা একাডেমি লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত এবং ব্যক্তি পর্যায়ে কারো কারো সংগ্রহ আছে)। এখানে উল্লেখ্য যে পাকিস্তান আমলের শেষদিকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর সমগ্র রচনাবলি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। প্রথমত কবি, সমালোচক, সম্পাদক আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ প্রেক্ষিতে শিরাজী পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর প্রকাশিত অপ্রকাশিত সকল রচনা তাঁকে সরবরাহ করা হয়। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে শিরাজী রচনাবলির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। একে শুধু তাঁর পূর্বে উল্লিখিত ৪টি উপন্যাস অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে শিরাজী রচনাবলির দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে ১৯৬৯ ও ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, মহাশিক্ষা কাব্য গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ শিরাজী রচনাবলির অবশিষ্ট খণ্ডসমূহের প্রকাশনা কার্যক্রম স্থগিত করেন। আবদুল কাদিরও আর হালে পানি পাননি। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর শিরাজীর সংগৃহীত রচনাবলির বাকি অংশের আর কোনো সন্ধান মেলে নি।

আজ একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে শিরাজী রচিত সাহিত্যকর্মের বেশ বড় একটি অংশই আর চর্মচক্ষে দেখার কোনো সুযোগ নেই। যে অংশ অমুদ্রিত ছিলো তা তো হারিয়েই গেছে। অন্যদিকে তার প্রকাশিত সাহিত্যের সন্ধান পাওয়ার দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাংলা একাডেমি, ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয় লাইব্রেরি, এখন পর্যন্ত টিকে থাকা দেশের কিছু প্রাচীন পাঠাগারে সন্ধান করলে এখনো তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ/রচনার অনেকটাই হয়ত উদ্ধার করা সম্ভব। এজন্য দরকার পর্যাপ্ত সময়, নিবিড় শ্রম ও আর্থিক স্বচ্ছলতা। সবচাইতে বেশি প্রয়োজন আগ্রহ ও আন্তরিকতার। এ রকম কেউ আছেন কিনা, কেউ এগিয়ে আসবেন কিনা-কে জানে?

৩. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ছিলেন একাধারে রাজনীতিক ও লেখক। বক্তৃতা ও লেখা উভয়ই ছিলো তাঁর জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতার বাণী প্রচারের মাধ্যম। প্রকাশিত কাব্য, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, সঙ্গীতগ্রন্থ ও প্রবন্ধ পুস্তকের বাইরেও সমকালীন নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যা আজো গ্রন্থবদ্ধ হয় নি।

এ প্রেক্ষাপটে ২০০৭ সালে, আমার প্রচণ্ড অসুস্থতা সত্ত্বেও অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে শিরাজীর বিলুপ্ত সাহিত্যের মধ্যে যেখানে যটুকু পাওয়া যায়-তা সংগ্রহের চেষ্টা

www.nagorikpathagar.org

শুরু করি। এক পর্যায়ে সংগৃহীত প্রবন্ধের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫। অন্যদিকে মাত্র ৫২টি কবিতা ও গজল-গান সংগৃহীত হয়। বর্তমান গ্রন্থটি শিরাজীর সংগৃহীত কবিতাসমূহের সংকলন।

সংকলনভুক্ত কবিতাগুলো প্রকাশকাল অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে। দেখা যায়, এ গ্রন্থের প্রথম কবিতাটি 'নববর্ষে উদ্বোধন' প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রচারক' পত্রিকায়। প্রকাশকাল মাঘ, ১৩০৬। মাঘ, ১৩০৫ বাংলা সনে কলকাতা থেকে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন মুন্সী মেয়েজউদ্দীন আহমদ। এ পত্রিকার বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে শিরাজী এ কবিতাটি লেখেন। অন্যদিকে ১ চৈত্র, ১৩৩০ বাংলা সনে 'ছোলতান' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আশার বাণী' কবিতাটির পর তাঁর রচিত আর কোনো কবিতার সন্ধান আমি পাইনি। মূলত এরপর তিনি আর লেখালেখি আদৌ করেছেন কিনা, সে বিষয়েও সুস্পষ্ট তথ্য মেলেনি।

শিরাজীর এ কবিতাগুলোকে বিষয় ও ভাব অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতা, প্রকৃতি, ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া, দেশপ্রেম, গজল ও গান। জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতা বিষয়ক কবিতার মধ্যে রয়েছে নবর্ষে উদ্বোধন, চোখ গেল, বিলাপ বজ্রধ্বনি, খালেদ, কল্য ও অদ্য, আহ্বান, খেলাফত সঙ্গীত, উদ্দীপনা, আবাহন, প্রভাতী, জাগরণী, বজ্রবাণী প্রভৃতি। প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলো হলো : শারদ পূর্ণিমা, নদী (বর্ষায়), শত্রুবক্ষে, হিমাচল দর্শন। ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াবিষয়ক কবিতার মধ্যে আছে জ্ঞাপন, মোল্লাচিত্র, প্রহারে ও রঙ্গিলা রাসূল। দেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলো হলো : জন্মভূমি, একিসে ভারত, কোথায় এমন জাতি, সোনার বাঙ্গালা প্রভৃতি। গজল ও গানের আওতায় পড়ে না, অর্থাৎ, সন্ধ্যা সঙ্গীত এবং গজল ও গান ১ থেকে ৫ পর্যন্ত। বলা দরকার, ভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু কবিতা থাকলেও জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতাই এ সংকলনভুক্ত অধিকাংশ কবিতার মূল সুর। উল্লেখ্য, যে সব কবিতার প্রকাশকাল পাওয়া গেছে সেগুলো গ্রন্থের প্রথম পর্বে এবং যেগুলোর প্রকাশকাল পাওয়া যায়নি সেগুলো দ্বিতীয় পর্বে সংকলিত হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনাধীনে শিরাজীর জন্ম। শৈশব থেকেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এ দেশবাসীর উপর ব্রিটিশ শাসকের নির্মম অত্যাচার, দুঃসহ নিপীড়ন, নির্মম শোষণ। তাদের হাতে মানুষ ও মানবতাকে তিনি চিরদিন লাঞ্ছিত হতে দেখেছেন। স্বাধীনতা লাভ ছাড়া এর অবসান যে সম্ভব নয়, তা উপলব্ধি করতে তাঁর দেরী হয়নি। তাই, অচিরেই তিনি হয়ে উঠেন স্বাধীনতা অর্জনের এক একনিষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁর এ স্বাধীনতার চাওয়া ছিলো অবিভক্ত দেশ ভারতের

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীনতা। উল্লেখ্য, শিরাজীর সমকালে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের ধারণা দানা বাঁধেনি। ফলে তিনি মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের চিন্তাও করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন মুসলমানদের, বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের জাগরণ ও সার্বিক উন্নতি। তিনি দেখেছিলেন যে উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাইসহ ভারতের বিভিন্ন অংশের মুসলমানরা শিক্ষা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে যেতে সক্ষম হলেও বাংলার মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছে এবং ক্রমশই তারা ধ্বংসের অতলে ডুবে যাচ্ছে। নিখাদ স্বজাতি দরদী শিরাজীর প্রাণে অনগ্রসর, শিক্ষাহীন, কু-সংস্কারে, আচ্ছন্ন, দৈন্যদশাগ্রস্ত বাঙালি মুসলমানের দুর্দশা ও আধপতনের চিত্র আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এ অবস্থায় আশুও ধ্বংসের সম্মুখীন বাঙালি মুসলমানকে জাগিয়ে গেলাই তাঁর জীবনের প্রধান ব্রতে পরিণত হয়। এজন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, গোটা বাংলাদেশে তার কোনো তুলনা মেলে না। প্রকৃতপক্ষে, বাঙালি মুসলমানের জাগরণ ও উন্নতিই ছিলো তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। আর তা করতে গিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠা, জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানসহ পরিবারের ভবিষ্যতকে তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন। আজীবন অস্বচ্ছলতার মধ্যে অতিবাহিত করে এবং রোগভোগে অকালে (মাত্র ৫১ বছর বয়সে) মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে তাঁকে এর কঠিন মাশুল গুণতে হয়।

শিরাজী ভারতবাসীর স্বাধীনতা ও বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণ চেয়েছিলেন। কিন্তু উত্তারকাল তাঁর স্বপ্ন ও প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি কিছু দিয়েছে তাঁর উত্তরসুরিদের। শুধু ভারতবাসী নয়–বাঙালি মুসলমানরাও স্বাধীনতা লাভ করেছে। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী। বাংলাদেশের মানুষ তাঁর চেতনাকেই ধারণ করছে।

শিরাজীর এ কবিতাগুলো ১১২ থেকে ৮৬ বছর আগের। এসব কবিতার ভাষা ছন্দের ক্ষেত্রে বর্তমানে কালিক পরিবর্তন ঘটলেও কবিতার ভাব ও আবেদনের রূপটি আজো প্রায় অপরিবর্তিত। একটু মনোযোগ সহকারে পড়লেই বোঝা যায় যে কি দুরূহ কর্মে তিনি নিজের সফল মেধা, শক্তি ও শ্রম নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন সফল হয়েছে অর্থাৎ বাঙালি মুসলমান জেগে উঠেছে–বিশ্বসমাজে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছে। সে হিসেবে শিরাজীর কবিতার প্রয়োজন হয়ত ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু একথা সত্য যে ইতিহাসের পাতায় তার কালিক মূল্য অনস্বীকার্য আর সে কারণেই অনপানেয়।

পরিশেষে কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপন অপরিহার্য হওয়ায় বলি যে পড়াশোনা শেষে ১৯৮০-এর দশকের প্রথম দিকে কর্মজীবন শুরু করি। তবে শুরুতে পরিস্থিতি মোটেই অনুকূল ছিলো না। নব্বই দশকের বাড়ির দিকে জীবন একটু

www.nagorikpathagar.org

সহজ হয়ে আসে। এ সময় শিরাজী রচনাবলি সংগ্রহ ও প্রকাশের আন্তরিক তাগিদ অনুভব করি। কিন্তু এর পরপরই ভাগ্য যেন বিপুল আক্রোশ নিয়েই আছড়ে পড়ে আমার উপর। ১৯৯২-তে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায়, ডান পা চিরতরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই ধাক্কা সামলে উঠতে না উঠতেই ২০০৪-এ অস্ট্রিওম্যালেসিয়ায় আক্রান্ত হই। এজন্য ২০০৫ এ অপারেশন সহ সাধ্যাতীত প্রযত্নে চিকিৎসা করেও আর সুস্থ হওয়া সম্ভব হয়নি। এর ফলশ্রুতিতে ২০০৯ এর মাঝামাঝি থেকে শারীরিকভাবে চলাফেরা করার শক্তি হারিয়ে ফেলি। এখন আমার দিন ও রাত কাটে সার্বক্ষণিকভাবে বিছানায় শুয়ে।

আরো অনেকের মতো কৈশোরে আমার মধ্যেও লেখক হওয়ার এক বাসনা অদম্য হয়ে ওঠে। মধ্য সত্তরের পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দু'একটি করে লেখা প্রকাশিত হতে শুরু করে। আরো অনেক পরে একটি দু'টি করে গ্রন্থও প্রকাশিত হতে থাকে। বলা দরকার, আমার লেখা-লেখির প্রেরণা পেয়েছি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর জীবন ও সাহিত্য থেকে। তিনি ছিলেন আমার মাতামহ।

বর্তমান গ্রন্থটি বিসৃত প্রায়, এ মনীষী পুরুষকে জাতির কাছে নতুন করে তুলে ধরতে–এটাই প্রত্যাশা।

হোসেন মাহমুদ

www.nagorikpathagar.org

সূচি পাতা

প্রথম পর্ব

নববর্ষে উদ্বোধন	১৩
চোখ গেল	১৩
আশুরা	২০
রৌপ্য জুবিলী	২৩
আরব	২৯
বিলাপ	৩৬
বজ্রধ্বনি	৪৫
প্রার্থনা-১	৬০
শারদ পূর্ণিমা	৬২
প্রার্থনা-২	৭১
খালেদ	৭২
জ্ঞাপন	৭৩
পারসী	৭৫
মোল্লাচিত্র	৭৬
কল্য ও অদ্য	৮২
নদী (বর্ষায়)	৮৬
ফাতেমা জোহরা	৮৮
সে দেশ কেমন	৮৯
জন্মভূমি	৯২
নাআৎ	৯৩
হিজরী নববর্ষ	৯৪
শঙ্খবক্ষে	৯৫
আহ্বান	৯৬
পুষ্পাঞ্জলি	৯৯
খেলাফৎ সঙ্গীত	১০০
সান্ধ্যসঙ্গীত	১০১
হিমাচল দর্শন	১০২
মাভৈঃ	১০৪

www.nagorikpathagar.org

আদর্শ বিচার ১০৭
উদ্দীপনা ১১০
মোছ্লেম ১১৪
ছোলতান আবাহন ১১৬
আবাহন ১১৭
একি সে ভারত ১২১
কোথায় এমন জাতি ১২৬
প্রভাতী ১২৭
জাগরণ ১৩০
পরিচয় ১৩২
আশার বাণী ১৪০

দ্বিতীয় পর্ব

শোকাচ্ছ্বাস ১৪৫
স্বার্থপর ১৪৭
প্রহারে ১৪৮
নিবেদন ১৪৯
সোনার বাঙ্গালা ১৫১
আকাঙ্ক্ষা ১৫২
বজ্রবাণী ১৫৩
রঙ্গিলা রসূল ১৫৫
গজল-গান ১ ১৫৬
গজল-গান ২ ১৫৭
গজল-গান ৩ ১৫৮
গজল-গান ৪ ১৫৯
গজল-গান ৫ ১৬০

www.nagorikpathagar.org

প্রথম পর্ব

নববর্ষে উদ্বোধন

জাগ জাগ নেত্র মেলি মোসলেম নন্দন
নূতন বরষ আসি দেহে দরশন
উৎসাহ উদ্যম লয়ে
আছে ধারে দাঁড়াইয়ে
নূতন বরষ তোমার কারণ
জাগ জাগ নেত্র মেলি মোসলেম নন্দন।

২

জাগ জাগ হে বঙ্গীয় মোসলেম নন্দন
নূতন বরষে আজি আলস্য শয়ন
নূতন বরষে আজি
বীরোচিত সাজে সাজি
পশ ওই কর্মক্ষেত্রে আনন্দিত মনে
বাধা-বিঘ্ন ফেলি দূরে, ঠেলিয়া চরণে।

৩

মোসলেম সন্তান হয়ে করিছ ভাবনা
ধিক ধিক এর চেয়ে কি আছে লাঞ্ছনা?
জীবনের মহোন্নতি
সাধিতে কি হেতু ভীতি?
মোসলেমের ভীতি ইহা অপরূপ অতি
মোসলেম জানে না কভু কারে চলে ভীতি।

৪

সিংহের সন্তান হয়ে শৃগালের প্রায়
কি হেতু তোমার অহো! হৃদি কেটে যায়
তোমাদের দাস যারা
অই দেখ যায় তারা
তোমরা পড়িয়া কিহে রহিবে পশ্চাতে
জাগ তবে এই বেলা নববরষেতে।

www.nagorikpathagar.org

৫

জাগহে জাগহে তবে মোসলেম সন্তান
তোমাদের দশা হেরি বিদরে পরাণ!
উদরেতে অন্ন নাই
সদা কর খাই খাই
পরিধানে বস্ত্র নাই দীনতায় ক্লিষ্ট
তথাপি কি বুঝিবে না আপনার ইষ্ট।

৬

নূতন বরষে আজ দেখনা খুঁজিয়া
কি হেতু তোমরা হায় স্বস্থান ছাড়িয়া
পড়িয়া অবনিতকূপে
কূপ-মণ্ডুকের রূপে
ফিরিতেছে কুরিতেছে আপনা ভুলিয়া
তরুণ-অরুণ-করে দেখনা খুঁজিয়া।

৭

হে মোসলেম একবার নয়ন মেলিয়া
ছিলে কোথা এবে কোথা? দেখনা চাহিয়া!
ছিলে তুমে তেজীয়ান
বীরদর্পে বলীয়ান
শেবিত তোমার পদ কত শত জন
এখন ঘৃণিছে তারা তোমার কারণ।

৮

জাগ জাগ হে বঙ্গীয় মোসলেম সন্তান
জড়বৎ স্তব্ধ কেন? নাই কিহে প্রাণ?
কর্ত্তব্য করি আপন
সফল করি জীবন
ভবনদী পারে যেয়ে করিবে বিশ্রাম।
নাই তথা দুঃখ-ক্লেশ পাইবে আরাম।

৯

জাগহে জাগহে তবে মোসলেম নন্দন!
সিদ্ধিদাতা বিধিপদ করিয়া স্মরণ

www.nagorikpathagar.org

আলস্য ঠেলিয়া পায়
শয্যা হতে তুলি কায়
যাও চলি কর্মক্ষেত্রে করি দৃঢ়পণ
"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।"

১০

নূতন বরষ আজি চাই দেখিবারে
কে কত ছুটিতে পারে উন্নতি প্রান্তরে,
দেখিব সৌভাগ্য রবি
ধরিয়া বিমল ছবি
উদে কিনা মোসলেমের শিরোদেশ পরে,
দেখিব আঁধার রাশি যায় কিনা দূরে?

প্রচারক ॥ মাঘ, ১৩০৬
প্রচারকের নূতন বর্ষ।

www.nagorikpathagar.org

চোখ গেল

১

বাসন্তী-পূর্ণিমা নিশি হাস্যময় দশ দিশি
জীবগণ হরষিত মন,
নাহি বিষাদের লেশ সকলি মোহন বেশ
আনন্দেতে সবে নিমগন।

২

হেন সুখময় কালে বসিয়া রসাল ডালে
অতীব বিষাদমাখা স্বরে;
কেনরে পাপিয়া পাখি! শ্রান্ত হও ডাকি ডাকি
"চোখ গেল" "চোখ গেল" ক'রে।

৩

এ হেন সুখ-নিশায় কি হয়েছে তব হ্যায়!
চোখে তব ফুটিয়াছে কিবা?
তাই "চোখ গেল" বলে ডাকিতেছ উচ্চরোলে
কিম্বা খর চন্দ্রমার বিভা!!

৪

রে পাপিয়া! তাহা নয়, বুঝিয়াছি সমুদয়
"চোখ গেল" বল যে কারণে,
মোস্লেমের অবনতি নিদারুণ দুরগতি
শেল বাজে তোমার নয়নে।

৫

রত্ন-সিংহাসন পরে বিপুল বিক্রমভরে
যেই জন ছিল সমাসীন,
ছিল যেবা মহাবীর মহাজ্ঞানী মহাবীর,
সে আজি বিমূঢ় ভীরু দীন।

৬

যাঁহার চরণতলে মণিমুক্তা রত্ন দলে
বিতরিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল ভাতি;
যাঁর করতল ধৃত হেরি অসি সুশাণিত
ভীম বজ্র ভাবিত অরাতি।

www.nagorikpathagar.org

৭

যাঁহাদের শ্রীচরণ   ভারত নিবাসিগণ
সম্পূজিত শির করি নত;
আসমুদ্র হিমাচল   ছিল যাঁর করতল
ছিল যেবা গৌরবে উন্নত।

৮

"প্রতিমা পূজক" হিন্দু   যাঁহাদের কৃপাবিন্দু
লাভ আশে করিয়া যতন

৯

স্নেহের তনয়াগণে   "ভেট" দিত শ্রীচরণে,
ধন্য তাহে মানিত জীবন।
সে আজি অন্যের দাস,   নাহি অন্ন নাহি বাস,
শৌর্য্য বীর্য বিদ্যাবুদ্ধিহীন,
সে অতুল ধনমান   সে গৌরব অভিমান
সকলি রে হয়েছে বিলীন।

১০

এবে সে মোস্লেম হায়!   হেয় নীচ পশু প্রায়
নিদ্রামগ্ন আলস্য শয্যায়;
ব্যাসনবিলাসে মতি   নিদারুণ অধোগতি
সংঘটিত হইয়াছে হায়?

১১

কোরানের আজ্ঞা যাহা   সদা অবহেলি তাহা
পড়িতেছে বিঘোর আঁধারে;
ইস্‌লামের মহানীতি   পবিত্র বিমল রীতি
ভুলিয়াছে যেন একেবারে।

১২

গোলাম হিন্দুর জাতি   তাহারাও দিবা রাতি
হেরে এবে ঘৃণার নয়নে;
"ম্লেচ্ছা যবন" বলি   দেয় সদা গালাগালি
অস্পৃশ্য ভাবিয়া গণে মনে।

www.nagorikpathagar.org

১৩

পৃথিবীর বরণীয়   ভারতের পূজনীয়
ছিল হায়! যেই মুসলমান;
হায় রে! তাঁদের এবে   কাফের সন্তান সবে
কুক্কুরের সম করে জ্ঞান!!!

১৪

হেরি তাই দুনয়নে   ডাকিছ অধীর মনে
"চোখ গেল" চোখ গেল" করে,
রে অবোধ বনপাখি!   তোরে আজ পোড়ে আঁখি
স্লেমের হীনদশা হেরে!

১৫

রে বঙ্গীয় মুসলমান!   নাই কি তোদের প্রাণ?
হায়! হায়! নাই কিরে নেত্র?
ছিলিরে প্রচণ্ড রবি   পবিত্র পুণ্যের ছবি,
এবে ঘোর-খদ্যোতের চিত্র!!!

১৬

তথাপি হৃদয় মাঝে,   শেল কিরে নাহি বাজে?
অশ্রুজলে ভাসেনা বদন?
তথাপি জীবন পণে   লভিতে সে পূর্ব্বাসনে
হয় নারে মানসে মনন?

১৭

তবে হায়! কেন পাখি!   শ্রান্ত হও ডাকি ডাকি
কিবা ফল অরণ্য-রোদনে!!
না না পাখি! ডাক তুমি   একাই শুনিব আমি
বসি এই বিজন কাননে!

১৮

একাকী বসি বিরলে   ভাসিব নয়ন জলে
শুনি তব "চোখ গেল" ধ্বনি;
চড়িয়া কল্পনা-রথে   উঠিয়া আকশ-পথে
গাইব সর্ব্বত্র অই ধ্বনি।

www.nagorikpathagar.org

১৯

রে পাপিয়া! প্রিয়তম, ডাক ডাক অবিরাম
"চোখ গেল" "চোখ গেল" বলি
আমিও তোমার সনে গাইবরে ক্ষীণ-স্বনে
সকরুণ প্রতিধ্বনি তুলি।

২০

যুগল নয়ন জলে নিবাইব দুখানলে
নিবাইব হৃদি হুতাষণ,
একাকী বিজনে বসি সকাতরে দিবানিশি
বিভুপাশে করিব ক্রন্দন।

২১

প্রকাশ বিহঙ্গ বর! দিবানিশি নিরন্তর
হৃদয়ের বিষাদ-কাহিনী;
শুনিবেন ভবপতি হলে যাঁর কৃপারতি
দূর হয় দুখের যামিনী।

২২

যদি কোন দিন হায়! দয়া করি দয়াময়
দেন পুনঃ সুখময় দিন,
তবে বিষাদিত মন ফুল্ল হবে সেইক্ষণ
নহে যেন কেঁদে হই লীন!

প্রচার ॥ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭।

www.nagorikpathagar.org

আশুরা

আজি আশুরার দিনে গভীর বিষাদে
নিমগ্ন অনন্ত বিশ্ব। নীরব স্তম্ভিত
অনন্ত গগন আজি; নিস্তব্ধ প্রকৃতি।
মৃদুল হিল্লোলে আজি বহেনা পবন,
কাঁপায়ে আনন্দভরে বিশলয় দলে।
নীরব বিহঙ্গ কুল, শাখি শাখা' পরে
মধুর কাকলী ধ্বনি না করিছে আর,
কি যেন ভাবিছে সবে বিষাদিত মনে।
উদ্যানে কুসুম রাশি, হাসি মুখে হায়!
নাহি হাসে, না বিতরে পবনের করে
সুখদ সৌরভ রাশি তুষিতে মানবে।
নদনদী প্রস্রবণ কুলুকুলু রবে,
সকরুণ শোকধ্বনি করিছে প্রকাশ;
অবসাদে উর্ম্মিমালা আছাড়ি' আছাড়ি'
ভাঙ্গিয়া পড়িছে দুঃখে তটভূমি পরে।
অবনী বিষাদময়ী, প্রকৃতি নিস্তব্ধ
কেন আজি? কেন আজি কবির হৃদয়ে
শোকের তরঙ্গমালা বাইছে সবেগে?
সোল্লাস অন্তরে আজি কেনরে বিষাদ?
কেনরে বিমর্ষ আজি বিশ্ব চরাচর?
'কেন?' হায়! কি বলিব, বলিব কেমনে!
কেমনে লেখিবে তাহা এ পোড়া লেখনী?
রেবিভ্রান্ত! অই দেখ্ দেখ্রে চাহিয়া
অতীতের স্মৃতিপটে, ফোরাতের তটে
কি ভীষণ শোক দৃশ্য! কি করুণ ছবি!!
দেখরে চাহিয়া আজি কি শোক-লহরী
খেলিছে "কাব্বালা" বক্ষে! অহো! হায়! হায়!!
কার না বিদরে হৃদি? কার না নয়নে
বহে হায়! বারিধারা? কাহার মানস

www.nagorikpathagar.org

ভাঙ্গিয়া পড়ে না হায়! এ শোক-তরঙ্গে?
দেখরে নয়ন মেলি' অই দেখ চে'য়ে
মহা জ্ঞানী মহা ঋষি মহা ধর্ম্ম বীর
চির স্বাধীনতা সেবী, ভক্তচূড়ামণি
মোস্লেম কুলের রবি নিষ্কাম হোসেন,
শায়িত মরুসৈকতে! রুধির সর্বাঙ্গে
বহিতেছে খরতর, শির-শূন্য-গ্রীবা
অসংখ্যা-অস্ত্রের ক্ষত কম-কলেবরে!
পাশে পুত্র আকবর নব শশি-কলা
রুধিরে রঞ্জিত দেহ–বিক্ষত সর্ব্বাঙ্গ!
অইরে কাশেম, অহো বীর কুলর্ষভ;
আর কত বীরবর, অনন্ত শয্যায়
শায়িত সকলি হায়! ধর্ম্ম রক্ষাহেতু
এ মহা প্রান্তরে আজি। "কোরেশ" বংশের
মহোন্নত শির আজি ভীম বজ্রাঘাতে
ভাঙ্গিয়া পড়েছে আহা! "হায় হায়" ধ্বনি
তাই আজি বক্ষঃ ফাটি, প্রকৃতি সতীর
উঠিতেছে অবিরাম সকরুণ স্বান!
সৌম্যমূর্ত্তি দীপ্ত কান্তি মহা ধর্ম্ম বীর
নিরশনে নিরম্বুতে সহি' মহা ক্লেশ
গিয়াছেন শান্তিপুরে, তাজি, পাপ ধরা;
তাইরে প্রকৃতি সতী শোকের সাগরে
ভাসিতেছে আজি হায়! বিষাদ অন্তরে।
গগন ফাটা'য়ে আজি হাহাকার ধ্বনি
করিছেন দেবকুল; বিভু সিংহাসন
কাঁপিছে শোকেতে আজি টল টল টল।
কঠিন প্রস্তর রাশি গিয়াছে ফাটিয়া
আজিরে বিষম শোকে, বিষম শোকেতে
কাঁদিছে "ফেরাত" আজি কুলু কুলু কুলু।
আজিরে ধর্ম্মের চন্দ্র নক্ষত্র সহিতে
লুটাইছে বিভীষণ "কার্ব্বালা" প্রান্তরে।
দিয়ে আজি আত্ম বলি হে প্রভু হোসেন!

www.nagorikpathagar.org

দেখাইয়া বীরত্বের শেষ নিদর্শন,
রক্ষি প্রিয় স্বাধীনতা–চির-রুচিধন
স্থাপিলে ধরনীতলে অনশ্বর কীর্ত্তি,
লভিলে পরম পুণ্য বিভু সন্নিধানে;
ধন্য তুমি। কিন্তু অহো! এ শোক তরঙ্গ
কেমনে সহিব হৃদে? বলহে কেমনে
নরাধম এজিদের পাপ-আচরণ,
ভীষণ শত্রুতা আর ঘোর সিংহানল
সহিবে মানব জাতি? কেমনে ভুলিবে
এ শোক কাহিনী অহো! মোস্লেম নিকর?
যত দিন রবি শশী উদিবে গগনে,
যতদিন এ জগৎ, মহা প্রলয়েতে
না হইবে ধ্বংসীকৃত–হায়! ততদিন
এ শোক কাহিনী তব করিয়া স্মরণ
পুড়িবে মুর্ম্মর দাহে মোস্লেমের মন।

www.nagorikpathagar.org

রৌপ্য জুবিলী*

(৩১ আগস্ট, ১৯০০)

খুসীর তুফান আজি কি কারণ
তুরস্ক প্লাবিয়া সরেগে ছুটে;
কি কারণে আজি মোস্লেম অন্তর
উল্লাসের ভরে নাচিয়া উঠে!

২

আকাশে পাতালে কি জলে কি স্থলে
আনন্দ ঝরনা ঝরিছে কেন,
কোন হেতু আজি নব সাজে সাজি
ধরেছে প্রকৃতি সুষমা হেন!

৩

সহসা রে আজি কুসুম উদ্যানে
কেন বা ফুটিল কুসুমরাশি;
কেন বা মধুরে খুঁজিছে বিহগ
দলে দলে দলে বিটপে বসি।

৪

কেন নদীকুল করি কুল্ কুল্
তুলিয়া আনন্দে তরঙ্গমালা;
হেলিয়া দুনিয়া চলেছে ছুটিয়া
হরষের ভরে হয়ে বিহ্বলা!

* মহামান্য আমির উল মোমেমিন, খলিফাতুল মোসলেমিন গাজী আব্দুল হামিদ খানের "রৌপ্য-জুবিলী" উপলক্ষ্যে সিরাজগঞ্জ "আঞ্জামানে মোখায়েরুল এস্লামের" অধিবেশনের আনন্দোৎসবে এই কবিতাটা রচিত এবং পঠিত হয়।

৫

আধ চাঁদ আঁকা অযুত নিশান
উচ্চদণ্ড অগ্রে আকাশ গায়,
পত পত স্বরে হেলিয়া দুলিয়া
কাহার বিজয় মহিমা গায়!

৬

কেন গৃহে গৃহে কুসুমের হার
দুলিছে প্রকাশি বিমল শোভা,

www.nagorikpathagar.org

কেন রাজপথে অসংখ্য তোরণ
শোভিছে আজি মানস-লোভা!

৭

কেন শত শত কামানের ধ্বনি,
হতেছে নিয়ত কাঁপারে ধরা;
কোন হেতু আজি মোস্লেম-অন্তরে
হেরিতেছে হেন আনন্দে ভরা।

৮

জাননা কারণ?—ওহে তুর্কীবাসি!
আজি সুলতানের "রৌপ্য জুবিলী"
সেই হেতু আজি জগৎ নিবাসী
মোস্লেম-মণ্ডলী হেন কুতূহলী।

৯

বাদশা কুলের শিরের ভূষণ,
মোস্লেম-জাতির গৌরব নিশান;
ন্যায়ের মূরতি ধর্ম্ম অবতার,
প্রবল প্রতাপ রাজেন্দ্র প্রধান—

১০

তুরস্ক ঈশ্বর আব্দুল হামিদ
চব্বিশ বৎসর শাসিয়া ক্ষিতি;
পঞ্চবিংশ বর্ষ প্রথম দিবসে
আজি পদার্পণ কৈলা মহামতি।

১১

সেই হেতু আজি সকলে মিলিয়া
"জুবিলী" উৎসব করিছে এবে,
সেই হেতু আজি মোস্লেম জগতে
অযুত পতাকা উড়িছে নভে।

১২

সেই হেতু আজি নগরে নগরে
সভাসমিতির হেন আয়োজন;
সেই হেতু আজি মস্‌জিদে মস্‌জিদে
মঙ্গলা-প্রার্থনা উঠিছে সঘন।

www.nagorikpathagar.org

১৩

সেই হেতু আজি রাজ পথে পথে
জ্বলিছে উজল আলোক রাশি
সেই হেতু আজি বালবৃদ্ধ মুখে–
স্ফুরিছে নিয়ত মধুর হাসি।

১৪

হেন শুভদিনে ওহে তুর্কীবাসি!
এস সবে আজি খুলি মন প্রাণ;
ভাই ভাই বলি হয়ে কুতূহলী
করি সুলতানের মঙ্গল-গান।

১৫

মহা মাননীয় খলিফার আজি
"রৌপ্যী-জুবিলী" ধরণী পরে;
আনন্দ উল্লাস করি পরকাশ
আয় তবে আজি হৃদয়ে ভরে।

১৬ (ঐক্যতানে)

জয় জয় জয় হে তুরস্ক পতি
জয়হে মোস্লেম কুলের ভূষণ;
জয়হে রথীন্দ্র, রাজেন্দ্র-প্রধান
তব জয় ধ্বনি ভরুক ভুবন।

১৭

বসি সিংহাসনে সুনীতি-প্রভাবে
প্রাণ পণ করি অশেষ যতনে,
সুবিচার আর সুশিক্ষা প্রভাবে
করেছ উন্নত রুম বাসি গণে।

১৮

অস্তমিত প্রায় তুরস্কের রবি
ফিরায়েছ তুমি উদয় অচলে,
এবে পুনঃ যাহা নূতন কিরণে
উজাল করিবে ধরণী তলে।

১৯

মোস্লেম জাতির হতাশ হৃদয়ে
নববল তুমি করেছ সঞ্চার;

www.nagorikpathagar.org

তাই ধরাবাসী মোস্লেম নিকর
অতীত গরিমা চিন্তিছে আবার।

২০

কুট-বুদ্ধিপর অরাতি খ্রিষ্টানে
অহো! কি আশ্চর্য কৌশল বলে;
দিয়ে চোখে ঠুলি, সমুচিত শিক্ষা
ইস্লাম-গৌরব রক্ষিলে ভূতলে।

২১

রুসীয়ভল্লুক এবে তব পানে
বিস্ময় চকিত নয়নে চায়;
গর্ব্বিত য়ুনান হয়ে পরাজিত
সদা শিরে কর হানিছে হায়!

২২

তব যত্নবলে তুরস্কের চক্র
চলিতেছে এবে উন্নতি পথে,
বিধি যদি করে অচিরেই তবে
উঠিবে তুরস্ক সৌভাগ্য রথে।

২৩

ভরেছে ধরণী তব যশোগানে
তব গুণে মুগ্ধ মোস্লেম নিচয়;
ভবিষ্যের আশা তুমি মাত্র এবে
তব জয়-ধ্বনি হৌক্ বিশ্বময়।

২৪

তব রাজনীতি হেরি ইউরোপ
বিস্মিত চিন্তিত আকুল অতি,
করম দক্ষতা বুদ্ধির প্রাখর্য
হেরি শত্রুকুল জড় প্রায় মতি।

২৫

সহস্র সহস্র বিশ্বাসীর দল
স্বীয় বাসভূমি করি পরিহার;
আনন্দিতচিত্তে অপার হরষে
লইছে আশ্রয় তব অনিবার।

www.nagorikpathagar.org

২৬
"মশ্বরেক" হইতে "মগ্‌রেব" অবধি
তব শুভ গীতি নিয়ত উঠে;
তোমার স্মরণে তোমার চিন্তায়
আনন্দের স্রোত হৃদয়ে ছুটে।

২৭
পরম দয়ালু এলাহির পাশে
কায়মনোবাক্যে করি এ নতি;
বিধাতার বরে শতবর্ষ জীবি
হও পৃথ্বিপরে ওহে মহামতি।

২৮
ভীষণ শাণিত খড়্গের প্রহারে
রুমীয় ভল্লুকে করি খণ্ড খণ্ড;
অপহৃত রাজ্য করহ উদ্ধার
দেখায়ে প্রতাপ অসীম প্রচণ্ড।

২৯
অপহৃত রাজ্য করহ উদ্ধার
শোভূক অম্বরে নবোদিত শশী;
ভুবন ভরিয়া গগন ছাইয়া
ভাতুক ইস্লাম আলোক রাশি।

৩০
মোস্লেম কুলের তুমি এবে শক্তি
তুমিই গৌরব তুমিই প্রাণ;
তোমার আদেশে মোস্লেম জগৎ
পারে হৃদিরক্ত করিতে দান।

৩১
কিবা ভয় এবে ওহে মহাভাগ!
মোস্লেমজগৎ এবে জাগরিত;
ভাঙ্গিয়াছে ঘুম, রজনী প্রভাত
কর ডেকে সবে কার্য্যে প্রণোদিত।

৩২
হের আজি তব "জুবিলী" উৎসবে
কি আনন্দ স্রোতঃ হৃদয়ে বয়,

www.nagorikpathagar.org

কাঁপায়ে ভুবন কাঁপায়ে গগন
উঠে জয়ধ্বনি ধরণীময়।

৩৩

জয় সুলতান, জয়হে রাজেন্দ্র
জয় জয় জয় বীর চূড়ামণি;
অশেষ গুণের পবিত্র আকর
তব জয় নাদে পুরুক ধরণী।

৩৪

পুত্রসম জ্ঞানে প্রজাবৃন্দে তুমি
দয়া ক্ষমা দানে পালহ যতনে;
তব অরিকুল হৌক নিরমূল
করি এ প্রার্থনা বিভুর সদনে।

৩৫

নিদ্রিত তুরস্ক পুনঃ বীর গর্ব্বে
উঠিছে জাগিয়া সিংহের মত;
আবার সমগ্র ধরণী মণ্ডল–
তব যশোগান গাবে অবিরত।

৩৬

পুনঃ বিদ্যাবুদ্ধি বিজ্ঞানের বলে
ইস্লাম জগৎ হউক উজল;
ভুলি হিংসাদ্বেষ ভ্রাতৃপ্রেমে আজি
ধরুক হৃদয়ে নূতন বল।

৩৭

পবিত্র ধর্ম্মের স্বর্গীয় জ্যোতিতে
অধর্ম্ম আঁধার হউক দূর;
মোস্লেম ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপে
পাপ তাপ রাশি হউক চূর।

৩৮

গাও তবে সবে গাও উচ্চৈস্বরে
তুলিয়া গভীরে জলদ তান;
জয় সোলতান, জয় তুর্কি পতি
জয়হে মোস্লেম কুলের প্রধান।

প্রচারক ॥ কার্ত্তিক, ১৩০৭।

www.nagorikpathagar.org

আরব

১

ভীষণ তরঙ্গাকুল সমুদ্রের তটে
চন্দ্রার্ক কিরণ তলে পবিত্র আরব,
ভীষণ মরু-সিকতা ঔজ্জ্বল্য প্রকটে,
সৃজে শত মরীচিকা মায়ার ভৈরব।
বায়ুতে খর্জুর শাখা দোলে অবিরল
মরুপথে থপ্থপ্ ধায় উষ্ট্রদল।

২

হে আরব! পুণ্যদেশে বীরত্বের খনি,
নীরব নিস্পন্দ আজি কেন এ প্রকার?
ভাঙ্গে শুধু নিস্তব্ধতা আজানের ধ্বনি
বিলুপ্ত এবে সে তব ভৈরব হুঙ্কার।
ঝলে না এবে সে অসি কাফের বিনাশী,
ঝলে এবে সেই স্থলে সরু বালি রাশি।

৩

তোমার ও নাম শুনি কাঁপিত ভুবন,
ও নামে পড়িত খসি রাজেন্দ্র মুকুট
সাগরবসনা ধরা পূজিত চরণ,
তোমার নিশিত অসি না জানিত পুট
সদাই রহিত মুক্ত কলুষ-বিনাশে
লোলিত রসনা শক্র-লোহু-পান-আশে।

৪

আরব! তোমার কথা করিলে স্মরণ,
যে আনন্দ পাই তাহা বলিব কাহারে,
বিষময় সাগর নীরে হই' নিগমন,
অবাক হইয়া ভাবি বিভু সারাৎসারে।
আশ্চর্য! বিধির লীলা! আশ্চর্য মহিমা
ভাবি নিশিদিন কিছু নাহি পাই সীমা

www.nagorikpathagar.org

৫
জলফল সমন্বিত অগণন দেশ
থাকিতে অবনী তলে, প্রভু নিরঞ্জন,
ভীষণ মরুভূপূর্ণ ভয়ঙ্কর বেশ
আরবে কার্য্যের ক্ষেত্র করিলা মনন।
প্রেরিলেন মোহাম্মদে জীবের কল্যাণে
ফুটিলা স্বর্গের দৃশ্য অবনী ভবনে।
৬
কি আশ্চর্য! মরুভূমে স্বর-মন্দাকিনী
ললিত লহরী ভঙ্গে প্রবাহিলা ধীরে,
স্নাত হয়ে সেই জলে অগণন প্রাণী
বিসর্জিলা পাপতাপ শান্তি সিন্ধুনীরে।
ভেদিয়া বালুকা স্তূপ সুবিশাল তরু
ছায়াদানে সুশীতল করিলেন মরু।
৭
বহিল স্বর্গীয় বায়ু সুস্নিগ্ধ শীতল,
জীবগণ পাপতাপ দুঃখ ক্লেশ হর;
সান্দ্রনৈশতম ভেদি পবিত্র বিমল
উদিত হইল চন্দ্র পূর্ণ কলেবর;
চন্দ্রিকাচ্ছটায় তার হাসির অবনী,
দূরীভূত হইলেক আধার রজনী।
৮
হে আরব! সভ্যতার আলোক ভাণ্ডার
তোমার প্রভায় আজি জগৎ উজ্জ্বল,
জলদগম্ভীরে করি জগতে প্রচার
পবিত্র কোরাণ আজ্ঞা অভ্রান্ত বিমল;
ধরি করে দীপ্তবর্শা খর তরবার
অবনীর পাপ তাপ করিলে সংহার।
৯
"উপাস্য নাহিক কেহ ঈশ্বর ব্যতীত"
এই বাক্য ধ্বনি তুলি জীমূত গর্জ্জনে,
ঘৃণিত প্রতিমা পূজা করি বিচূর্ণিত

www.nagorikpathagar.org

প্রচারিলা সভ্য ধর্ম্ম অবনীভবনে।
পঞ্চাশৎ বর্ষ মাঝে সেই পুণ্যধ্বনি,
দ্রুত-ইরম্মদ বেগে ছাইল ধরণী।

১০

সভ্যতা-বাণিজ্য বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতায়
অবনীতে নবযুগ হল আবির্ভূত;
ইস্লামের মহোজ্জ্বল পবিত্র প্রভায়
ভরিলে অবনী, পাপ করি ভস্মীভূত।
দর্শন ভৈষজ্য জ্যোতিঃ গণিত-বিজ্ঞান
তব অভ্যুদয়ে পাইলেক নবপ্রাণ।

১১

কোরানের পুতমন্ত্র তোমরা শিখালে
প্রচারি য়ুরোপ ভূমে আঁধার।
বিদূরি, সভ্যতা জ্ঞান-পরম স্বজনে
শিখাইলে, তাই আজি পৃথিবী মাঝার
পুণ্যভূমি ইউরোপ বিদ্যাবুদ্ধি ধনে,
লভিয়াছে শীর্ষস্থান সৌভাগ্য গগনে।*

১২

আরব! তোমার জ্ঞানে অসভ্য আফ্রিকা
সভ্যতা-আলোকে আজি সেও আলোকিত,
সেও আজি বীর্য-শৌর্য-জ্ঞান-প্রকাশিকা,
হীনত্ব স্বীকারে এবে নহেক স্বীকৃত।
এখনো প্রতাপভরে তব পুত্রগণ,
শাসিছে আফ্রিকাখণ্ডে রাজ্য অগণন।

১৩

সমগ্র এসিয়া আজি তোমার প্রসাদে
ইস্লামের রশ্মিজালে সতত উজল;
অগণন নরনারী সদাই অবাধে
ভোগিছে স্বর্গের শান্তি পবিত্র বিমল।
এখনও এশিয়ার মালয় প্রদেশে
তব পুত্রগণ রাজ্য শাসিছে হরষে।

www.nagorikpathagar.org

১৪

আরব! তোমার কীর্ত্তি না আছে কোথায়?
দুস্তর মহাব্ধি মাঝে বর্ণিয়ো যাবায়,
প্রতাপী অরাতিবর্গে না করিয়া ভয়
এখনো শাসিছে রাজা তব পুত্রচয়।

*স্পেনীয় আরবগণই ইউরোপের বর্তমান উন্নতির মূলীভূত কারণ। স্পেনীয় ধীসমৃদ্ধ মুরিস আরবগণই অজ্ঞানাচ্ছন্ন ইউরোপখণ্ডে ৮ম হইতে ১৩ শ শতাব্দী পর্য্যন্ত জ্ঞান ও সভ্যতার আলোকে বিকীরণ করিয়া ইউরোপের বর্তমান উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। (স্পেনের ইতিহাস দেখ)

তোমার সে উষ্ণ বীর্য তাঁদের শিরায়
এখনও প্রবাহিত বিদ্যুদগ্নি প্রায়!*

১৫

হে আরব! তব সম গরিমা কাহার?
তোমার সন্তানগণ জ্ঞান দীপ্ত রবি,
কি বিজয় কি বাণিজ্য কিবা আবিষ্কার,
সর্ব্বত্রই প্রকাশিত মহোজ্জ্বল ছবি।
স্পেনজয়ী ধীসমৃদ্ধ তব পুত্রগণ
যাঁর কীর্ত্তি মেখলায় বেষ্টিত ভুবন।

১৬

সামুদ্রিক পোতপরি করি আরোহণ
অসীম সাহস ধরি হৃদয়-মন্দিরে,
সুবিশাল আটলান্টিক দুস্তর ভীষণ
হেরি যা উপজে ভীতি মানব অন্তরে;
অনায়াসে অতিক্রমি হে পুণ্য আরব
আমেরিকা আবিষ্কারি লভিলা গৌরব।†

১৭

ধন্য হে আরব তুমি, এ ভব মণ্ডলে
তোমার সমান বল সৌভাগ্য কাহার?
তব সম মহোন্নতি কভু কোনকালে
হয় নাই কাহারও পৃথিবী মাঝার।

*আফ্রিকা মহাদেশ, মালয় ও শ্যাম উপদ্বীপ এবং ভারত সাগরীয় বর্নিয়ো, যাবা, সুন প্রভৃতি দ্বীপের সুলতানগণ আরব বংশজ। শ্যাম রাজ্য বৌদ্ধ ভূপতির অধিকৃত হইলেও তাঁহার অধীনে কতিপয় করদ ও মিত্র মুসলমান নরপতি আছেন।

স্পেনীয় আরবীয় নাবিকগণ খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকার আবিষ্কার করেন। কিন্তু আরবগণ তৎকালে গৃহবিবাদে লিপ্ত থাকায় আমেরিকার উপনিবেশ বা অধিকার স্থাপন করিতে পারেন নাই। (ডাক্তার লিটনার কৃত "সনিনএসলাম" দেখ।)

www.nagorikpathagar.org

তোমার বিক্রম খ্যাতি পুণ্যের গরিমা
ভাবি জ্ঞানীগণ কিন্তু নাহি পায় সীমা।

১৮

তোমার সাহিত্য কাব্য গণিত বিজ্ঞান,
ইতিহাস উপন্যাস ধর্ম্মশাস্ত্র আদি,
তোমার পবিত্র ভাষা–মাধুর্য আধার*
বুধবৃন্দ মহানন্দে চর্চ্চে নিরবধি।
তাই বলি তব সম সৌভাগ্য কাহার
ধন্য হে আরব তুমি ভুবন মাঝার।

১৯

আরব! বীরত্ব তব করিলে স্মরণ,
কবির কল্পনা সেহ মানে পরাজয়
একযোগে করি সবে শক্রতা সাধন
পরাজিত করিবারে পারেনি তোমায়।
কোটি কোটি শক্রসনে যুঝি বীরমদে
সতত বিজয় মাল্য লভেছ অবাধে।

২০

প্রচণ্ড মার্তণ্ড সম তব পুত্রগণ
একাকী অগণা বৈরী করিয়া নিধন,
স্থাপিয়া সমগ্র ধরণ বিজয় কেতন
দেখায়েছ বীরত্বের শেষ নিদর্শন।
প্রবল রোমক রাজ্য বিক্রান্ত বনায়ু+
হারায়েছে তোমা হতে ধীরত্বের আয়ু।

আরব্য ভাষায় ন্যায় ওজস্বনী সুমিষ্ট ভাষা জগতে আর একটাও নাই।

বলায়ু–পারশ্যদেশ। আরবের অভ্যুদয়কালে পারস্য এবং রোম সাম্রাজ্য বিশেষ পরাক্রান্ত ছিল; কিন্তু তাহারাও ইহার উন্নতির গতিরোধ করিতে যাইয়া আরবকর্তৃক বিজিত হয়।

২১

দামেস্ক, মদিনা, কুফা, বাসেরা, বোগ্দাদ,
এ সব নগর তব পুণ্যের আধার
স্মরণে এসব এবে অতীব বিষাদ,

www.nagorikpathagar.org

উপজি মানস করে নিবিড় আঁধার।
অলকা বলিয়া যাহা ভ্রম জন্মাইত
কেহ বা আঁধার আজি কেহ বিষাদিত।

২২

অত্যুজ্বল রাজধানী বোগ্দাদ নগর
মৃত্তিকার সনে এবে মিশিয়াছে হায়!
কোথা সেই কুফা?–যথা আলী বীরবর
শাসন করিলা রাজ্য ধর্ম্মের প্রভায়।
কোথা সে দামেস্ক চারু রাজধানী হায়!
এবে তাহা আলোশূন্য দেউটীর প্রায়।

২৩

'আলোক বিহীন' এবে হেরি নয়নেতে
সত্য বটে হয় মন দুঃখে অভিভূত,
কিন্তু তার কীর্ত্তিগাথা স্মরিলে মনেতে
মহানন্দে হয় চিত্ত অতি পুলকিত।
সত্য হে আরব! তব নাহি সেই দিন,
কিন্তু তব পুণ্যকীর্ত্তি হয়নি বিলীন।

২৪

নাই যে প্রতাপ এবে নাই সে বীরত্ব,
নাহি সে ক্ষমতা এবে নাহি সে বৈভব,
নাহি বিজয়িনীশক্তি নাহি সে বীরত্ব,
নাহি সে সম্মান বশঃ নাহি সে গৌরব।
কিন্তু তাহে দুঃখ অতি নাহি গনি মনে
চিরদিন একরূপ না যায় ভুবনে।

২৫

বহুকাল পরিশ্রমে হে পুণ্য আরব!
অতিশয় ক্লান্তিবোধ হয়েছে তোমায়,
তাই তুমি কিছুকাল হইয়া নীরব,
করিছ বিশ্রামলাভ বিস্মৃতি-শয্যায়।
তাই তোমা হেরিতেছি হেন উদাসীন,
কিন্তু তুমি হও নাই চৈতন্য বিহীন।

www.nagorikpathagar.org

২৬

অই তব পুত্রগণ আফ্রিকার মাঝে
পূর্বের গৌরব-গীতি করিয়া স্মরণ,
সাজাইতে মোসলেমের পুনঃ ধীরসাজে
করিতেছে সবে অতি কঠোর সাধন।
অস্তগিরি গুহাগত উন্নতি ভাস্করে
উদিত করিবে পুনঃ উদয়ের শিরে।

২৭

আবার নিদ্রান্তে তুমি সিংহের সমান
কাঁপাইয়া দশদিশি উঠিবে জাগিয়া
মেহিদীর নায়কত্বে হয়ে শক্তিমান,
অবনীর পাপ তাপ দিবে জ্বালাইয়া।
নির্ব্বাপিত প্রায় রশ্মি ইস্লাম ধর্ম্মের
ঈসা, মেহেদীর বলে জ্বালাইবে ফের।

২৮

সকল কল্পিত ধর্ম্ম করিয়া বিলুপ্ত
সমূলে নির্মূল করি ইস্লামের অরি,
ইস্লামের পূতরশ্মি করিয়া প্রদীপ্ত
উজলিবে ধরা পাপ তমঃ নাশ করি।
জগতে ধর্ম্মের রাজ্য হবে প্রতিষ্ঠিত,
ত্রিদিবের সুখ শান্তি হবে আবির্ভূত।

প্রচারক ॥ পৌষ, ১৩০৭। (কাব্য : উদ্বোধন)

www.nagorikpathagar.org

বিলাপ

কোথা দেব! মোহাম্মদ ধরণী-ভূষণ
কোথা দেব বিশ্ব-রবি
কোথা করুণার ছবি
বারেক আসিয়া এবে করহ লোকন;
আসিয়া ধরণী তলে
কঠোর সাধনা বলে
প্রচারিলে যেই ধর্ম্ম সত্য সনাতন
যাহার বিমল কর
উজলিল চরাচর
সৌন্দর্য্যে মোহিত যার ধরাবাসীগণ;
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা
প্রেমপ্রীতি পবিত্রতা।

হায়! যেই ধরমের অঙ্গের ভূষণ
যে ধর্ম্মের চারু দৃশ্য
একদা দেখিয়া বিশ্ব
হয়েছিল বিস্ময় সাগরে নিমগন,
হায়! দেব দেখ আসি
সে ধর্ম্ম নির্ম্মল শশী
কলঙ্কে করেছে মসী কুসন্তানগণ;

কোথা প্রভু! কোথা আসি দেখ একবার
ঘটিয়াছে কি দুর্দশা মোস্লেম সবার
দরিদ্রতা দাবানল
দহিতেছে অবিরল
সমাজেরে করিতেছে পুড়ি ছারখার।
একতারে দিয়ে বলি
মত্ত ল'য়ে দলাদলি
ভাই ভাই হানাহানি করে অনিবার
ভুলি দেব! তব দীক্ষা

www.nagorikpathagar.org

ভুলি হায়! তব শিক্ষা
রিপু পূজা করিয়াছে জীবনের সার!
ছাড়ি বিদ্যা আলোচনা
ছাড়ি জ্ঞান গবেষণা
হইয়াছে পদানত ঘোর মূর্খতার!

হা দেব! কোথায় তুমি
একাকী কাঁদিছি আমি
একবার এসে প্রভু! করহ দর্শন
কি আর কহিব হায়!
মরম ফাটিয়া যায়
ঝরে শুধু আঁখি জল মানে না বারণ,
বর্ব্বর পাষণ্ড চয়ে
তোমার "নায়েব" হ'য়ে
সংহারিছে হায়! প্রভু ধর্ম্মের জীবন;
ব্যবসা বাণিজ্য ফেলি
কৃষি শিল্প পদে দলি
সেজেছে ভিক্ষুক দাস তব শিষ্য গণ!
যে ধর্মের অনুগামী
ছিল কত ধরাস্বামী
কত বীর কত ধীর জ্ঞানী গুণী জন
এবে তাহা হায়! হায়!
কেবলি কেবলি হায়!
দীন হীন কাঙ্গালের আশ্রয় ভবন।
হায়! যে ধর্ম্মের জন্য
ধরা ধন্য গণ্য মান্য
ছিল কত মহাজন ত্যাজিতে জীবন।
এবে যত স্বার্থ পরে
ল'য়েছে চৌদিকে ঘিরে
ঘৃণায় ইস্রাল রাণী সাধিছে মরণ।

হে দেব! বারেক আসি দেখ একবার
কি দুর্দশা ঘটিয়াছে মোস্লেম সবার

www.nagorikpathagar.org

ভবনে না জ্বলে বাতি
আঁধারে পোহায় রাতি
অভাব সমুদ্র মাঝে দিতেছে সাঁতার!
অরাতির আক্রমণে
হারাইছে ক্ষণে ক্ষণে
দিগন্ত বিস্তৃত রাজ্য সমৃদ্ধি সম্ভার।
স্পেন হ'তে বিতাড়িত
ইটালীতে প্রপীড়িত
তুরস্ক ক্ষয়িত ক্রমে গ্রীস ছারখার
রুশিয়া ফরাসী দেশ
পূর্ব্বেই হ'য়েছে শেষ
ভারত বৃটিশ হস্তে শোভিছে অপার!
মিসর বার্দ্ধক্য গ্রস্ত
ইরান ভয়েতে ত্রস্ত
না জানি কি ঘটে ভালে মোস্লেম সবার।
তুনিস তুরাণ জমী
বিধর্মী প্রভাব ভূমি
নাহি তথা ইস্লামের আর অধিকার!
একাকী তুরকী মাতা
শোকে দুঃখে মর্ম্মাহতা
কি করিবে একা শত শত্রুর মাঝার।
যতই যেতেছে দিন
ততই হতেছে হীন
রাহু গ্রাসে শোভা যথা মলিন রাকার!
না জানি কি ঘটে ভালে মোস্লেম সবার!

হে দেব! বারেক আসি কর দরশন
ধন মান ছিল যাহা
বিলুপ্ত সকলি তাহা
অবশেষে শুধু দেখি মরণ এখন।
নাহি সে জ্ঞান প্রাখর্য
নাহি সেই বীর্য শৌর্য্য

www.nagorikpathagar.org

অস্তমিত একেবারে জাতীয় জীবন।
হা! দেব, বারেক আসি কর দরশন
যেই মুসলমান জাতি
মহা বীর দর্পে মাতি
ছুটিত ধরণীতলে উল্কার মতন;
যাঁদের চরণ-ধূলি
শিরেতে লইয়া তুলি
মানিত সৌভাগ্য নিজ ধরাবাসীগণ,
বিশাল ধরণীতল
ছিল যার করতল
হয়েছে দাসানুদাস তাহারা এখন!!
যে জাতি লইয়া আসি
সময় সাগরে পশি
করিত ধরনীজয়ে বীর্য্য প্রদর্শন
হা! কি কলঙ্কের কথা!
অহো রে! মরণ ব্যথা
"শতরঞ্জে" তারা করে সৈন্য সঞ্চালন।
যাহাদের কণ্ঠধ্বনি
জিনিয়া বজ্রের ধ্বনি
হুঙ্কারিত ভীত করি অরি-হৃদিমন
লজ্জায় বিদরে হৃদি
সে কণ্ঠেতে নিরবধি
উঠিছে ভিক্ষার রব কাতর ক্রন্দন!

হা দেব! দুর্দশা আসি কর দরশন
মানস-নয়ন-রম্য
মর্ম্মর গ্রথিত হর্ম্ম্য
ছিল হায়! যাহাদের লীলা নিকেতন;
যার ধ্বংস অবশেষ
জুড়িয়া রয়েছে দেশ
যা দেখি বিস্ময়ে মুগ্ধ পর্যটকগণ
এবে তারা তরু মূলে

www.nagorikpathagar.org

অথবা কুটির তলে
কোন রূপে যাপিতেছে দুর্ব্বহ জীবন
হা! অদৃষ্ট! ঘটিয়াছে কি ঘোর পতন!!
হা দেব! বারেক আসি কর দরশন
জ্ঞান বিজ্ঞানের জ্যোতিঃ
ছড়াইত যেই জাতি
মৌলুদে তাদের এবে বিদ্যার খতম
ল'য়ে গাঁজাখুরী কেচ্ছা
নাহি তাহে বিন্দু সাচ্চা
কতই রূপকে করে তাহার বর্ণন
লাজে বিদ্যা সাধিতেছে নিয়ত মরণ।

হা দেব! কোথায়, এসে কর দরশন
ফেটে যায় হৃদি, অশ্রু মানেনা বারণ
মানবকুলের বন্দ্য
যাদের কোবিদ বৃন্দ
লিখিত নিয়ত ন্যায় নীতি দরশন
ভূগোল খগোল-তত্ত্ব
বিজ্ঞানে আছিল মত্ত
এবে হায়! তাঁহাদের কুসন্তানগণ
বিষাক্ত প্রেমের রসে
অকূলে চলেছে ভেসে
লেখে তৃষ্ণা প্রেমহার হায়রে! এখন!

কোথা তুমি, কোথা দেব! দাও দরশন
হয় হস্তী উষ্ট্র রথে
যে জাতি চালিত পথে
"সহিস" "কোচয়ান" এবে তাদের নন্দন!

হা দেব! বারেক আসি কর দরশন
রাজদণ্ড হাতে ল'য়ে
মানব জাতি নিচয়ে

www.nagorikpathagar.org

শাসিত যাঁহারা , এবে সে মোস্লেমগণ
হাতেতে লইয়া লাঠি।
পশুপালে পরিপাটি
অথবা শিরেতে বহে বোঝা অনুক্ষণ!

হা দেব! বারেক আসি করহ লোকন
যে জাতির বীরমূর্ত্তি
উৎসাহ উদ্যম স্ফূর্ত্তি
দেখিয়া চকিত ছিল বিশ্ববাসীগণ।!
এবে তারা অতি ক্ষীণ
শীর্ণ তনু জীর্ণ দীন
জ্বালাময় আঁখি হায়! নিস্প্রভ এখন!
বাহুতে নাহি সে শক্তি–
নাহি সে ঈশ্বরে ভক্তি
বিষাদ কালিমাবৃত প্রফুল্ল বদন
নাহি আর করে অস্ত্র
পরিধানে নাহি বস্ত্র
না আছে উদরে অন্ন, বাসের ভবন
পীড়ায় ঔষধ নাই, তৃষ্ণায় জীবন!

হা দেব! বারেক আসি কর দরশন
যে জাতির পদতলে
মণি মুক্ত রত্নদলে
বিতরিত স্নিগ্ধ ভাতি নয়ন রঞ্জন।
সৌভাগ্য সম্পদ ধন
ছিল যার অগণন
সেবিত ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মী যাহার চরণ
যাদের বাণিজ্য-তরী
আছিল পৃথিবী ঘিরি
ছুটিত সাগর বক্ষে উড়ায়ে কেতন
বাণিজ্য বন্দর সবে
যাহাদের কণ্ঠরবে

www.nagorikpathagar.org

দিবা নিশি মুখরিত ছিল অনুক্ষণ
হায়! কি অধঃপতন
তাদের সন্তানগণ
বাণিজ্য বিষয়ে এবে অন্ধের মতন!

হা দেব! বারেক আসি কর দরশন
অত্যাচার অবিচার
মদ্যপান ব্যভিচার
সমূলে নাশিয়া ছিল যে মোস্লেমগণ
করিতে পাপ সংহার
যাহাদের তরবার
রহিত কোষবিমুক্ত অতীব ভীষণ।
এবে সে মোস্লেমগণ
স্বয়ং পাপে মগন
ব্যভিচার কদাচার অঙ্গের ভূষণ!

হে দেব! বারেক আসি কর দরশন
যাহারা ভজনালয়ে
মত্ত বিভু প্রেম ল'য়
আছিল নিয়ত, এবে তাদের নন্দন
পাপ বারাঙ্গনা গেহে
নিয়ত পড়িয়া রহে
কৃমিকীট রহে যথা বিষ্ঠায় মগন
হা! অদৃষ্ট ঘটিয়াছে কি ঘোর পতন!

কোথা আর্য্য মোহাম্মদ! ধরণী-ভূষণ।
কোথা নবী বিশ্ব-রবি
কোথা করুণার ছবি
বারেক আসিয়া প্রভু করহ লোকন
যে একতা শিখাইলে
যে স্নেহেতে বেঁধেছিলে
সে একতা-স্নেহ-রজ্জু করিয়া ছেদন

www.nagorikpathagar.org

খণ্ড খণ্ড হয়ে সবে
দলিত হতেছে ভবে
ভ্রাতৃ-প্রেম একেবারে দেছে বিসর্জন
জাতীয় জীবন-তরী প্রায় নিমগন!

হে দেব! বারেক আসি কর দরশন
পৃথিবীর সীমা যার
ছিল রাজ্য অধিকার
ঘটিয়াছে তাহাদের কি ঘোর পতন
কাল যারা ছিল দাস
(হা কি দুখ! হা কি লা!!)
আনন্দে সেবিত যারা মোস্লেম চরণ
অহো! কি দুর্দশা হায়!
পরাণ ফাটিয়া যায়
হেরিছে ঘৃণার চক্ষে তাহরা এখন!
হে দেব! কেমনে করি এ জ্বালা সহন!

হে দেবেন্দ্র! ঋষিচূড়, সাধক-তপন!
কি করে কাহারে বলি মনের বেদন
কোথা তাতঃ! কোথা এবে
দেখ এসে দেখ ভবে
ইস্লাম রাণীর কিবা মলিন বদন
তোমার সাধের কন্যা
বিশ্বপূজ্যা ধরা ধন্যা
সন্তান বৃন্দের হেরি দুর্দ্দশা ভীষণ
সাজি দেবী উন্মাদিনী
বিষাদিনী কাঙ্গালিনী
হাহাকারে নিরন্তর করিছে রোদন
নাহি শিরে শাহীতাজ
নাহি অঙ্গে রাজ্র সাজ
মহাশোকে শোকাকুল মলিন বদন।
বসিয়া সাগর কূলে

www.nagorikpathagar.org

কভুবা পাদপ মূলে
কভুবা ধরার বক্ষঃ করি আলিঙ্গন
মর্ম্ম স্পৃক্ যাতনায়
ছিল কণ্ঠ ছাগ প্রায়
লুটাইছে, বক্ষে বহে অশ্রুর প্লাবন
সে উচ্ছ্বাসে সিন্ধু করে নিয়ম রোদন।

ইসলাম প্রচারক ॥ মাঘ, ১৩০৯ জানুয়ারি, ১৯০৩ (কাব্য; উদ্বোধন)

www.nagorikpathagar.org

বজ্র-ধ্বনি

১

গর্জ্জরে অশনি করি ঘোর ধ্বনি,
ফাটি শতখণ্ডে কাঁপায়ে মেদিনী,
নিদ্রিত মোস্লেম জাগুক এখনি
শুনাও তাহারে জ্বালাময়ী বাণী,
প্রতি মর্ম্মে মর্ম্মে দুঃখের কাহিনী;
বাজিয়া উঠুক এক তান লয়ে।
রে দুর্ম্মতিগণ! মেলিয়া নয়ন
জাতীয় দুর্দ্দশা কররে দর্শন,
চারি দিক বেড়ি অনল ভীষণ
শিখা বিস্তারিয়া করিছে দহন!
এখনো কি ঘুমে রবে অচেতন?
নাই কিরে হায়! জাতীয় জীবন?
কি ফলরে তবে এদেহ বয়ে?

২

মোস্লেম জগৎ জাগিছে আবার,
হের কিবা তেজ, নয়নে সবার!
কিবা বীর মূর্ত্তি! ফূর্ত্তির আধার!
মুখে জয় ধ্বনি "আল্লাহু আকবার"!
স্কন্ধে জয়কেতু! হাতে তরবার!
দেখরে ধরায় পড়েছে সাড়া!
জাগিল ইরান, জাগিল তুরান;
জাগিল মিসর, মরোক্কা, সুদান;
জাগিল তুরস্ক, জাগিল আফগান;
জাগে জাঙ্গেবার, সোমালী, আঝান;
অই দেখ উড়ে জাতীয় নিশান!
শোভে তাহে চারু চাদিনা তারা!!

৩

অধীন ভারত দারিদ্র্য বিনত,
সেও আহি হের কিবা উৎসাহিত!

www.nagorikpathagar.org

সেও আজি কিবা জীবন্ত জাগ্রত!!
অই আলিগড়, (কার্য্য তৎপর)
জাতীয় জীবন, করিতে গঠন
করিছে কীদৃক কঠোর সাধন!
দেখ একবার নয়ন মেলে।
অই লাখনৌর "দারল-অলুম",
সমগ্র ভারতে মাতায়েছে ধুম!
ওলামার দল, ধরি নব বল
জাতি সংগঠনে, সবে প্রাণপণে
করিছে যতন অশেষ বিশেষে,
শত নিন্দাগ্লানি সহিয়া অক্লেশে;
বাধা বিঘ্ন যত চরণে দলে।

৪

মধ্য ভারত মান্দ্রাজ নিবাসী,
তাহারাও হের, উৎসাহ প্রকাশি,
নাশিতে জাতীয় দুর্দ্দশার রাশি,
কর্ম্মক্ষেত্রে অই সবেগে ধায়।
হের পাঞ্জাবের লাহোর নগরে,
জাতীয় কেতন উড়ো দম্ভ ভরে!
প্রকাণ্ড আকার, কলেজ তাহার
হের উচ্চশীর্ষে গৌরব বিঘোষে,
উৎসাহের জ্যোতি নয়নেতে ভাসে,
দৃঢ়তা বিশ্বাসে বদনে ভার!

৫

ফলতঃ সমগ্র মুসলমান জাতি,
কাটি বহু দুঃখে দুর্দ্দশার রাতি
হেরিছে এখন দিবসের ভাতি!
উষার রক্তিম ললাট পটে।
কিন্তুরে বাঙালী, অধম কাঙালী
(কুলের অঙ্গার কলঙ্কের ডালি)
এখনও তোরা ঘুমঘোরে রলি
এত বজ্র-ধ্বনি, এত কোলাহল,

www.nagorikpathagar.org

এত যে বিলাপ, এতে অশ্রুজল,
সকলিরে হায়! উপেক্ষা করিলি
ভবিষ্যৎ পানে ফিরে না দেখিলি,
না জানি জেদের কি দশা ঘটে!

৬

এই ক্ষীণকণ্ঠে ক্ষীণ রসনায়
কতবা ডাকিব বল দেখি হায়!
কিছুতেই যেন বহে না শিরায়
উৎসাহের স্রোতঃ বিদ্যুতের প্রায়
(হা। বিধি ইহার কি করি উপায়?)
কিছুই বুঝিতে পারিনা হায়!
এরাই কি হায়! তাঁদেরি তনয়?
সমগ্র পৃথিবী করে যাঁরা জয়,
দন্তে অশ্ব রশ্মি, হাতে তরবার!
ছুটিত যাঁহারা ঝড়ের আকরি,
একাকী করিত রাজ্য অধিকার,
বাধা বিঘ্ন আদি কিছু মানিত না
অসাধ্য কি ভবে কিছু জানিত না
কিবা শৌর্য্য বীর্য্যে, কি জ্ঞান গাম্ভীর্য্যে,
আছিল যাঁহারা ধরণী ভূষণ,
তাঁহাদের আজি কি ঘোর পতন!
হা! বিধি, হৃদয় ফাটিয়া যায়!!

৭

বঙ্গে তিন কোটি মোসলেম সন্তান,
যাপিছে জীবন পশুর সমান!
(পশু কেন বলি, তাহারও অধম
পশুরও আছে ক্রোধ ও শরম
পশুরও আছে স্বজাতীয় টান।)
কিন্তু পশ্বাধম বঙ্গ মুসলমান!!!
শুধু করে সবে আহার বিহার,
ভাবেনা বারেক জাতি আপনার!
কি ছিল কি হল, কি হ'তে চলিল

www.nagorikpathagar.org

ভ্রমেও কখনো করেনা স্মরণ!
লভেছে এমনি অসার জীবন!!
এ হেন জীবনে কি আছে ফল?
কিবা তুচ্ছ কথা 'জাতীয় সমিতি'
তিন কোটি নর হলে এক মতি
হাসিতে হাসিতে পারিস্ জিনিতে
সমগ্র অবনী তর্জনী সঙ্কেতে।
অথবা তা কেন? জীবন্ত হৃদয়,
একাকী পারেরে ঘটাতে প্রলয়!
তবে কিবা চিন্তা? বল কিবা ভয়,
একাকী হইয়া জাগাতে সবায়
কেননা হৃদয়ে করিস বল?

৮

অতীত গৌরব, অতীত মহিমা
অতীত প্রতাপ, অতীত গরিমা,
সেই বীর্য শৌর্য্য নাহি যার সীমা!
স্মরণ করিয়া মানসে সবে।
স্মরণ করিয়া বীরেন্দ্র নিকরে,
খালেদ, হাঞ্জেলা, আলী ও ওমরে
মুসা ও তারেখ, হোসেন, আমরে
তাঁহাদের মূর্ত্তি আঁকিয়া অন্তরে;
নব বল ধরি জাগরে এবে।

৯

সবাই জাগিল! সবাই উঠিল!!
উন্নতির পথে সবাই ছুটিল!
জয় জয় ধ্বনি, সবাই ঘোষিল!
জাতীয় মহিমা প্রকাশ করিল!!
তোরা কেন তবে নীরব ভবে?
দীর্ঘ নিদ্রা পরে নবীন তেজেতে,
প্রভাত সমীরে, তরুণ আলোতে,
বিংশ শতাব্দীর এ শুভ প্রভাতে,
না জাগিলে আর জাগিবি কবে?

www.nagorikpathagar.org

১০

কিসের অভাব? কিসের লাঞ্ছনা
কিসের দুর্গতি? কিসের ভাবনা?
কিসের দারিদ্র্য? কিসের গঞ্জনা?
সব হবে দূর করিলে সাধনা–
বারেক যদিরে করিস মন।
বারেক তোমরা জাগ্রত হইলে–
কার হেন সাধ্য এ মহী মণ্ডলে?
এহেন সাহস বল কার বুকে?
দাঁড়াইতে পারে তোদের সমুখে?
যদি সবে মিলে করিস পণ।

১১

গর্জ্জ তবে ঘোর গর্জ্জরে অশনি,
টলমল টল কাঁপুরু মেদিনী!
মোসলেমের নিদ্রা ভাঙ্গুক এখনি,
দূরীভূত হৌক কাল নিশীথিনী;
যাক্ কর্ম্মক্ষেত্রে ঝটিকা গতি।
সে বীর মূরতি হেরিয়া নয়নে,
নব আশাভরে পুলকিত মনে;
গাইব আবার প্রলয় নিস্বনে!
মাতি রুদ্র তালে প্রলয় গীতি।

১২

জাগ্ তবে ভাই! জাগরে বাঙালী,
উঠ শয্যা ছাড়ি দুই চক্ষু মেলি
ধুয়ে ফেল যত কলঙ্কের কালী;
"জাতীয় সমিতি" স্থাপন ক'রে।
ধর সবে মনে বিশ্বাস দুর্জ্জয়,
দয়াময় খোদা মোদের সহায়!
নবীকুল রবি মোদের আশ্রয়!!
কিসের তরাস? কিবা তবে ভয়?
ঘোষ মেঘ মন্দ্রে "জয় জয় জয়"
মহিমার হার গলায় পরে।

www.nagorikpathagar.org

১৩

আয় তবে আয় মোসলেম ভাই!
আলস্য ত্যজিয়া জাগিরে সবাই,
পূর্ব পুরুষের পথে পুনঃ ধাই
'জাতীয় সঙ্গী' আর সবে গাই,
কণ্ঠে কণ্ঠে আজি মিলায়ে তান।
সবে মিলে আয় করিরে প্রার্থনা,
সবে মিলে আয় করিয়ে সাধনা,
সবে মিলে আয় করিরে জপনা
প্রাণে প্রাণে আজি মিলায়ে প্রাণ।

১৪

হে বিহার বাসী! হে আসামী গণ!
ব্রহ্মা উড়িষ্যার মোস্লেম নন্দন!
এস সবে আজি করিরে স্থাপন
"জাতীয় সমিতি" হরষ ভরে।
আর তথা সবে মিলে গলে গলে,
দেখাব হৃদয় সবে খুলে খুলে,
কাঁদিব সকলে ভাসি আঁখি জলে;
ভাই ভাই সবে বুকেতে ধরে।

১৫

পায়ে ধরি ভাই! ঘুমাস না আর,
জাতীয় দুর্দ্দশা দেখ একবার,
কি ঘোর পতন! মোস্লেম সবার
অহহ হৃদয় বিদরি যায়।
নাহি পেটে অন্ন, পরিধানে বাস,
পদে পদে ভয়! হৃদয় নিরাশ!!
অর্থ বল বিনা মানস উদাস,
কেবলি অভাব! কেবলি হুতাশ!
যার ইচ্ছা সেই করে উপসহাস!!
কেমনে এসব দেখিস হায়!

১৬

তাই বলি ভাই! চরণে ধরিয়া,
বিনীত বচনে মিনতি করিয়া,

www.nagorikpathagar.org

থাকিস না আর আলস্যে শুইয়া;
কর সবে পণ বারেক জাগিয়া,
জাতীয় সমিতি" স্থাপন হেতু।
"জাতীয় সমিতি" স্থাপন ব্যতীত,
উত্থানের পথ সুদূরে নিহিত!
যুক্তশক্তি বিনা, কখনো হবেনা
জাতীয় জীবনে তেজেরে সঞ্চার,
উড়িবেনা তবে নভোদেশে আর,
জাতীয় গৌরব বিজয় কেতু!

১৭

এস তবে এস হে মোস্লেম গণ,
এস সবে আজি হ'য়ে এক মন,
সবে মিলে আজি করিরে স্থাপন;
জাতীয় সমিতি হরষ ভরে!
আয় তথা সবে মিলে গলে গলে,
দেখাব হৃদয় সবে খুলে খুলে,
কাঁদিব সকলে ভাসি আঁখি জলে,
ভাই ভাই সবে বুকেতে ধরে।

১৮

জাগ তবে ভাই! জাগরে বাঙালী,
উঠ শয্যা ছাড়ি দুই চক্ষু মেলি
ধুয়ে ফেল যত কলঙ্কের কালী,
জাতীয় সমিতি স্থাপন ক'রে।
ধর হৃদে সবে বিশ্বাস দুর্জ্জয়,
দয়াময় খোদা মোদের সহায়,
নরকুল-রবি মোদের আশ্রয়!!
কিসের তরাস? কিবা তবে ভয়?
ঘোষ মেঘমন্দ্রে জয় জয় জয়;
মহিমার হার গলায় পরে।

১৯

ক্রন্দন প্রার্থনা দূরে নিক্ষেপিয়া,
রাজার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া,

www.nagorikpathagar.org

নিজ পায়ে ভাই! দাঁড়ারে উঠিয়া,
মুছি আঁখি জল সাহস ভরে।

উন্নত হইতে যদি পুনঃ চাও,
নিজ ক্ষমতার পরিচয় দাও,
দাসত্বের ডালি ভূতলে নামাও,
সাধনার পথে পুনঃ সবে ধাও,
কোরাণের আজ্ঞা শিরেতে ধরে।

২০

তবে সে পারিবে উন্নত হইতে,
মহিমার হার গলায় পরিতে,
গৌরব মুকুট শিরেতে ধরিতে,
পদধূলি এবে যে শিরে লও।
তাই বলি ওরে মোসলেম সন্তান,
সাধনার পথে হও আগুয়ান,
একতা-শৃঙ্খলে বাঁধি প্রাণে প্রাণ,
উত্থানের পথে অগ্রসর হও।

২১

তাহা না করিলে, এ ঘোর যামিনী,
চিরদিন ভাই! রহিবে এমনি!
পলে পলে আরো বাড়িবে আঁধার,
ঘটিবে ক্রমশঃ ভীষণ ব্যাপার;
জীবন মরণ একই হবে।
অসম্ভব কিছু ভাবিওনা চিতে,
খোল ইতিহাস পাইবে দেখিতে,
কি দুর্দ্দশা ঘটে স্পেনীয় ভূমিতে,
কি লাঞ্ছনা হ'ল মোসলেমে সহিতে,
উচ্ছিন্ন করিল অনলে অসিতে,
অসভ্য বর্ব্বর খৃষ্টান যবে!

২২

অষ্টশত বর্ষ সূচী পরাক্রমে,
অতুল প্রতাপে অতুল বিক্রমে!

www.nagorikpathagar.org

কতনা গৌরবে কতই না ধুমে!!
শাসিলা মোসলেম যে হিস্পান ভূমে,
একটি মোসলেম নাহিক তথা!!
হায়! সে গ্রানাডা বিশ্ব অভিরাম!
হায়! সে কর্ডোভা গৌরবের ধাম!!
শত দিল্লী, আগ্রা, যাহার গোলাম!
পতিত হায়রে! পতিত হায়রে! শ্মশান যথা!!

২৩

রজত কাঞ্চন হীরক খচিত!
দুর্লভ সুশুভ্র মার্ব্বেল গঠিত!
মাজিদ প্রাসাদ হর্ম্ম্য অগণিত!
হায়রে! কতই যতনে রচিত!
কতই না শ্রমে হায়রে! নির্মিত!
সাম্রাজ্য জুড়িয়া রয়েছে পড়ে!
হায়! সে আল্‌হামরা, জোহরা প্রাসাদ,
যার পদধূলি তাজ করে সাধ!
খ্রিস্টায়ানগণ এবে নির্ব্বিবাদ,
বিচরে তথায় হরষ ভরে।

২৪

হায়! স্মৃতি তুই কি কথা তুলিলি!
হৃদয়ে আমার কি শোক জ্বালিলি!!
সে ভীষণ বিষ কেনবা ঢালিলি!
হৃদয় যাহাতে জ্বলিয়া যায়!!
হাররে! হিস্পান, গৌরবের ভূমি
গভীর আঁধারে এবে মগ্ন তুমি।
তোমার বিজয়ী মোসলেম সন্তান,
অনলে অসিতে দিল যবে প্রাণ।
কেমন আঁকিব সে ছবি হায়!

২৫

লক্ষ লক্ষ শিশু, লক্ষ লক্ষ নারী,
ত্যজিল জীবন অনলেতে পুড়ি!
সাগরের জলে কেহবা ডুবিল!

www.nagorikpathagar.org

ফাঁসি কাষ্ঠে হায়! কতবা ঝুলিল!!
বাল বৃদ্ধ যুষা তীক্ষ্ণ তরবারে
ত্যজিল জীবন সবে একেবারে!!
কিছু না রহিল ইসলামের চিন্!!
ওহে বঙ্গবাসি! মনে হয় ভয়!
তোমাদের দশা তেমনি বা হয়!!
দিন দিন যথা হইতেছে ক্ষয়!
ক্ষমতা বিভব বিয়য় আশয়!!
প্রতি দিন যথা সাজিছ দীন!!

২৬

তাই বলি ভাই! জাতীর মঙ্গল ,
যদি চাই তবে জাগরে সকল,
নতুবা সকলি হইবে বিফল,
এমনি যদিরে নির্জীব রও।
জাগ তবে সবে বীর দর্প ভরে,
নূতন আশায় নব তেজ ধরে,
বিশ্বাসের অগ্নি জ্বালিরা অন্তরে,
উত্থানের পথে অগ্রসর হও।
হাসিওনা ভাই! একথা শুনিয়া,
অতীতের সনে তুলনা করিয়া,
বর্তমান 'হাল' দেখছ বুঝিয়া,
শিহরিবে অঙ্গ বিষম ভয়ে!
শতবর্ষ পূর্ব্বে হায়! যেই দেশে
বিচরিতে তুমি সাজি বীর দেশে
স্বাধীন মানসে মনের উল্লাস!!
অভাব দুশ্চিন্তা বিহীন মানসে!!!
জ্বলন্ত জীবন্ত মূরতি লয়ে!!

২৮

আজি তথা তুমি সাজি দীন হীন।
ভীরু কাপুরুষ নিস্তেজ মলিন!
ভয়ে ভয়ে যাও! ভয়ে ভয়ে চাও!!
ডরিত যাহারা তাদের ডরাও!!

www.nagorikpathagar.org

স্পেনের দশার কি আর বাকি?
আরো কিছুকাল এরূপে চলিলে,
এমনি ভাবেতে জীবন কাটালে,
এমনি আলস্যে শুইয়া রহিলে,
হায়রে! সকলি হইবে ফাঁকি!

২৯

অথবা তা কেন? যদিই বা তুমি,
বিলীন না হও ছাড়ি বঙ্গ ভূমি,
রহহে এমনি এ বঙ্গ জুড়ি।
কি মহত্ত্ব তাহে? কিসের গৌরব?
কিবা সুখ তাহে? কিসের বৈভব?
কি আনন্দ তাহে? কিসের উল্লাস?
কিসের জীবন? কি হর্ষ বিকাশ?
মূর্খ আমি কিছু বুঝিতে নারি।

৩০

যে জাতির নাই ক্ষমতা সম্মান,
যে জাতির নাই আত্ম অভিমান,
যে জাতির নাই স্বজাতীয় টান,
যে জাতির নাই অগ্নিময় প্রাণ,
ধারা হ'তে তার বিলোপই শ্রেয়।
নাহি যে জাতির একতার বল,
নাহি যে জাতির অর্থের সম্বল,
নাহি যে জাতির বিখা বুদ্ধি বল,
সে জাতি কেবল পশু এক দল,
না না, তাহ'তেও ঘৃণিত হেয়।

৩১

কিবা মনুষ্যত্ব? কিবা তার কর্ম্ম?
কি তার জীবন? কিবা তার মর্ম্ম?
কিবা পাপ পুণ্য? কিবা তার ধর্ম্ম?
পুড়িয়া সে জাতি হউক ছাই!!
যদিহে বঙ্গীয়, মোসলেম গণ!
হেন মৃত ভাবে যাপরে জীবন!

www.nagorikpathagar.org

এমনি রহরে নিদ্রা নিমগন!
হৌক্ অভিশপ্ত তবে সে জীবন,
সে হেন জীবন নাহিক চাই।

৩২

এ হেন ঘৃণিত নগণ্য হইয়া,
পৃথিবীতে যদি থাকরে বাঁচিয়া
তাহ'লে বারিধি এখনি গর্জ্জিয়া
প্রলয় কালের মূরতি ধরিয়া
একেবারে সবে করুক নাশ।
মাতঃ! বসুন্ধরে! যদি জান মনে,
জাগিবেনা আর এ মোস্লেম গণে,
তা হ'লে এখনি বিঘোর কম্পনে,
করহ সবারে সমুলে গ্রাস।

৩৩

তাহে এ বঙ্গের অপদার্থ দল,
যাক্ একেবারে রসাতল তল!
পবিত্র ইস্লাম হউক বিমল!
কলঙ্ক তাহার রবেনা ভবে।
কিম্বা ওহে নভোঃ! কালাগ্নি বর্ষণ,
করিয়া, করহ সংহার সাধন,
সহ অগ্নি আর বজ্রাগ্নি ভীষণ,
একেবারে ভস্ম হউক সবে।

৩৪

কিন্তুরে মোসলেম! বাঁচিবার সাধ,
যদি কর সবে, তেজ দুরাসদ
ধররে হৃদয়ে, নাশরে প্রমাদ,
প্রক্ষিপ্ত বজ্রের শকতি ধরে।
বাঁচিবার সাধ যদি কর ভবে,
বাঁচরে তাহ'লে অথর্ব্ব্য প্রভাবে,
হরে শক্তিধর মহিমা গৌরবে,
'জাতীয় জীবন' উজল ক'রে।

www.nagorikpathagar.org

৩৫

পদ ভবে ক্ষিতি হউক কম্পিত!
কণ্ঠের হুঙ্কারে দিগন্ত ধ্বনিত?
অনল-প্রতাপে জগৎ শঙ্কিত!
অরাতি নিকর বিস্মত স্তম্ভিত!
হেন প্রচণ্ডতা হৃদয়ে ধর!
প্রভু মোহাম্মদ প্রেরিত তপন,
একাকী, করিয়া জনম গ্রহণ,
যে শক্তির বলে টলাইলা ধরা,
কাঁপিলেক যাহে সোম সূর্য তারা।
সে মহা শক্তির সাধনা কর।

৩৬

আয় তবে আর মোসলেম ভাই!
আলস্য ত্যজিয়া জাগিরে সবাই,
পূর্ব্ব পুরুষের পথে পুনঃ ধাই,
জাতীয় সঙ্গীত আয় সবে গাই,
কণ্ঠে কণ্ঠে আজি মিলায়ে তান।
আয় সবে মিলে করিরে প্রার্থনা,
আয় সবে মিলে করিরে সাধনা,
আয় সবে মিলে করিরে জপনা,
প্রাণে প্রাণে আজি মিলায়ে প্রাণ।

৩৭

ঘুমাস না ভাই! ঘুমাস না আর,
দেখ্ সবে চেয়ে দেখ্ চারি ধার,
কি ভীষণ অগ্নি, শিখা বিস্তারিয়া
সমাজের তরে লইছে ঘিরিয়া,
পরিণাম বুঝি ভস্মরাশি হায়।
দেখ্ চেয়ে ভাই! মেলিয়া নয়ন,
ধ্বংসের আবর্তে 'জাতীয় জীবন,
হায়! হায়! অই হয় নিমগন!
হায়রে! কপাল কালের মতন
অহোরে! বুঝিয়া ডুবিয়। যায়!!

www.nagorikpathagar.org

৩৮

জাগ তবে ভাই! জাগরে বাঙালি,
উঠ শয্যা ছাড়ি দুই চক্ষু মেলি,
ধুয়ে ফেল যত কলঙ্কের কালী,
'জাতীর সমিতি' স্থাপন ক'রে।
ধর হৃদে সবে বিশ্বাস ছর্জয়,
দয়াময় খোদা মোদের সহায়,
নবী কুল রবি মোদের আশ্রয়,
কিসের তরাস? কি বা তবে ভয়?
ঘোষ মেঘমন্দ্রে জয়! জয়!! !
মহিমার হার গলায় পরে।

৩৯

'জাতীয় সমিতি' করিয়া স্থাপন,
'জাতীয় কলেজ' কর সংগঠন,
হেন শিক্ষা কর প্রবর্তন,
যেন সে শিক্ষায় 'জাতীয় জীবন',
রবি কর সম প্রাখর্ব্য লভে।
লভিয়া সে শিক্ষা শিক্ষিত মণ্ডলী,
ধরে যেন তেজঃ প্রদীপ্ত বিজলী,
ধরে যেন প্রাণ জ্বলন্ত জীবন্ত,
নির্ভীক, নিঃস্বার্থ, প্রতাপে ফুরন্ত,
'জাতীয় চিন্তায়' বিভোর সবে।

৪০

শত দম্ভোলীর দম্ভেতে মাতিয়া,
অযুত সিংহের বিক্রম লইয়া,
সামুদ্র্য ঝঞ্ঝার উচ্ছাস ধরিয়া
মোহাম্মদী তেজঃ হৃদয়ে পুরিয়া
উন্নতির পথে চলিবে ছুটে।
জাতীয় গগনে সহস্র ভাস্কর,
উদিবে বিস্তারি, কর খরতর,
বিলুপ্ত হইবে তিমির নিকর,
কিরণ তরঙ্গ পড়িবে লুটে।

www.nagorikpathagar.org

৪১

এস তবে এস হে মোসলেম গণ!
এস সবে আজি হ'য়ে এক মন,
সবে মিলে আজি করিরে স্থাপন,
'জাতীয় সমিতি' পুলক ভরে।
নাশিতে জাতীয়-দুর্দ্দশার রাশি
আয় ভাই সবে, উৎসাহ প্রকাশি;
'জাতীয় সমিতি' করিয়া স্থাপন
উজল করিরে 'জাতীয় জীবন',
স্থাপি কীর্ত্তিস্তম্ভ ধরণী পরে।

৪২

অই আলীগড়ী, লখ্নবী ভাই,
আমাদের তরে ডাকিছে সবাই,
হাত বাড়াইয়া রয়েছে সদাই
অই দেখ সবে আশাপথ চেয়ে।
আয় আয় তবে উঠি ত্বরা করি,
আয় আয় সবে পরিচ্ছদ পরি,
আরনা রহিব আলস্যেতে পড়ি,
আয় দ্রুত সবে কাল যায় ব'য়ে।

ইসলাম প্রচারক ॥ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩১০, মে-জুন, ১৯০৩ (কাব্য : উদ্বোধন)

www.nagorikpathagar.org

প্রার্থনা-১

হে খোদা! চরণে করি এ মিনতি
তোমাতেই যেন থাকে রতি নতি।
তোমাতে নির্ভর তোমাতেই আশা,
তুমি শক্তি বল তুমিই ভরসা।
হেন আশীর্ব্বাদ কর দয়াময়,
তোমারি বাসনা যেন পূর্ণ হয়।
কি সুখ সম্পদে কি দুঃখ বিপদে
গাই যেন সদা তোমারই জয়।
তুমি প্রেমময় মঙ্গল বিধাতা,
করুণা-নিধান সর্ব্ব শুভদাতা।
হেন মনোবল দেহ দয়াময়
রিপুগণ যেন পরাভূত রয়।
সত্যের ঘোষণা যেন এ রসনা–
করে, দয়াময়! জীবনে মরণে,
তেজোগর্ব্ব ভরে শঙ্কাশূন্য মনে।
মানবেরে যেন কভু নাহি ডরি,
কাহার ও যেন নাহি হই অরি।
তোমারে পূজিব তোমারে ডাকিব
তোমারি নিকটে শকতি চাহিব;
তোমারি চরণে লুণ্ঠিত হইব।
নিন্দা প্রশংসার অতীত হইয়া
মহাব্রত যেন যাইহে পালিয়া
স্বরগ উথানে, তব প্রেম গানে,
ছিলাম বিভোর আনন্দ সাগরে,
তথা হ'তে তুমি অবনীর পর
যে উদ্দেশ্য হেতু এই বঙ্গভূমে
করুণা করিয়া দিলে পাঠাইয়া
যেন তাহা ভুলে নাহি রহি ঘুমে।
দেহ মনো প্রাণ করি সমর্পণ

www.nagorikpathagar.org

সেই ব্রত যেন করি উদযাপন।
হৌক অত্যাচার, হৌক অবিচার
লাঞ্ছনা গঞ্জনা শত তিরস্কার,
নিন্দা প্রশংসার ভরুক সংসার;
আমি রব তাহে ঘোর নির্ব্বিকার।
উচ্চ করি শির যথা গিরিবর
ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে রহে নিরন্তর।
নিন্দা প্রশংসার সেইরূপ আমি
রহিব অটল ওহে ভব স্বামি!
কর্ত্তব্যের পথে নিয়ত চলিব
কর্ত্তব্য সাধিতে জীবন সঁপিব।
দেখি দুঃখ কষ্ট রোগ শোক জ্বালা,
যেন মন কভু না হয় উতলা।
সংসারে এসেছি খাটতে সাধিতে
সেই মন্ত্র যেন সদা জাগে চিতে।
তোমারে ভাবিব তোমারে ডাকিব
তুচ্ছ মানবের ধার না ধারিব।
ওহে পরমেশ। রহিম রহমান,
তব আশীর্বাদে পুষ্ট আজি প্রাণ।
ওহে বিশ্ববাসী! জেনে লও আজি
নিন্দা প্রশংসার অতীত সিরাজী।

ইসলাম প্রচারক ॥ শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১০ জুলাই-আগস্ট, ১৯০৩।

www.nagorikpathagar.org

শারদ-পূর্ণিমা

শারদ পূর্ণিমা আজি
সুনীল আকাশ পটে
ভুবন মোহন বিধু
মরি! কি সুষমা রটে!
২
বিশাল আকাশ খানি
নিথর নির্মল আজি,
তাহাতে শোভিছে শশী
নূরের পোষাকে সাজি।
৩
দক্ষিণ সাগর হ'তে
ছোট ছোট মেঘমালা
দেখিতে আসিছে চাঁদে
শরীর করিতে আলা।
৪
ধীরে ধীরে যায় ভেসে
চাঁদ পানে চে'য়ে চে'য়ে
চাঁদ দেয় তাহাদের
সর্ব্বাঙ্গ কিরণে ছেয়ে।
৫
সোনার মুকুট পরি
যত মেঘ বালাগণে,
হাসিতে হাসিতে ধায়
হিমালয় গিরি পানে।
৬
হিমালয় গিরি পরে
পূর্ণিমা তিথিতে আজি
এসেছে অপ্সরা বালা
ফুলের পোষাকে সাজি।

www.nagorikpathagar.org

৭

তাগিদে আসন দিতে
তুষার গালিচা কত,
প্রকৃতি রেখেছে পাতি
নানা রঙ্গে সুরঞ্জিত।

৮

কোটি কোটি রাম ধনু
শোভিছে গালিচা গায়;
বলিতে সে সব শোভা
কবি বলিহারি যায়।

৯

বসি তাহে পরী বালা
সাজি সবে ফুল সাজে,
মরি! মরি! আহা! মরি
কেমন সুন্দর রাজে!

১০

চাঁদ পানে চে'য়ে চে'য়ে
মুচকি হাসিছে হাসি
চাঁদ তাহে মুগ্ধ হ'য়ে
ছড়াইছে কর রাশি।

১১

কেহবা নাচিছে সুখে
কেহবা গাইছে গান,
আনন্দে ভাসিছে চাঁদ
শুনি সে গানের তান।

১২

নাচিতেছে তালে তালে
দোলাইয়া ফুলমালা,
চাঁদ পানে চেয়ে চেয়ে
যতেক পরীর বালা।

www.nagorikpathagar.org

১৩

শুনি সে গানের সুর
অচল নন্দিনীগণ,
আনন্দে নাচিছে ছুটি
করি কুল কুলু স্বন।

১৪

পর্বতের পাদমূলে
অসংখ্য গাছের ছায়া,
দেখা নাহি যায় তথা
বিমল চাঁদের কায়া।

১৫

তাই যত গিরি বালা
সাগরের নীল জলে
হেরিতে চাঁদের মেলা
ছুটিয়াছ কুতূহলে।

১৬

হেলিয়া দুলিয়া সবে
চলেছে সাগর পানে
পরিয়া সোনালী শাড়ী
কুলু কুলু কুলু তানে।

১৭

সাগরের নীল জলে
আজি পূর্ণিমার চাঁদ,
পাতিয়াছে মরি কিবা
বিমল শোভার ফাঁদ।

১৮

সে ফাঁদে পড়িয়া আজি
যতেক গিরির বালা,
আনন্দে নাচিছে সবে
পড়িয়া চাঁদের মালা।

www.nagorikpathagar.org

১৯
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চাঁদে
ডুবাইয়া ভাসাইয়া,
খেলিছে কতউ খেলা
বক্ষোপরি নাচাইয়া।

২০
স্নেহময়ী মাতা যথা
সন্তানে লইয়া বুকে,
মুখ চুমি খেলা করে
উল্লাসে মনের সুখে।

২১
তেমতি সাগর আজি
চাঁদ ছবি বুকে ধরি,
খেলিছে কতই খেলা
কি সুন্দর! মরি! মরি!

২২
উছলি উছলি সিন্ধু
উঠিছে আনন্দ ভরে
উন্মত্ত হইয়া যেন
চাঁদিমার শোভা হেরে!

২৩
দেবের বালক যত
স্ফটিক তরণী পরে
বিহরিছে সিন্ধুবক্ষে
পরম আনন্দ ভরে।

২৪
উপরে আকাশে চাঁদ
করিতেছে ঝলমল;
নীচে ও সাগর বুকে
কোটি চাঁদ সুবিমল।

www.nagorikpathagar.org

২৫

হেরি সে চাঁদের শোভা
দেবের বালক যত,
আনন্দে ভাসিছে সবে
হ'য়ে অতি হরষিত।

২৬

হেলিয়া দুলিয়া তরী
চলেছে মৃদুল বায়
বসি তাহে দেবশিশু
মধুর মধুর গায়।

২৭

ফুলের পাইলে তরী
নাচিয়া নাচিয়া ছুটে
আনন্দে সাগর আরো
উছলি উছলি উঠে।

২৮

গিরি নদী সিন্ধু জল
প্রান্তর কানন ধরা
চাঁদের কিরণে আজি
সহ যেন হাসি ভরা।

২৯

হাসিতেছে ধরাতল,
উছলিছে নদী জল,
চাঁদের কিরণ পেয়ে
সব আজি ঝলমল।

৩০

সুধীরে বহিছে বায়ু
চাঁদের কিরণ তলে,
দুলি' তাহে তরু পাতা
মরি! কিবা ঝলমলে!

www.nagorikpathagar.org

৩১

যতেক কুমুদ বালা
হাসি রাশি মুখে লয়ে
দুলিতেছে সরোবরে
চাঁদ পানে চে'য়ে চে'য়ে।

৩২

বিরহিণী কুমুদিনী,
ভুলেছে বিরহ জ্বালা,
আদরে দিয়েছে শশী
পরায়ে কিরণ মালা।

৩৩

আদরে কুমুদ বালা
নাচে ধীরে হেলি দুলি
প্রেমিক চাঁদিমা তারে
লইতেছে বুকে তুলি।

৩৪

চতুর প্রেমিক অতি
নিশানাথ শশধর,
খেলিছে কুমুদ সনে
ধরি শত কলেবর।

৩৫

ছোট ছোট শিশুগুলি
কুসুম কোমল কায়,
আদরে ডাকিছে চাঁদে
"আয় চাঁদ আয় আয়।"

৩৬

হাসি মাখা মুখখানি
তুলিয়া চাঁদের পানে,
হাসিছে কতই হাসি
না জানি কি ভাবি মনে।

www.nagorikpathagar.org

৩৭

ভুবন মোহন রাকা
শিশুর কোমল মুখে,
বিস্তারি অযুত কর
চুমিতেছে মহাসুখে!

৩৮

উদ্যানে কুসুম রাশি
সুষমায় ঢলঢল
চাঁদের কিরণে আজি
হাঁসিতেছে খল খল।

২৯

সুশীতল সমীরণ
বহি তার গন্ধ ভার,
দিতেছে সবার তরে
পূর্ণিমার উপহার!

৪০

বিধুর চকোর গণ
বিধুর অমিয় পানে
ছুটিছে উধাও হ'য়ে
উজল শশাঙ্ক পানে।

৪১

অমিয় করিয়া পান
আকাশের গায় উঠি
করিছে সকলে মিলে
হরষেতে ছুটোছুটি।

৪২

তরুপরে ঝিল্লিগণ
সুমধুর ঝিঁ ঝিঁ রবে
পূর্ণিমার মধুরিমা
গাইছে হরযে সবে।

www.nagorikpathagar.org

৪৩

চাঁদের কিরণে আজি
এইরূপে ধরাতল
সেজেছে স্বরগ সাজে
শোভা ধরি সুবিমল।

৪৪

সকলি মধুর আজি
সকলি শোভন অতি;
ধন্যরে চাঁদিমা তুই
ধন্যরে-পূর্ণিমা রাতি!

৪৫

পূর্ণিমে! তুলনা তোরে
ধরায় কিছুই নাই;
স্বরগের ছবি ব'লে
মনে সদা ভাবি তাই।

৪৬

তুই পবিত্রতা খনি
তুই স্বরগের ছবি
তাই তোরে ভাল বাসে
প্রকৃতির যত কবি।

৪৭

হেরিয়া সুষমা তোর
স্বরগের পটখানি
উপজে মানস চক্ষে
যেনরে আসি আপনি।

৪৮

তোরে দেখে মনে পড়ে
সে নিপুণ শিল্পকরে,
যে জন দিয়াছে তোরে
এত শোভা থরে থরে।

www.nagorikpathagar.org

৪৯

না জানি কতই তার
আছয়ে সৌন্দর্য্য রাশি
পেয়ে যায় এক বিন্দু
তোর মুখে এত হাসি।

৫০

ধন্য তাঁর কারিগরী
ধন্যরে মহিমা তাঁর;
সাষ্টাঙ্গে চরণে তাঁর
প্রণমি অযুত বার।

ইসলাম প্রচারক ॥ শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১০ জুলাই-আগস্ট-১৯০৩

www.nagorikpathagar.org

প্রার্থনা-২

যদি জাগাইলে নাম!
দেহ তবে প্রাণে বল,
মলিন হৃদয় মম
কর আজি নিরমল।
বিবেক-বিজ্ঞান রাতি
গাও হৃদে জ্বালাইয়া,
পাপের তামস রাশি
যাক দুরৈ পালাইয়া।
কর্মক্ষেত্রে বীর বেশে
হয়ে যেন অগ্রসর,
মহাব্রত উদযাপনে
রত রহি বিরন্তর।
তোমার আদেশ পালি
যেন নাথ! এ জীবনে
অন্তিমে আশ্রয় লাভ
করি তব শ্রী চরণে।

ইসলাম প্রচারক ॥ শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১০, জুলাই-আগস্ট-১৯০৩

www.nagorikpathagar.org

খালেদ

হে খালেদ! বীরসূর্য, আল্লার কৃপাণ,
সমর-কাননে তুমি শার্দ্দুল ভীষণ,
ইসলামের তুমি শূর! বিজয়-নিশান;
কাফের কুলের ত্রাস, শত্রুর শমন।
বিজিত রোমক রাজ্য তোমার প্রতাপে,
কণ্ঠের হুঙ্কারে তব কম্পিত দুনিয়া,
'আজ নাদিনে' 'এরমুকে' বীর্য্য-বহ্নিতাপে
অগণ্য রোমীয় চমু দিলে জ্বালাইয়া।
তব সে উচ্ছ্রিত বপুঃ—বীর্য্যের আকর,
(দামিনী বেষ্টিত তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ সম)
কৃতান্ত-রস-না তব খড়্গ ভয়ঙ্কর
আর সে প্রদীপ্ত বর্শা ভাবি অনুক্ষণ।
হে বীর! আবার কবে তোমার সমান,
জন্মিবে শূরেন্দ্র-সিংহ অরাতির কাল;
আবার কবে সে ধরি অগ্নিময় প্রাণ,
জ্বালাইবে ধরণীর কাফের জঞ্জাল।
ইসলামের খড়্গ কবে উঠিবে ঝলসি'
রাহুমুক্ত কবে হবে সৌভাগ্যের শশী!

ইসলাম প্রচারক ॥ আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১০ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০৩

www.nagorikpathagar.org

জ্ঞাপন

১

হে নিন্দুক! পরশ্রী কাতর
নীচজীবী কাপুরুষ দল!
কর কর কর ঘোরতর
যথা ইচ্ছা নিন্দা কোলাহল।

২

কিন্তু ওহে হীনচেতা
নাম শূন্য 'বেহায়া' নিচয়,
ঘৃণিত নগণ্য তুচ্ছ জীব
জানি তোমাদেরে সুনিশ্চয়।

৩

যতই করিবে হেন,
হিংসা পূর্ণ মিথ্যা আলোচনা;
ততই হৃদয়ে মম
জাগিবেক তীব্র উদ্দীপনা।

৪

তবে কর যথা সাধ্য
পাছে থেকে খেউ খেউ খেউ,
সিরাজী শার্দূল মত্ত
ডরে কিহে দেখি কভু ফেউ?

৫

হৃদয় সমুদ্রে মম
প্রজ্বলিত যে বাড়াবানল;
নিভাতে করিলে চেষ্টা
হবে তাহা অতীব প্রবল।
হেন দীন আত্মা আমি
নহি, ওহে কাপুরুষগণ!
ওসব প্রশংসা নিন্দা
ছুঁইবে যে, আমার এ মন।

www.nagorikpathagar.org

৭

পৃথিবীর রাজশক্তি
হয় যদি বিপক্ষেতে কভু,
জানিও জানিও ধ্রুব
সত্য পথ না ছাড়িব তবু।

৮

নাহি ডরি দুঃখ কষ্টে
নাহি চিন্তা পার্থিব মরণে;
তবে বল ওহে মূঢ় দল!
তোমাদেরে ডরি কি কারণে।

৯

করহে শৃগাল দল
কর তবে ঘোর চীৎকার,
সিরাজী মৃগেন্দ্র প্রায়
রবে তাহে ঘোর নির্ব্বিকার।

১০

সমস্ত পৃথিবী যদি
করে তার শত্রুতা-সাধন;
তথাপি খোদার বরে
করিবে সে ব্রত উদ্‌যাপন।

১১

পুনঃ বলি সুগম্ভীরে
শুনে লও বিশ্ববাসী আজি;
নিন্দা যশঃ মৃত্যু ভয়
বিরহিত দরিদ্র সিরাজী।

ইলাম প্রচারক ॥ আশ্বিন-কার্তিক-১৩১০ সেপ্টেম্বর-অক্টোবার ১৯৩৩

www.nagorikpathagar.org

পারসী

মঞ্জুল কবিতা কুঞ্জে তুমি গো বাসন্তী রাণী
কি মধুর! কি মোহন!! তব শ্রীমুখের বাণী
তোমার শবদরাজি ভাবের অনন্ত উৎস
ললিত ঝঙ্কারে তব ঝঙ্কৃত বিপুল বিশ্ব।
তোমার মোহন ছন্দেঃ কি চারু রাগিনী উঠে
মেদিনী বহিয়া আহা! গগনে গগনে ছুটে।
তোমার কাব্য উদ্যানে নিয়ত মলয় বহে
গোলাপ মল্লিকা বেলী চামেলী ফুটিয়া রহে।
কোকিল পাপিয়া শ্যামা দোয়েল ও বুলবুল
মধুর মোহন তানে প্রাণ করে ভাবাকুল!!
চির মধু চির গন্ধ চিরপ্রেম পুণ্য ভরা–
তোমার কবিতা-কাব্যে মোহিত বিশাল ধরা!
ভাষাকুল রাণী তুমি কল্পনার সু সারসী,
লালিত্য লাবণ্য তব জিনিয়া শারদ শশী।
বড় সাধ অয় রাণী! লয়ে তব ফুলভার,
কাঙ্গালিজী বাঙ্গালার গলায় পরাই হার!

www.nagorikpathagar.org

মোল্লা-চিত্র*

১

বাহবা! বাহবা!! ধন্য! বঙ্গের মৌলবী!
"নায়েবে রছুল" বলে তোমাদের 'দাবী'।
তোমারই জ্ঞানী গুণী জগতের সার
আর যত মূর্খ সবে দুনিয়া মাঝার।
তোমরাই এ যুগের 'আরাস্তু' 'লোকমান'
সত্য বটে তোমরই সত্য মুসলমান।
অতুল জ্ঞানের খনি প্রতিভার রবি
বাহবা! বাহবা! ধন্য বঙ্গের মৌলবী।

২

বাঙ্গালার মৌলবীর কি কহিব গুণ
বলিলে গুণের কথা হ'তে হবে খুন।
কোনও ভাষায় মাত্র নাহি অধিকার
অথচ শিক্ষিত ব'লে পুরা অহঙ্কার!
নাহি জানে ইতিহাস না পড়ে ভূগোল
বাঙ্গালা শিখিতে বল্লে মহা গণ্ডগোল।
না বুঝে সমাজ তত্ত্ব কিংবা ধর্ম্মনীতি,
বাঙ্গালার মৌলবীর পদে করি নতি।

* পাঠক পাঠিকার মধ্যে অনেকেই হয়ত এই সুতীব্র সমালোচনামূলক "মোল্লা-চিত্র" কবিতাটা পাঠ করিয়া আমাদিগকে 'জাহান্নামে' পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু আমরা যে চিত্র অঙ্কিত করিলাম, ইহা স্বাভাবিক। বিদ্বেষ ভাব ত্যাগ করিয়া দেশের 'খবর' লইলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা অনুমাত্রও অতিরঞ্জিত নহে। মাদ্রাসাসমূহের অপূর্ব শিক্ষাপ্রাপ্ত বর্ত্তমান যুগের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত মৌলবীগণ, গ্রাম্য ভূয়া উপাধিধারী নকল মৌলবী মুনশী ও মোল্লাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তাই বলিয়া কেহ যদি মনে করেন, মাদ্রাসা-পাসকারী দিগের মধ্যে প্রকৃত কোনো পণ্ডিত, আলেম নাই–দেশ শুদ্ধ সমস্ত মোল্লা মৌলবীই চিত্রের অনুরূপ–

৩

সাবাস! সাবাস! ধন্য বঙ্গের মৌলবী
সত্য সত্য ইহারাই ইসলামের রবি

www.nagorikpathagar.org

পড়েনা হাদিস কভু বুঝেনা কোরাণ
অথচ আলেম বলে মনে অভিমান
মূর্খদলে লম্প ঝম্প চিল্লি বিল্লি সার
নগরে শিক্ষিত দলে খুঁজে মেলা ভার।
শুনিলে এদের মুখে এসলামের ব্যাখ্যা
"ভেড়াক্রান্ত" ব'লে সবে দিতে চায় আখ্যা।

৪

বাহবা! বাহবা! ধন্য বাঙ্গালার মোল্লা!
অপূর্ব জ্ঞানের জ্যোতি দিয়াছেন আল্লা!
"মোসলেমে গরীব আল্লা করেছে ধরায়"
যেখানে সেখানে এরা কহিয়া বেড়ায়
বাঙ্গালা ইংরাজী পড়া কহয়ে 'হারাম'
বাঙ্গালার মোল্লাদের চরণে 'সালাম'।

৫

বাহবা! বাহবা! ধন্য! বাঙ্গালার মোল্লা!
'হানিফী" "ওহাবী" ল'য়ে সদা করে হল্লা।
কোরাণের মূল তত্ত্বে নাহি ধারে ধার
'নকল' লইয়া কিন্তু টানাটানি সার।
সাদীর 'বয়েৎ' ঝাড়ে যেখানে সেখানে,
অদ্ভুত "মিলাদ" পড়ে অপূরব তানে।
গরীবের বাড়ি যয়ে গ্রামের ভিতর
খাইতে 'মুর্গীর' 'রাণ' 'নেহাৎ' তৎপর!
পীঠে বোঝা দুই চারি চেলা ল'য়ে সাতে
ভিক্ষা করি ফেরে সদা 'গাঁয়েতে' 'গাঁয়েতে'।
"বিদায় করহ" বলি যেয়ে ছাড়ে 'হাঁক'
গৃহস্ত শুনিয়া হাঁক গণয়ে বিপাক।
বাড়ি খায় পান্তা শাক আর পোণা পুঁটি
গ্রামে যেয়ে দম্ভে বলে "লাও গোশত রুটি।"
বাঙ্গালার মোল্লাদের গুণ বলিহারি
সত্য বটে ইহারাই ভবের কাণ্ডারী।

৬

তর্ক-শাস্ত্রে ইহাদের বে-আন্দাজ মাথা
তর্ক শুনে দূর হয় মূর্খের মূর্খতা।

www.nagorikpathagar.org

বাড়িতে বাঙ্গালা বলে, উর্দু মফঃস্বলে
'ওয়াজে' 'কেচ্ছার' খাতা দেয় পুরা খুলে
হিজিবিজী "খোৎবা" পড়ে আরবি ভাষায়
বুঝিতে পারেনা নিজে বুঝাবে কি হায়!
'জামাত' লইয়া শুধু করে টানাটানি
এক 'জুমা' ভেঙ্গে করে তিন চারি খানি।

তাহা হইলে তিনি নিতান্ত গুরুতর ভুল করিবেন। ফলতঃ দেশে এখনও দু দশ জন প্রকৃত "নায়েবে রসূল" আলেম আছেন বলিয়াই, ধর্ম্ম এবং সমাজ কোনরূপে জীবিত রহিয়াছে। আমরা তাদৃশ মহাত্মাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এ কবিতা লিখি নাই। আমরা তাঁহাদের চরণ-ধূলি মস্তকে লইতে প্রস্তুত। ফলতঃ ইহা সুধী-মণ্ডলীর অবিসম্বাদিত ধ্রুব সিদ্ধান্ত যে, যে পর্য্যান্ত মাদ্রাসা সমূহের সংস্কার এবং মাদ্রাসায় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, হাদিস এবং তফসর পাঠের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হইবে, সে পর্যন্ত মাদ্রাসা দ্বারা অদ্ভুত জ্ঞানবিশিষ্ট "কাট মোল্লা" ব্যতীত প্রকৃত আলেম প্রস্তুত হইবার কোনোই আশা নাই। মাদ্রাসা পাসকারী যে দুই এক মহাত্মাকে আলেমরূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাঁহারা স্বাধীন ভাবে জ্ঞানালোচনা করিয়া, বাঙ্গালা বা ইংরাজির সাহায্যে প্রকৃত আলেম পদে উন্নীত হইয়াছেন। নতুবা মাদ্রাসার শিক্ষায় তাঁহাদিগকে আলেম করে নাই। ইহার পরে আমরা অন্যান্য শ্রেণির চিত্র অঙ্কিত করিব। (লেখক)

"ঈদগাহ" ভাঙ্গিয়া করে তিন চারি মাঠ
বাঙ্গালার মোল্লাদের চমৎকার ঠাট।

৭

বাহবা! বাহবা! ধন্য মোল্লা বাঙ্গালার
বিদ্যার সাগর সবে জ্ঞানের আগার।
কথায় কথায় এরা বলয়ে "কাফের"
বলিলে গুণের কথা বেড়ে যাবে ঢের।
কথায় কথায় আছে মুখেতে "বেদাৎ"
গণ্ডা কিছু দিলে পড়ে "ছুন্নত" 'নেহাৎ'।
দলাদলি গালাগালি 'ঘুষ খাওয়া 'কাম'
বলিলে সে সব হবে রজনী 'তামাম'।
ধন্য বাঙ্গালার মোল্লা ধর্ম্ম অবতার
তোমাদের পদে করি 'সালাম' হাজার!

www.nagorikpathagar.org

৮

আরবে হইবে রেল শুনিল যখন
মোল্লাজী ভাবিল বুঝি অদ্ভুত ঘটন।
মুসলমান হয়ে চালাইবে রেল গাড়ী,
এ বড় "তাজ্জব-বাত" বুঝিতে না পারি।
এ সব 'হেকমৎ' জান 'আংরেজ' লোকের
দিওনা রেলের চাঁদা সব কিছু ফের।
যদ্যপি রেলের গাড়ী চালান সুলতান।
টাকার অভাব কি যে তিনি টাকা চান?
দিয়াছেন আল্লা তাঁরে 'গায়েবী' খাজানা',
ফেরেশতা 'মৌজুদ' যার 'হেফাজতে' নানা।
ধন্য বাঙ্গালার মোল্লা চমৎকার জ্ঞানী,
সত্য বটে তোমরাই এসলামের মণি।

৯

ধন্য বাঙ্গালার মোল্লা হস্তী সমজ্ঞানী,
"দাল্লিন" "জাল্লিন" ল'য়ে করে হানাহানি।
"তালাক" "নেকা"র কামে অতিশয় পটু!
আহারে মজবুত যেন ব্রাহ্মণের বটু।
"ফতোয়া" "ফারাজ" ল'য়ে সদা মারামারি
ধন্য বাঙ্গালার মোল্লা যাই বলিহারি।

১০

বাহবা! বাহবা! ধন্য! বঙ্গের মৌলবী!
জ্ঞানের সাগর দেখে সদা খাই খাবি।
"খবরের কাগজ" পড়া "হারাম" হইল,
কেননা 'আংরেজ' লোকে এ সব করিল।
মিথ্যা খবরেতে পোরা যত "আখবার"
যে পড়িবে গোণা তার হবে "বেশোমার"।
আর বা বলিব কত মোল্লাদের গুণ
ভয় হয় অভিশাপে করে পাছে খুন।

১১

বাহবা! বাহবা! ধন্য! মোল্লা বাঙ্গালার,
অপূর্ব্ব জ্ঞানের খনি বিদ্যার পাথার।

www.nagorikpathagar.org

মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষা মস্ত অপরাধ,
এলেম শিখিলে পরে ঘটিবে প্রমাদ।
একান্তই যদি হয় পড়াতে মনন
পড়াও, কদাপি যেন শিখেনা লিখন।
লিখন শিখিলে পরে লিখিবেক চিঠি
'খারাব' হইয়া হবে 'দোজখের' কাঠি।
ধন্যরে বঙ্গের মোল্লা কি কহিব আর
তোমরা করিবে বটে দীনের উদ্ধার।

১২

ধন্য বাঙ্গালার মোল্লা অতি চমৎকার,
চরণের ধূলি লই শিরে অনিবার।
"আখেরী জামানা ভাই! আখেরী জামানা",
এ যুগেতে মোসলেমের উন্নতি হবে না।
'আখেরী জামান' বলে বুঝি 'বারিতালা',
'রহমতের' 'দরওয়াজায়' দিয়াছেন তালা।
কিন্তু কি আশ্চর্য ভাই! যাই বলিহারি,
কাফেরের 'তরক্কী' হল কি প্রকার করি?
মোল্লাজী একথা শুনে বলে তাড়াতাড়ি
"দুনিয়াতে কাফেরের বটে বাড়াবাড়ি।
আখেরে দোজখে পুড়ে হবে পেরেশান,
মোসলেম বেহেশতে রবে সুখে খাবে পান।"
সাবাস! সাবাস! ধন্য মোল্লা বাঙ্গালার
অপূর্ব অদ্ভুত সৃষ্টি বটে বিধাতার।

১৩

ধন্য বাঙ্গালার মোল্লা জ্ঞানে জ্ঞানবান
দেখিয়া জ্ঞানের দৌড় সদা পেরেশান।
দিল্লীতে এখনো আছে বাদশা মোসলমান
ইংরেজ তাহারে করে খাজানা প্রদান।
এমন অপূর্ব্ব তত্ত্ব কেবা জানে আর,
ধন্য বাঙ্গালার মোল্লা ধন্য শতবার।

১৪

'দুনিয়া' সৃজেছে আল্লা উপরে 'আসমান'
আসমানেতে আছে আল্লা করিয়া ধিয়ান।

www.nagorikpathagar.org

চাঁদ আর তারা আছে লাগা আসমানেতে
আসমান লেগেছে দুনিয়ার কেনারেতে।
পৃথিবীটা সমতল সপ্ততল ময়
জেন আর পরী তাহে আছে সমুদয়।
গোল গতিশীল পৃথ্বী বলয়ে যাহারা,
"ইমান" তাদের নাই "কাফের" তাহারা।
ধন্য বাঙ্গালার মোল্লা চমৎকার জ্ঞানী
বিদ্যার দউড় আর কতবা বাখানি!
বাঙ্গালার মোল্লাদের শিক্ষা চমৎকার[১]
হা! ইসলাম! পরিণাম এই কি তোমার!

১৫

'খতমে' সিরাজী কহে হাত জোড় করি
ভাই মোল্লা! ক্ষমা কর "সালামালেক্" করি।
দোষ কিছু তোমাদের নহে আপনার
সেইরূপ জ্ঞান, যথা প্রণালী শিক্ষার।
যত দিন মাদ্রাসার না হয় সংস্কার,
তত দিন 'মজা' করি উড়াও 'বাহার'।
সমাজের ঘাড় চুষি কর রক্ত পান,
"আলেম" বলিয়া খুব কর অভিমান।
বিদায় এখন তবে বাঙ্গালার মোল্লা!
"দোয়া" করি তোমাদেরে "চাঙ্গা" করুন আল্লা।

ইসলাম প্রচারক ॥ আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১০ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০৩

১. এই শ্রেণির মৌলবীগণ সমাজের উন্নতি কার্যে বিষম বাধা প্রদান করিতেছেন। ইহাদের সাধারণ পার্থিব জ্ঞান একেবারের নাই বলিলেও চলে। সমাজের উন্নতি করিবেন দূরে থাকুক, আত্মোন্নতি করিতেও সম্পূর্ণ অসমর্থ। রংপুরে হেজাজ রেলওয়ের চাঁদা আদায় কার্য্যে এই শ্রেণির মৌলবীগণ, উৎসাহের জ্বলন্ত মূর্ত্তি মৌলভী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী সাহেবের বিষম বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম দেশের রাজধানী রেঙ্গুন শহরে ও ইহাদের একদল, মৌলবী সাহেবের ঘোর প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন। কিন্তু অবশেষে সত্যের জয় হয়; স্থিতিস্থাপক শীল মৌলবীগণ যুদ্ধে অগ্রসর না হইয়া গা-ঢাকা দেন। (সম্পাদক ইসলাম প্রচারক)

www.nagorikpathagar.org

কল্য ও অদ্য

হে অলস নিদ্রাতুর জ্ঞানশূন্য মোসলেমগণ!
বারেক নয়ন মেলি নিজ দশা করহ লোকন
কল্য যে ছিলেহে তুমি মহারাজা রাজ্য অধিকারী
অজি সে সেজেছ তুমি কপর্দক কড়ার ভিখারী।
কল্য যে ছিলেহে তুমি জ্ঞানী মানী প্রতাপে অদীন,
আজিরে সে তুমি হায়! অপদার্থ কাপুরুষ দীন।
কাল ছিল তব অঙ্গে মণিময় চারু আভরণ,
আজিরে সে অঙ্গে হায়! কর্দম বিভূতি বিলেপন!
কাল ছিল মূর্ত্তি তব দৃঢ়োন্নত গিরি-চূড়া জিনি,
আজি রে সে মূর্ত্তি তব জীর্ণ শীর্ণ দৌর্বল্যের খনি!
কাল যে তোমার আঁখি করিয়াছে অগ্নি বিকীরণ,
আজি সে তোমার আঁখি প্রভা শূন্য অঙ্কের মতন!
কাল ছিল যে করেতে জলজিহ্ব প্রদীপ্ত কৃপাণ,
হায়রে! সে করে আজি ক্ষীণ যষ্ঠি লভিয়াছে স্থান!
'তহলিল্' 'তক্‌বির' ধ্বনি ঘোষিয়াছে কালি যে রসনা,
আজি রে ভাষিছে তাহা নিরন্তর ক্রন্দন প্রার্থনা।
কাল ছিল তব স্থান মরণীয় সৌধ সিংহাসনে
আজি তুমি কর বাস কুটিরেতে অবসন্ন মনে!
কাল যারা মহাদরে শিরে ল'ত তব পদধূলি,
ঘৃণায় তাহারা আজি নাহি চাহে আঁখি পাতা তুলি।
কাল তব মহাবীর্য্যে কাঁপিয়াছে সসিন্ধু ধরণী,
আজি তুমি গৃহ কোণে লুক্কায়িত কম্পিত আপনি!
কাল ছিল তব তেজঃ জিনি হায়! দীপ্ত দাবালন,
আজিরে হয়েছে হায়! ভস্ম কিবা সুশীতল জল!
কাল ছিল তব হৃদি উৎসাহেতে প্রমত্ত অধীর,
আজিরে সে হৃদি তব জড় প্রায় নির্ব্বিকার স্থির!
মহা মহা রণক্ষেত্র কল্য ছিল তব ক্রীড়া স্থল,
আজি তাস, পাশা, দাবা কিম্বা হায়! রমণী অঞ্চল!
তোমার হুঙ্কারে কল্য হইয়াছে মৃগেন্দ্র কম্পিত,

www.nagorikpathagar.org

শৃগালের রবে তুমি আজি হায়! নিয়ত শঙ্কিত!
আসমুদ্র হিমাচল কল্য ছিল তব করতল,
আজি মাথা লুকাবার নাহি হায়! বিন্দুমাত্র স্থল!
তোমার আলোকে আজি আলোকিত অখণ্ড ভুবন,
তুমিরে আঁধারে হায়! ফিরিতেছ অন্ধের মতন!
হায়রে! তোমারে আজি করে সারা ঘৃণা উপহাস,
দূরে নয়–কল্যইরে ছিল তারা তোমারিরে দাস!!
কাল তুমি ভ্রমিয়াছ যে ধরায় মাতি বীরমদে,
ভয়েতে কম্পিত তুমি আজ তপ প্রতি পদে পদে!
দম্ভোলি জিনিয়া কল্য ছিল তব দম্ভের গরিমা,
অপমান লাঞ্ছনার আজি তব নাহি কিছু সীমা!
তব দ্বারে কৃপা প্রার্থী ছিল কল্য কেসরা খাকান,
আজি তুমি ভিক্ষাপ্রার্থী অভাবেতে সদা ম্রিয়মাণ!
পলান্ন কোরমা কল্য পায় নাই তোমার আদর,
আজি রে শাকান্নে নাহি পূর্ণ হয় এ পোড়া উদর!
সুমিষ্ট শরবতে কল্য নাশিয়াছে পিপাসা তোমার,
আজি তুচ্ছ জলাভাবে করিতেছ সদা হাহাকার!
কিঙ্খাপ শাটীন তাস ছিল কল্য তব পরিধান,
মার্কিন নংক্লথ অদ্য অধিকার করেছে সে স্থান!
কল্য পরিচ্ছদ ছিল চোগা ও ইজার আচকান,
অসভ্য ধূতি চাদরে সাজায়েছ আজি দেহখান!
কল্য তব শিরোশোভা করিত হে আমামা ও তাজ,
আজিরে আলবার্ট টেরী লম্বা চুল মর্কটের সাজ!
কল্য যে চরণে তুসি দলিয়াছ পর্বত কানন,
আজি সে চরণ তব দেহভার বহনে অক্ষম!
কাল যে চরিত্র ছিল সুপবিত্র মহান উদার,
আজি সে কলুষময় অপবিত্র নরক আগার!
কাল তুমি লিখিয়াছ সংখ্যাতীত বিজ্ঞান দর্শন,
আজিরে তাহার নামে চমকিত সন্ত্রাসিত মন!
কল্য তুমি রচিয়াছ ভূগোল খগোল রসায়ন,
ইরোপের কৃত তাহা আজি তুমি ভাব বিলক্ষণ!
কল্য তুমি য়ুরোপে করিলে হে শিক্ষার বিস্তার,

www.nagorikpathagar.org

আজি সে য়ুরোপ দেখ লইয়াছে তব শিক্ষা ভার!
কাল সিন্ধুবক্ষে তব ছিল কোটি বাণিজ্য তরণী,
আজি অন্বেষিলে ধরা নাহি হায়! মিলে একখানি!
কল্য ছিল বিদ্যাশিক্ষা স্ত্রী পুরুষ সবারি 'ফরজ',
আজি সে শিক্ষায় কারো বোধ নাহি সামান্য 'সরজ'!
কল্য তুমি রণক্ষেত্রে কোটি শত্রু করিল যংহার
আজি শত্রু পদাঘাতে ভগ্ন তব পঞ্জরের হাড়!
আরবী পারসী উর্দু ছিল কল্য তোমার জবান,
আজি রে নির্জীব বাংলা অধিকার করেছে সে স্থান!
কল্য প্রতি দেশে তব উড়িয়াছে বিজয়-কেতন
আজি প্রতি দেশ হ'তে হইতেছে তব নির্ব্বাসন!
কল্য মুষ্টিমেয় হ'য়ে পৃথিবী করিলে অধিকার,
আজি শত কোটি হ'য়ে সহিতেছ শত অত্যাচার!
কল্য তব ছিল যত্ন বিজারিতে করিতে দমন,
আজি শত যত্নে তারে করিতেছ শিরের ভূষণ!
কল্য তুমি বিতরিলে মলি মুক্তা রজত কাঞ্চন,
দ্বারে দ্বারে 'পাই' হেতু আহি তুমি করিছ যাচন!
উদ্বিগ্ন থাকিত ধরা কল্য তব আদেশ পালনে,
তুমিরে উৎকর্ণ আজি জগতের আদেশ শ্রবণে।
কল্য তব হুহুঙ্কারে কাঁপিয়াছে সসাগরা ধরা,
সহস্র চীৎকারে আজি শ্রুত নাহি হয় জয় সাড়া!
কল্য ছিলে সকলেতে প্রাণে প্রাণে বাঁধা এক প্রাণ,
প্রত্যেকে স্বতন্ত্র আজি নাহি বিন্দু আন্তরিক টান!
কল্য ভ্রাতৃ অপমানে রক্ত দেছ হৃদয় চিরিয়া,
ভ্রাতৃ নিধনেও আজি নাহি দেখ বারেক ফিরিয়া!
কল্য তব কষ্টোদ্ধারে আসিয়াছে ফেরেশতা নিচয়,
আজিরে বিপদে তব পশু পক্ষী অগ্রসর নয়!
কালি রে মসজিদে তুমি ছিলে সদা নমাজে মগন
আজি পাপালয়ে তুমি করিতেছ অশ্লীল কীর্ত্তন!
সত্যের রক্ষক কল্য ছিল তব কৃপাণ ভীষণ,
সত্যের দলনে আজি নাহি কারো মুখেতে বচন!
কল্য করিয়াছ ক্রীড়া লয়ে তুমি অরাতির শির,

www.nagorikpathagar.org

'ফুটবল' 'ক্রিকেট' খেলি আজি তুমি সাজিতেছ বীর!
কল্য যে সমাজে তব ছিল কত ওলামা এমাম,
আজি তুচ্ছ কাটমোল্লা অধিকার করেছে সে স্থান!
কল্য রে সমাজে ছিল ধর্ম্ম বীর কর্ম-বীর শত
খুঁজিলে একটা আজি নাহি হায়! হয় দৃষ্টি গত!
কালি যে সমাজে ছিল দরবেশ অলি আগণন,
আজিরে ভণ্ডের দল করিতেছে তথা বিচরণ!
হা! মোস্লেম, হা! এসলাম এই কিরে হ'ল পরিণাম,
চেয়ে দেখ্ কিছু নাই– আছে শুধু তোর পুণ্য নাম!
কিন্তু প্রতিপলে যথা– সাজিতেছ মূঢ় দীন হীন,
মনে ভয়ে, নামটুকু মিটে বুঝে যায় এক দিন!

ইসলাম প্রচারক ॥ আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২০, অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯০৩

www.nagorikpathagar.org

নদী (বর্ষায়)

আয়ি তটিনী! কলনাদিনী
তুলি বীচিমালা বক্ষোপরে,
চলেছ্ কোথা আবেগ ভরে?
ঊর্মি আঘাতে তটনিপাতে
গরজিছ কিবা গর্বভরে
রণজয়ী বীর যথা হুঙ্কারে।
কত তরুবল্লী কত গ্রাম পল্লী
ভাসায়ে লইছ সুদূরে,
কলকল রবে অবিরামভাবে
গেয়ে জয়গীতি ফুল্ল অন্তরে।
উচ্ছ্বাসে ফুলি বাধা বিঘ্ন দলি
মনের আনন্দে তরতর তরে
চলেছ্ তটিনী সিন্ধুবাসরে।
অয়ি তটিনী খর গামিনী
বল দেখি ধনি করি তরে
মৃত পতিত আত্মবিস্মৃত
মোসলেম জগৎ বিধাতৃবরে,
পুনরায় কবে জাগ্রত হবে
কাঁপিবে ধরা থরথরে।
মেলি নেত্র দু'টি জাগিবে উঠি
ছুটিবে পুনঃ দম্ভভরে
স্তম্ভিত বিশ্ব হেরিয়া সে দৃশ্য
পতাকা উড়িবে অম্বরে
ভীম কোলাহল অবনীপরে।
জাতীয় জীবনে বরষা প্রবাহ
বহিবে প্রখরে অহরহ
বীর্য প্লাবনে ধরনী প্লাবিত
তরঙ্গ প্রতাপে তট বিকম্পিতা
সঞ্জীবনী স্রোতে জড়তা আলস্য
সব যাবে ভাসি; যেনরে ভস্ম।

www.nagorikpathagar.org

মোসলেম উঠিবে জাগিয়া

ত্রাসিত মনে পুনঃ চরণে

বিশ্ব পাড়বে লুটি।

কবে সে বরষা আসিবে তটিনী

কবে বা উঠিব জাগিয়া?

কবে মুক্ত প্রাণে সপ্তম তানে

গাইব সে গীতি মাতিয়া

হৃদয়ের কোণে অতি যতনে

রেখেছি তাহা লুকাইয়া।

ইসলাম প্রচারক ॥ অগ্রহায়ণ : ১
ডিসেম্বর : ১

www.nagorikpathagar.org

ফাতেমা জোহ্‌রা

অয়ি মা! ফাতেমা দেবী জগৎ জননী
স্নেহ মমতার খনি পুণ্য স্বরূপিনী,
বীরর্ষী আলীর, তুমি আদর্শ ঘরনী
প্রেরিত পুরুষবর স্নেহের নন্দিণী
অতুল মহিমা তব অতুল গরিমা
তুমি মাতঃ জগতের আদর্শ রবণী
ধর্ম প্রভাবের তব নাহি কিছু সীমা;
ইসলাম আকালে তুমি দীপ্ত তারা মণি।
শহিদ কুলের রাজা হোসেন জননী
কর আজি আশীর্বাদ জান্নাত হইতে
তব পদ অনুগামী রমণী দলেতে
পরিপূর্ণ হয় যেন ইসলাম অবনী।
সতীকুল শিরোমণি ফাতেমা জোহরা
তোমার আশীষে হোক পুণ্যময়ী ধরা।

ইসলাম প্রচারক ॥ অগ্রহায়ন, ১৩১৯ ডিসেম্বর, ১৯০৪

www.nagorikpathagar.org

সে দেশ কেমন

"সে দেশ কেমন?
কে বলিয়া দিবে মোরে সে দেশ কেমন?
সে দেশে কি ফোটে ফুল
আসে কি তারকা কুল
এমনি কি সে দেশের সুনীল গগন?
ছোট ছোট ঢেউ তুলি
সে দেশের নদীগুলি
কল রবে ছুটে যায় সাগর সদন?
সে দেশে কি হাসে ঊষা
পারি সে কুসুম ভূষা
সে দেশে কি উঠে নিতি তরুণ তপন?
কে বলিয়া দিবে মোরে সে দেশ কেমন?
সে দেশে মলয় বায়
জুড়াইতে জীবকায়
বহে কিরে ফুল গন্ধ করি বিতরণ?
সে দেশে বিহগ স্বরে
এমন কি সুধা ঝরে
প্রভাত সন্ধ্যায় তারা করে কি কূজন?
সে দেশে পূর্ণিমার চাঁদ
(মধুর মোহন ছাঁদ)
কৌমুদী ছড়ায়ে কিরে মাতায় ভুবন?
কে বলিয়া দিবে মোরে সে দেশ কেমন?

* * *

সে দেনে কি ষড়ঋতু
জীবকুল সুখ হেতু
বিভ্রম বিলাস ভরে করে পর্যটন?
সে দেশে কি আছে বিল
সলিল ঈষদ নীল
মরাল কমলদলে অপূর্ব্ব শোভন!

www.nagorikpathagar.org

জলচর নানা পাখি
সদা করে ডাকাডাকি
কুতূহলে দলে দলে করে সন্তরন
কে বলিয়া দিবে মোরে সে দেশ কেমন?
* * *

সে দেশে প্রেমিকাবালা
জুড়াতে হৃদয় জ্বালা
এ দেশেরি মত কিরে করে আলিঙ্গন?
এমনি পাশেতে বসি
মধুর মুচকি হাসি
বঙ্কিম কটাক্ষে করে মানস হরণ?
এমনি সোহাগ ভরে
আদর যতন করে
করে কিরে সুমধুর প্রেম সম্ভাষণ?
কে বলিয়া........দেশ কেমন?
* * *

ছোট ছোট শিশুগুলি
কচি কচি হাত তুলি
এমনি কি করে তারা ধাবন কুর্দন?
মুখে আধ আধ ভাষা
দেবতারো ভালবাসা
দরশনে পরশনে পুলকিত মন?
স্নেহের জনক পিতা
মমতার খনি মাতা
পাব কি সে দেশে ছুঁতে তাঁদের চরণ?
কে বলিয়া.........দেশ কেমন?
* * *

এই চারু বসুন্ধরা
প্রেম পুণ্য প্রীতিভরা
শ্যামলা সিন্ধুবসনা জীব নিকেতন!
ইহারে ত্যাজিলে পরে
আর কিছু নাই কিরে?

www.nagorikpathagar.org

না-না-না-তাও কি হয় সম্ভব কখন?
দয়া সিন্ধু বিশ্বপতি
কভু নন ক্রুড়মতি
নিশ্চয় নিশ্চয় তিনি মঙ্গল কারণ
পতিত পাবন খোদা
ঘুচাও এ মোহ ধাঁধা
খুলে দাও কৃপা করি জ্ঞানের নয়ন
মানব দেখুক চেয়ে
সে দেশ ইহার চেয়ে
সুখশান্তি হর্ষে ভরা অতি সুশোভন
অতুল সৌন্দর্য তার অপূর্ব গঠন।

কোহিনূর ॥ ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩১৩

www.nagorikpathagar.org

জন্মভূমি

(তুরস্ক হইতে)

জননী জনম ভূমি! মা আমার! মা আমার!!
রমণীয় কমনীয় তিন ভুবনের সার!
প্রকৃতির লীলাকুঞ্জ চির-শ্যাম সুশোভন!
রেখ মা! দাসেরে মনে শুধু এই আকিঞ্চন!
তোমার মূরতি মাগো! নিয়ত জাগায় প্রীতি
তোমার স্মিরিতি মাগো! প্রাণকুঞ্জে গাহে গীতি!

যেখানে সেখানে থাকি, যেদেশ সেদেশ দেখি,
নয়নে হৃদয় মনে তোমারি মূরতি আঁকি।
ভিন্ন দেশের রাজা হতে তোমার রাখাল চাষী
নয়নে লাগে মা ভালো! পরাণেতে ভালবাসি!
তব ধূলিকণা মাগো! স্বর্ণকণা হতে বেশি
তোমার 'কালা মানুষ' সে যে পূর্ণিমার শশী!
তোমার শাকান্ন মাগো! কত মিষ্ট কি সুতার!
তব জলবায়ু মাগো! কি কোমল চমৎকার!
তোমার কোমল ভাষা অনন্ত মধুর খনি
জাগায় কতই আশা, জাগায় কতউ বাণী!
অন্যের রাজত্ব মাগো! অনন্ত বিষের খনি
তোমার দাসত্ব মাগো অনন্ত সম্পদ গণি।
রেখ মা তোমার মনে! পরবাসী এ সন্তানে
ভুলনা ভুলনা মাগো! অধম অসার জ্ঞানে
তোমার স্মরণে মাগো! চোখে বহে অশ্রুধার
কাঙ্গালিনী বঙ্গভূমি মা আমার মা আমার!

সুপ্রভাত ॥ কার্তিক, ১৩২০

www.nagorikpathagar.org

নাআৎ

"জয় মোহাম্মদ নবী বরম্
সুরাসুর বন্দিত পুণ্যাকরম্!
বালভানু বিনিন্দিত কান্তিধরম্
জগজন অজ্ঞান ভ্রান্তিহরম্!

শশিখণ্ড বিখণ্ডিত ভালতটম্!
প্রে ভাস প্রপূরিত নেত্রপটম্!
লোহিতাব্জ বিলাঞ্ছিত করযুগম্
কোটি শশি বিগঞ্জিত চারুমুখম্।

জগজন বন্দিত পরমেশ বন্ধু
কৃপা কর দীনে হে কৃপা সিন্ধু!
ভীম ভবার্ণব কাণ্ডারী তুহি
পদপল্লব মুদারম দীনে দেহি!
সুপূত "তৌহিদ" পতাকাধারী
তব গুণগানে যাই বলিহারি!
তুমি জগৎ শুভ মূল কারণ
হাশরে অধমে দিও শরণ!

আল-এসলাম ॥ মাঘ, ১৩২২

www.nagorikpathagar.org

হিজরী নববর্ষ

নববরষে ওগো এসলাম
জাগাও সেই বাণী
পাহাড় পর্বত মথিয়া দলিয়া
ছুটুক মন্দাকিনী।

২

উত্তালরঙ্গে ভীম তরঙ্গে
প্লাবিয়া সকল ভূমি।
জঞ্জাল জাল ভাসাইয়া
বহুক আকাশ চুমি।

৩

হিংসা বিদ্বেষ ভাসাইয়া
ছুটাও ঐক্যের বান
দিক দিগন্তে ধ্বনিত হোক
আল্লার মহান নাম।

৪

আকাশ তলে সহস্র বজ্র
উঠুক হুঙ্কারিয়া।
লক্ষ বিদ্যুতের করাল দ্যুতি
উঠুক প্রজ্বলিয়া!

৫

আলস্য জড়তা মোহ অবসাদ
নীচতা হীনতা দৈন্য,
সকল ঠেলিয়া জাগুক মোসলেম
পুরস্কার-লাভ-জন্য?

৬

ঝঞ্ঝার মাঝে খুলিয়া দাও গো
তাহার তরণী খান
জাগুক সাহস পৌরষ তেজঃ
লভুক নবীন প্রাণ।

www.nagorikpathagar.org

শঙ্খ বক্ষে

আকাশে হাসিছে চাঁদ
নীচে বহে নদী জল;
সোনালি কিরণে বারি
করিতেছে ঝল্‌মল!
নদী বহে কুলুকুলু
বায়ু বহে ঝির ঝির
চিক্‌চিক্‌ করে পাতা
তীরে যত বিটপীর!
ঝুপঝাপ পড়ে দাঁড়
তরী ছল কল্‌কল্‌;
যৌবন জোয়ার জলে
নদী বহে ছল্‌ছল্‌!
দূরেতে কোকিল বধূ
ছড়ায়, কূজন সাধু
ভেসে এসে সেই স্বর
নদীবুকে ঢালে মধু!
নদী বুকে কত তারা
হইয়া আপনা হারা,
ডুবিছে ভাসিছে তারা
রূপে করে ঝল্‌মল্‌!
উপর আকাশে শশী
হাসে কিবা খলখল
ঝলমল জ্যোছনায়
নদীদুল টল্‌মল্‌!
কিবা রূপ কিবা আভা!
কি সুন্দর কি বিমল
দ্রবীভূত কবিচিত
হেরি শোভা নিরমল!

আল-এসলাম ॥ ভাদ্র, ০০০০

www.nagorikpathagar.org

আহ্বান

১

আজ কোথারে মোস্লেম গৌরব দৃপ্ত
মহিমা কিরণে সুচির দীপ্ত!
বীর বিক্রমে তব কম্পিত বিশ্ব,
মধ্যাহ্ন ভানু সম তেজোসম দৃশ্য!
কোথা সে বীরত্ব ত্রিলোক শঙ্কা?
কোথা সে কৃপাণ? কোথা রণ-ডঙ্কা?
কোথা লোক চমকিত প্রভুত্ব গর্ব?
কোথা সে সাহস? কোথা তেজঃ দর্প?
যথা উঠে বেলা আর যথা যায় অস্ত
তুমি ছিলে তা'র মাঝে শাহান্শাহ্ মস্ত।
তব পদে লুণ্ঠিত ছিল ধন দৌলৎ
তোমারি ছিল হে যত শান শওকৎ।
তুমি ছিলে ধরণীর পতি একচ্ছত্র,
তুমি ছিলে বিশ্বাসী, উদার ক্ষত্র।
আঁধিয়ারা দুনিয়া করিলে হে গোলজার,
নিখিলের ছিলে তুমি দোস্ত হে দিল্দার।
কোন কাজে কখনও নাহি ছিল হরকত,
তোমাদের শাসনে বাড়িল হে বরকত।
প্রতাপে প্রভাবে ছিলে তুমি জাহাঙ্গীর;
তুমি ছিলে উন্নত, সবে ছিল নত্শির।
ইজ্জৎ হোরমৎ দব্দবা হাশমৎ
সর্দারি বেহুতরি সব ছিল গণিমৎ
কেন তুমি খোয়ালে, কেন অভিশপ্ত,
গৌরব বিভব কেন সব লুপ্ত?
কেন আজি হতমান? কেন হেট মুণ্ড?
কোথা সে মসনদ? কোথা রাজ দণ্ড?
হুতাশন হইয়া কেন আজি ভস্ম?
ধন পতি হইয়া কেন আজি নিঃস্ব?

www.nagorikpathagar.org

কি ঘোর পতন ক্ষণকাল চিন্ত,
কি ছিলে কি হলে অরে মূঢ় ভ্রান্ত!

২

তুমি ছিলে আলমের শিল্পী হে সেরা,
গড়িলে 'জোহরা', 'তাজ', 'আলহাম্‌রা',
বিজ্ঞানে দর্শনে তুমি ছিলে মশ্‌গুল
কবিতা নিকুঞ্জের তুমি ছিলে বুল্‌বুল্‌।
তব করে ছিল সব তেজারত ন্যস্ত,
(তব) হুকুম তামিলে ধরা ছিল ব্যস্ত।
আদব কায়দা তহ্‌জিব তমদ্দন
তুমি এ ধরায় করিলে হে পত্তন।
তুমি ছিলে ধরায় পাক্কা ইমানদার;
এনসাফে আদেল ছিলে তুমি চমৎকার।
সত্যের সেবক ছিলেন হক্‌ দোস্ত।
পর উপকার হেতু কেটে দিতে গোস্ত।
আঁধার জগতের তুমি ছিলে মশাল
তুমি ছিলে বিরাট বিপুল বিশাল।

৩

তোমারি সঙ্গীতে ধরা ছিল মুগ্ধ
গরিমা মহিমায় সবে ছিল লুব্ধ।
বিপুল ধরণীরে করিয়া আয়ত্ত;
ছিনিমিনি খেলিলে মহাভাবে মত্ত।
গড়িলে কত না প্রাসাদ কেল্লা
দরবার রচিলে কিবা তার জেল্লা।
মিনার মসজিদ মঞ্জিল চারু
গড়িল কত না কৌশলে কারু।
সাজাইলে ধরণীরে তুমি হে গোলস্তা।
নানা সুখ সম্পদে করিলে আরাস্তা।
নিখিল জুড়িয়া অগণিত কীর্তি
এখনো প্রকাশিছে গৌরব দীপ্তি।
হে গৌরবশালী বীর মুসলমান

www.nagorikpathagar.org

জাগরে জাগ ভাই রজনী অবসান।
জাগ বীর বিক্রমে হে শূর সন্তান
গাহুক ধরণী পুনঃ তব জয় গান।
কালিমা কাটিয়া ফুটিছে ললিমা
দিকে দিকে ভাতিবে তোমারি গরিমা।
এ নহে কবিতা–এ নহে খেয়াল,
তুমিই হবে পুনঃ বিরাট বিশাল।
অতীতে যা ছিলে তাই হবে তুমি হে
পুলকিত এবে ধরা তব পদ চুমি হে।
চাই এবে সাধনা চাই মহা ঐক্য
চাই আত্ম-বিশ্বাস চাই প্রেম সখ্য।
আল্লার রহমত ভাজন তুমি ভাই,
বিনাশ তোমার কভু নাই–নাই।
জাগ তবে মোস্লেম হে শূর সন্তান।
জাগ জাগ তরুণেরা আশায় বাঁধি প্রাণ।

www.nagorikpathagar.org

পুষ্পাঞ্জলি

গগনে গগনে পবনে পবনে
তোমারি আরতি বাজে!
ভুবনে ভুবনে কিরণে বরণে
তোমারি সুষমা রাজে।

চন্দ্র তপনে গ্রহ তারা দলে
তোমারি রূপে কিরণ উছলে,
শ্যাম পত্রদলে চারু ফুল-ফলে
তোমারি মহিমা সাজে।

তব প্রেমধারা লয়ে নিরবধি
কলকল তানে বহে নদ-নদী
তোমার পরশ লইয়া সরস
পবন বহিছে সকাল সাঁঝে!

আকাশে পাতালে জলধির জলে
তোমার মহিমা নিয়ত উছলে,
যা কিছু নিরখি তব প্রেম দেখি
তোমারি করুণা সকল কাজে।

ছোলতান ॥ ৭ই আষাঢ়, ১৩৩০, ২২ জুন, ১৯২৩

www.nagorikpathagar.org

খেলাফৎ সঙ্গীত

আর কতকাল ঘুমের ঘোরে
পড়ে তোরা থাকবিরে ভাই,
বেলা তোদের যায় যে ডুবে
তবু কিরে তোদের খবর নাই!

দুনিয়া জুড়ে হুলস্থূল
ঘুমে তোরা রইলি আকুল!
এমন ঘুমে তোদের চোখে
পড়ুক রে ভাই ছাই!

হয়ে তোরা খোদার বান্দা
সদাই দেখিস ভয়ের ধান্দা
সাহস বীর্য কিছুই নাই!

এই কিরে, মোছলেমের কাজ
নাহি কিরে শরম লাজ!
যদি থাকে উঠরে তবে
খেলাফৎ রাখিতে ভবে
বীরবেশে কোমর বেঁধে দাঁড়ারে সবাই।

ছোলতান ॥ ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৩০, ২০ জুলাই, ১৯২৩

www.nagorikpathagar.org

সান্ধ্যসঙ্গীত

সাঁঝের আলো নিভে গেছে
আঁধারে ঢেকেছে ধরা
নিবিড় কাননে নাথ
আমি আজি পথহারা!

চলিতে চলিতে শ্রান্ত
হয়েছি হে প্রাণকান্ত!
ডেকে ডেকে ভাঙ্গলো গলা
তবু তোমার পাইনা সাড়া!

কোথা হে বিপন্নের বন্ধু
দেখা এবে দাও হে ত্বরা!
তোমার কৃপার আলোকে জ্বাল,
পথ দেখায়ে নিয়ে চল
তোমার সেই প্রেম নিকুঞ্জে
যথা নাই এ পাপের ভরা।

যার মন্দাকিনী ধারা
সর্ব পাপ তাপ হারা!
যে দেশেতে নাই বিরহ
প্রেমের গতি বাঁধন হারা।

www.nagorikpathagar.org

হিমাচল দর্শন

'কি বিরাট! কি বিপুল! ভীমকান্ত এই হিমাচল!
অনন্ত কালের সাক্ষী মহিমার গৌরবে উজ্জ্বল!
শৃঙ্গের উপরে শৃঙ্গ তদুপরি শৃঙ্গের লহরী
চলিয়াছে শ্রেণী বাঁধি ব্যোমমার্গ উপহাস করি!
উচ্চ হ'তে আরো উচ্চ, নীচে রাখি জলদের স্তর,
শোভিছে বিরাট তনু, খেলিতেছে দীপ্ত সৌরকর।
নীলিমা মণ্ডিত চারু, প্রসারিত গগনের তলে,
মানবের মহাতীর্থ, হিমগিরি এই ভূমণ্ডলে।
অন্ত নীলিমা নীচে কি অসীম শ্যামলিকা হায়!
অঙ্গে অঙ্গে কত রঙ্গে মেঘমালা বিচরে হেথায়!
নানা তরুরাজি শিরে শোভিতেছে অনন্ত স্তবকে,
সারি বাঁধি চলিয়াছে ব্যোম পথে কি মহাপুলকে!
কত লক্ষ পিরামিড, কত লক্ষ কানন নিকুঞ্জ
প'ড়ে আছে হিমাচলে প্রকৃতির কত দুর্গপুঞ্জ!
নর কর বিরচিত তাজমহল চির চমৎকার
কুতুবমিনার কিম্বা প্যারিসের আইফেল টাওয়ার!
'আল্‌হাম্রা' কি 'আজ্‌জোহারা' যত কেন কর না বর্ণনা
হিমালয় তুলনায় অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র রেণু কণা।
বিধাতার মহিমার মহাকীর্ত্তি এই হিমাচল
দরশনে কবিচিত্ত ভাব রসে একান্ত বিহ্বল!
পদতলে চাপি ধরা, নীল আকাশে তুলি তুঙ্গশির
হে হিমাদ্রি! হেরিতেছ কত লীলা বিশ্ব প্রকৃতির!
কত রাজ্য কত জাতি এ ধরায় হয়েছে বিলুপ্ত;
তুমি কিন্তু শির তুলি রহিয়াছ মহাগর্বে দৃপ্ত!
অনন্ত জলদমালা নিত্য নিত্য দানে জলধারা
স্নান করি তার জলে কি আনন্দে তুমি আত্মহারা!
তমোহর ত্বিষাম্পতি নিত্য নিত্য সকলের আগে
সাজায় তোমার দেহ বিগলিত সুবর্ণের বাগে!

www.nagorikpathagar.org

তব দেহে মেঘপুঞ্জ করিতেছে কত লীলা নিত্য
কেহ এলাইয়া অঙ্গে শুয়ে আছে হরষিত চিত্ত!
কেহ ভ্রমিতেছে ধীরে আলালের দুলালের প্রায়
কেহ ঘুমায়েছে সুখে, চোখ মেলে কেহ জাগে হায়!
কত রঙ্গে মেঘমালা কি ভঙ্গিমা প্রকাশিছে মরি!
বর্ণনার ভাষা নাই মরি মরি! যাই বলিহারি!
দূরে দূরে অতি দূরে সুদূর সে উত্তর সীমায়
বরফ স্তরে মণ্ডিত 'গৌরী' ও 'কাঞ্চন' শোভা পায়!
রঞ্জিত ভাস্কর করে কি বিচিত্র সে কি সুন্দর হায়
দেখিয়া মেটেনা আশা, আঁখি নাহি ফিরিবারে চায়!
সারি সারি শৃঙ্গমালা দাঁড়াইয়া নীল আকাশ গায়
বিধাতার অসীম মহিমা প্রকাশিছে নীরব ভাষায়!
হিমাদ্রির মহাশোভা মহামূর্ত্তি বিরাট বিপুল,
দরশনে কবি চিত্ত মহাভাবে অধীর আকুল;
নাহিভাষা নাহিভাব, নাহি ছন্দ নাহিক রসনা
হিমাদ্রির মহাদৃশ্য সামান্যও করিতে বর্ণনা।
কুদরতের মহা পরিচয় বটে, ইহা বিশ্ব বিধাতার
মহাপুণ্য তীর্থ ইহা কবি আর ভাবুক জনার।'

ছোলতান ॥ ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩০

www.nagorikpathagar.org

মাভৈঃ

১

ভাবিস্ না তোরা ভাবিস্ নারে ভাই!
করিস্ না কিছুই শঙ্কা;
যতই তাদের হ'ক সংগঠন
তোদেরি বাজিবে ডঙ্কা।

২

যতই করুক লম্ফ ঝম্প!
যতই হউক না সংখ্যা;
ওদের কপাল ওরাই খাবে;
কালনেমির ভাগ লঙ্কা।

৩

কেটে গেছে তোদের শনির প্রভাব!
ফুটিছে উষার হাসি;
দেখিতে দেখিতে উদিছে তপন,
ফুটিবে কুসুমরাশি।

৪

তোদের জাগরণে নিখিল বিশ্বে,
উঠিছে পুলক-রঙ্গ;
যতই শয়তানী করুক তারা,
সকলি হইবে ভঙ্গ।

৫

উছলি উঠুক সপ্ত সিন্ধু,
প্রলয়-তরঙ্গ-রঙ্গে,
তোদের শাসনে হইবে শান্ত,
চরণ রেণুর সঙ্গে।

৬

উঠুক জ্বলিয়া আগ্নেয়গিরি,
কাঁপায়ে ধরা গর্জ্জনে;
বহুক না ঝটিকা প্রলয় কালের,
ভীম-ভৈরব তর্জনে।

www.nagorikpathagar.org

৭

ভয় নাই আর ভয় নাই আর,
নাহিরে কিছুই শঙ্কা,
তর্জনে গর্জনে বাজিছে শুধু
তোদের বিজয় ডঙ্কা।

৮

মরোক্কো হইতে মালয় অবধি
নব যৌবনের বীর্য্য
উছলি উঠিছে আবার ধরায়
দেখাতে নবীন শৌর্য্য!

৯

উড়িছে নিশান বাজিছে বিষাণ।
অসি করে ঝন্ ঝন্ ঝন্,
আফ্‌গান ইরান আরব তুরান
সকলেরই আজ এক পণ!

১০

অখিল বিশ্বের নিখিল মোস্লেম,
এক তারে আজি বাঁধা,
এক সুরে বাজিছে প্রাণের তন্ত্রী
ছুটিছে সকল ধাঁধা!

১১

সার বেঁধে সবে দাঁড়ায়েছি আজি,
উন্নত করিয়া মাথা;
'লৌহমাহ্‌ফুজে লিখিত হইছে;
তোমারি বিজয় গাথা।

১২

তুমিই উঠিবে তুমিই বাঁচিবে,
যা'ছিল তাই হবে তুমি;
নিখিল ধরণী হইবে ধন্য,
তোমারি চরণ চুমি।

www.nagorikpathagar.org

১৩

জাগ তবে ভাই জাগরে সবাই!
সাহসে পুরিয়া বুক,
তরুণ আলোকে মহিমা পুলকে;
কেটে যাক-শোক দুখ।

১৪

ভাঙ্গ দলাদলি, কর গলাগলি
ওরে সিংহের দল!
সাত কোটি আজি একত্র হইলে,
গুড়াঁ হবে হিমাচল।

১৫

অনল-প্রবাহ ছুটিয়ে দেরে,
অলস প্রাণের মৰ্ম্মে,
দেখারে ধরায় নবীন দৃশ্য,
বিজয়-বহুল কৰ্ম্মে।

ছোলতান ॥ ১৪ই ভাদ্র, ১৩৩০ (৩১শে আগস্ট ১৯২৩)

www.nagorikpathagar.org

আদর্শ বিচার

মোর্শেদা বাদের নবাব দরবারে
বিষম জনতা আজ,
উজির, নাজির সবাই হাজির
পরিয়া শোকের সাজ!

বিচার আসনে স্বয়ং নবাব
মোর্শেদকুলি খান,
চোর-ডাকাতের পরম শত্রু
সাধু সজ্জনের প্রাণ!

গভীর বদনে গম্ভীর ভাব
ললাটে উজ্জ্বল ভাতি
বিশাল আঁখি উন্নত সবল
বিশাল বুকের ছাতি।

সম্মুখেতে দণ্ডায়মান
শিকল-বাঁধা হস্ত
যুবরাজ শমছুদ্দিন
বীর-পুরুষ মস্ত!

সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া নবাব
পূর্বেই করেছেন বিচার,
আজকে তাহার দিবেন রায়
তাই জমেছে দরবার।

ন্যায়পরায়ণ মোর্শেদকুলি
রাখে কি ন্যায়ের মান,
কিম্বা আজি অপত্যস্নেহে
রাখে পুত্রের প্রাণ।

সবাই অধীর সবাই উদ্‌গ্রীব
সবারি নিশ্বান রুদ্ধ
কি হয় কি হয় প্রাণের মাঝে
সবারি তুমুল যুদ্ধ।

www.nagorikpathagar.org

কলম লইয়া নবাব নাজিমে
লিখিতে লাগিল রায়,
ভাবিতে লাগিল এই বার সবে
না জানি কিবা হয়।

রায় লেখা শেষে নবাব নাজিমে
পড়িলা উচ্চৈঃস্বরে
কাঁপিল না কণ্ঠ তাঁহার
একটি বারের তরে।

"সতী রমণীর সতীত্ব নাশ,
এর বাড়া নাই পাপ
প্রাণদণ্ড এর যোগ্য শাস্তি
তাই পাবে যুবরাজ।"

কটি অবধি মাটিতে গাড়িয়া–
প্রস্তর নিক্ষেপ করি,
আঘাতে আঘাতে চূর্ণিয়া দেহ
ফেলহ তাহারে মারি।

রায় শুনিয়া বিরাট সভায়
উঠিল ক্রন্দন-রোল,
সকল কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল
শুধু হায় হায় রোল।

হায়ি কি বিষম দণ্ড
হায় কি কঠিন প্রাণ।
একটি পুত্র তারও মৃত্যু
বংশের চির নির্ব্বাণ।

উজির আমির জোড় করি হাত
উঠিয়া দাঁড়াল সবে,
কাতরকণ্ঠে শোকের ভরে
কহিলা করুণ ভাবে।

www.nagorikpathagar.org

একি জাঁহাপনা! এ কি ব্যাপার!
আমাদের শতেক প্রাণ
কুমারের বদলে বধহ তুমি
রাখ কুমারের জান।

অপরাধ তার মার্জনীয় হেতু
আমরা চাহি ভিক্ষা
করুণার দৃষ্টান্ত দেখায়ে আজ
দাও আমাদের শিক্ষা।

দুষ্টা নারীর সতীত্ব নাশ
তাহার নয় এ দণ্ড
এ যে নৃশংস এ যে কঠোর
এ যে অতি প্রচণ্ড।

ক্ষম জাঁহাপনা! কর কর দয়া
লঘু দণ্ড কর দান
লক্ষ প্রজা চরণতলে
সঁপেছে লক্ষ প্রাণ।

ধ্বনিত উঠিল বজ্র-নিনাদে
মোর্শেদকুলি খান,
শাস্ত্রে যাহা বিহিত দণ্ড
তাহাই করেছি দান।

নির্ব্বংশ হইব তাহাও ভাল
অবিচারক হব না তবু
যে দণ্ড দিয়েছি তাহাই বিহিত
অন্যথা হবে না কভু।

ছোলতান ॥ ২৮ শে ভাদ্র, ১৩৩০ (১৪ই, সেপ্টেম্বর ১৯২৩)

www.nagorikpathagar.org

উদ্দীপনা

কিসের ভাবনা? কিসের নৈরাশ?
শঙ্কা কিসের জন্য?
(ওরে) বিধির বিধান, তোরাই বাঁচিবি
তোরাই হইবি ধন্য।

২

বাহুতে বাহুতে, মিলায়ে বাহু
দাঁড়ালে হইয়া শক্ত;
কাঁপিয়া উঠিবে, আকাশ পাতাল;
সবাই হইবে ভক্ত!

৩

আরব হইতে সে দিন যখন,
বাহির হইলে বিশ্বে;
কাঁপায়ে গগন, দলিয়ে ভুবন,
অনল ময় দৃশ্যে!!

৪

সে দিন তোমরা ক'জন ছিলে হে?
ছিল বল কোন্ শক্তি?
ধূলায় লুটাও এখন কেন বা?
খুঁজিয়ে পাওনা মুক্তি!

৫

পাহাড় দলিয়া সাগর সেঁচিয়া,
ছুটিলে দিক দিগন্ত;
আল্লার নামে, আল্লার কামে,
যেন উল্কা জ্বলন্ত।

৬

সাগরের ঢেউ গেলরে থামি,
গিরি নমিল শৃঙ্গ;

www.nagorikpathagar.org

ধরণী হইল ফুলের বাগান,
তোমরা হইলে ভৃঙ্গ।

৭

তোমারি প্রতাপ তোমারি গৌরব,
তোমারি মহিমা গৰ্ব্ব;
নিখিল ধরায় উঠিল ঝলসি,
সবারে করিয়া খর্ব।

৮

জ্ঞান গরিমায় বীর মহিমায়,
উজল হইল বিশ্ব,
মানবের হিত সাধিলে কতই
কতই উদার দৃশ্য!

৯

তখন তোমরা ছিলে কত জন,
ছিল বল কোন শক্তি?
ধূলায় লুটাও এখন কেন বা,
খুঁজিয়া পাওনা মুক্তি!

১০

সেই ত আকাশ সেই ত বাতাস,
সেই রবি শশী তারা,
সেই ত দিবস সেই ত রজনী;
সকলিতে সেই ধারা!

১১

তবে তোরা কেন বিমূঢ় এমন?
এমন অধম হীন?
কোথা সে বৈভব কোথা সে গৌরব,
কোথা সে সুখের দিন!

১২

প্রভাত সমীর ফিরিত বহিয়া,
তোমারি বন্দনা গীতি;

www.nagorikpathagar.org

নিখিল আলম ছিল মশ্‌গুল,
জাগাতে তোমারি প্রীতি।

১৩

তখন তোমরা ছিলে কত জন
ছিলে কোন শক্তি শালী?
কোটি গুণ হয়ে কি হেতু এখন
বহিছ কলঙ্ক ডালি?

১৪

ভাবি ধীর ভাবে জাগ জাগ সবে,
ঐক্য হইয়া বলী,
আল্লাহো রবে দাঁড়াওরে সবে,
বাধা বিঘ্ন পদে দলি।

১৫

উদিছে অরুণ জাগরে তরুণ,
কর্ম্মী যুবক দল,
বাজিছে বিষান উড়িছে নিশান
হৃদয়ে বাড়াও বল।

১৬

হৃদয় চিরিয়া শোণিত ঢালিয়া
ধুইয়া কলঙ্ক ধূলি;
নির্ম্মল হইয়া দাঁড়াও আবার,
বিজয় পতাকা তুলি।

১৭

সাগর সেঁচিয়া পাহাড় দলিয়া
আকাশে বাড়াও হস্ত,
গ্রহণক্ষত্রে লহ আকর্ষি,
দাসত্বে কর ন্যস্ত।

১৮

ঝঞ্ঝা মথিত সাগর বক্ষে,
ভাসাও জীবন তরী,

www.nagorikpathagar.org

বিদ্যুত বাজে চালাও আদেশে
শক্ত মুঠায় ধরি।

১৯

হীনতা, নীচতা ক্লীবতা, ভীরুতা
দলিয়া চরণ তলে;
বীর্য্য হুঙ্কার বজ্র গর্জনে;
ছুট সবে দলে দলে।

২০

মরণের মাঝে জীবনের স্থিতি,
বুঝি হে তরুণ গণ;
হও নির্ভীক হও হে দৃপ্ত
যেন কাল হুতাশন।

২১

কেন্দ্র হইতে কেন্দ্র অবধি
বাজাও গৌরব-ডঙ্কা
আল্লাহ্‌র রহমত তোমারি তরে হে
কিসের তবে হে শঙ্কা।

ছোলতান ॥ ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৩০ (২১ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩)

www.nagorikpathagar.org

মোছ্‌লেম

মোছ্‌লেম তুমি, এছ্‌লাম তব চির সনাতন ধর্ম
গৌরবভরে আপনার করে সাধ তুমি স্বীয় ধর্ম।
আজ কুফ্ফার তোমা গাফ্লতে দেখে
ডাকে মোছ্‌লেমে কুফরের দিকে!
তবু বসে আছ অলস হইয়া না ধরে ধনুক বর্ম?

২

হুঙ্কার ছাড়ি টঙ্কার দিয়ে ঝঙ্কার তুলি গানে
গর্জিয়ে তোল বজ্রের রোলে সুপ্ত কেশরীগণে।
রক্ত তোমার উঠুক নাচিয়া
শিরায় শিরায় ছুটুক বহিয়া
কৃপাণ করে বীর পদভরে দুশমণে মার বাণে।

৩

ঈমানের জুলফিকার নিয়ে টঙ্কার মার জোরে
ফুৎকার দিয়ে দাও উড়াইয়ে কুফ্ফার সবে দূরে
মোছ্‌লেম যদি মোশরেক হবে
ধর্মের আলো নাহি রবে ভবে–
জাগ্রত হও সুপ্ত মোমেন জাড্য ফেলিয়া ছুঁড়ে।

৪

অজ্ঞান আর নির্বোধ সবে সজ্ঞানে ফেলি লোভে
বুদ্ধিহীনেরা 'শুদ্ধ' (?) করিয়া যুদ্ধ বাধায় ভবে।
কোথায় ঐক্য কোথায় সখ্য,
কোথায় তোদের স্বরাজলক্ষ্য?
বাঁচাও ধর্ম, ঈমান-হর্ম্য, কর্মে নামিয়া সবে।

৫

আল্লার বাণী করিতে প্রচার কল্লা করিতে দান
মোছ্‌লেম কভু হয় নাই ভীত–কম্পিত কেন প্রাণ?
ওই শোন ঘন কত রণ ভেরী
এস ত্বরা করি নাহি আর দেরী,
তৌহিদ বাণী করিতে প্রচার প্রাণ কর কোরবান।

www.nagorikpathagar.org

৬

স্বার্থ ত্যজিয়া সঙ্ঘ বাঁধিয়া দ্বারে দ্বারে করি ভিক্ষা
পাঠাও 'মিশন' আগ্রার দিকে 'মলেকানে' দাও শিক্ষা
রাজপুত হ'য়ে ডরে 'রাজপুত'
হ'তে চাস কেন পুনঃ দাস-সুত
শুদ্ধ হইয়া এছ্লামে পুনঃ লও তুমি পুত দীক্ষা।

৭

সব্বার চেয়ে দুর্বার রণে মোছ্লেম খ্যাত ভবে
পশ্চাৎপদ হয় না কখনো, তুমি কেন চুপ তবে?
লক্ষ লক্ষ ভ্রাতা যে তোমার
আলোক ছাড়িয়া ধরিল আঁধার!
মোছ্লেম হয়ে দেখিছ নীরবে জাগ্রত হবে করে?

৮

কর তবলীগ মোছ্লেম লিগ, আলেম সমাজ কোথা?
পথহারা আর দুর্বল যারা ঘুচাও তাদের ব্যথা
নবীর ওয়ারেছ বলে পরিচয়,
মুখে দিলে শুধু কাজ নাহি হয়,
অন্ধ অবুঝ হতভাগাদিগে শুনাও খোদার কথা।

৯

বিশ্ব জুড়িয়া নব জাগরণ, প্রাণে শিহরণ লাগে;
এছ্লাম-রবি পূর্বগগনে হাসিছে অরুণ রাগে।
জেগেছে তুর্ক, জেগেছে মিসর
আপনার পায়ে করিয়া নির্ভর
অর্ধচন্দ্র পতাকা দেখিয়া ভীরু দুশমন ভাগে।

১০

চারিদিকে আজ হিংসুকগণে জ্বলছে হিংসানলে,
করিতে চাহিছে দুর্বল তোমা সংখ্যা কমায়ে ছলে।
ওরে, মোছ্লেম কভু জুটিবার নয়,
নাকি কোন ভয়, নাহি তার ক্ষয়,
চিরদিন সে যে রবে শক্তিমান অসীম ঐশী বলে।

ছোলতান ॥ ১১ই আশ্বিন, ১৩৩০

www.nagorikpathagar.org

ছোলতান আবাহন

এস ছোলতান লয়ে মহাপ্রাণ
নাশিতে বঙ্গের তামস রাশি
লয়ে নব জ্ঞান লয়ে নব ধ্যান
এসহ লইয়া মধুর হাসি।
এস না ছন্দে এস নব গন্ধে
এসহ পুলক তরঙ্গ তুলি
এস লয়ে ভাষা এস লয়ে আশা
বিষাদ জড়তা সকল ভুলি।
নভের নীলিমা ঊষার লালিমা
মেঘের ঘনিমা হরণ করি
বিগত কূজনে ভ্রম গুঞ্জনে
বীণায় তুলিয়া সুর লহরী।
লয়ে মহাপ্রাণ কর্মের বিধান
দাও বাজাইয়ে গভীর রবে;
মৃত সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিনী
শুনি তব বাণী জাগুক সবে।
নবীন পুলকে নবীন আলোকে
এস ছোলতান অলস বঙ্গে
নবীন প্রেরণা নব উদ্দীপনা
নবীন জীবন লইয়া সঙ্গে।
নবীন সাধনা নবীন কামনা
নবীন মন্ত্রণা লইয়া রঙ্গে
সাহস ও শক্তি জ্ঞান-প্রেম ও ভক্তি
এস এস লয়ে পতিত বঙ্গে।

ছোলতান ॥ ১১ আশ্বিন, ১৩৩০ (২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩)

www.nagorikpathagar.org

আবাহন

১

এস নবীন রবির হিরণ কিরণে
আশার পুলকে জাগিয়া,
উঠুক নাচিয়া রক্ত তোমার
প্রভাত-সমীর লাগিয়া।

২

ধীরে ধীরে ওই ফুটিতেছে উষা
কনক মধুর হাসিয়া,
ধীরে ধীরে, কালো আঁধারের ছায়া
যেতেছে সুদূরে ভাসিয়া।

৩

পুরব গগনে উঠিছে ফুটিয়া
আশার আলোক রেখাটি
মুছে ফেল আজ হৃদয় হইতে
জিমার নিরাশ লেখাটি।

৪

এ শুভ সময়ে সুপ্তি ছাড়িয়া
উঠহে কোমরা বাঁধিয়া–
জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত হইয়া
'জোশের' পুলকে মাতিয়া।

৫

জাগরণী বাঁশী বাজিছে আজিকে
নিখিল ভুবন ব্যাপিয়া
তোদের নয়নে ঘুমের জড়িমা
দিয়াছে কে হায় লেপিয়া।

৬

আজি ধারে ধারে প্রভাত-মারুৎ
আশার বাণীট কহিয়া

www.nagorikpathagar.org

উৎসাহ আর উল্লাস নিয়ে
যায় ধীরে ধীরে বহিয়া।

৭

অজ্ঞতা আর অলসতা নিয়ে
সবার পিছনে পড়িয়া
হারায়েছ মান, হারায়েছ জ্ঞান
নিছ অপমান বরিয়া।

৮

হিমালয় যথা যশ-গৌরবে
ছিল যে তোমার উচ্চশির
আলী হায়দার খালেদের মত
ছিলে যে তোমরা যোদ্ধাবীর।

৯

শাসন নাসন তোমাদের দণ্ডে
কম্পিত ছিল ধরা
সম্রাট ছিলে হয়েছ গোলাম
এত হীন আজি তোরা!

১০

শিক্ষা দীক্ষায় জ্ঞানে-বিজ্ঞানে
তোরাই ধরার মুকুটমান,
তোরেদই হস্তে ন্যস্ত ছিল যে
নিখিল ধরায় জ্ঞানের খনি।

১১

আজি খোল খোল ধার খুচাও আঁধার
ছুটাও জ্ঞানের আলো,
সুপ্তি-জড়িত নয়ন হইতে
কালো আবরণ খোলো!

১২

চেয়ে দেখ তুমি অখিল ভুবনে
জেগেছে সবাই আজি,

www.nagorikpathagar.org

ওই শোন ভীম কর্ম বিষাণ
উঠছে সঘনে বাজি।

১৩

ধরণী ব্যাপিয়া উত্থান উৎসব
আলোকিত আজি ধরা,
উন্নতি পানে ছুটিছে সবাই
ভাঙ্গিয়া বাঁধন কারা।

১৪

অন্ধ অবুঝ অজ্ঞান দিগে
জাগাইয়া তোল যতনে,
বিলাও জ্ঞানের উজল আলোক
পল্লীর প্রতি ভবনে।

১৫

সমাজের তোরা ভাবি আশাস্থল
স্ফূর্তিতে ভরা প্রাণ,
তরুণ প্রাণের তাড়িত পরশে
জাগিবে হাজার মান।

১৬

গৌরব ভরে যৌবন-রণে
হও সবে আগুয়ান
ধর্মের তরে কর্ম সাগরে
কর আজি ঝাঁপ দান।

১৭

স্বজাতি স্বদেশ সমাজের তরে
উঠুক কাঁদিয়া তোদের প্রাণ!
জগতের মাঝে অধিকার কর
তোমরা উচ্চ মহিমামান।

১৮

এসলামের সেই বিজয়-কেতন
উড়াও সুনীল নভে,

www.nagorikpathagar.org

চাঁদের আলোকে তারার চমপে
উজ্জ্বল কর ভবে।

১৯

আবার তোদের বীর পদভরে
কাঁপিয়া উঠুক মেদিনী,
উঠুক হাসিয়া তোদের গরবে
ভাই-বোন-পিতা-জননী।

ছোলতান ॥ ২৫ আশ্বিন, ১৩৩০

www.nagorikpathagar.org

একি সে ভারত

একি সে ভারত যেখানে তোমার
উড়িত পতাকা গৌরবে
যেখানে পবন বহিত নিয়ত
তোমারি মহিমা সৌরভে।

২

প্রতি প্রভাতের বিহগ কুঞ্জনে
উঠিত তোমারি বন্দনা
প্রতি প্রভাতের আরক্ত ললাটে
ভাতিত বিজয় লালিমা।

৩

একি সে ভারত অশেষ যতনে
সাজাইলে পরে প্রাসাদ কুঞ্জে
মিনার মসজিদে শিক্ষা সদনে
সাজালে নহরে উদ্যান কুঞ্জে।

৪

ইরান তুরান আরব হইতে
আনিয়া কতনা চারুকুল ফল
সাজালে যাহারে অমরার সম
গৌরবে ছাইল অবনী তল।

৫

গঙ্গা যমুনা নর্ম্মদা কাবেরী
কল কল কলে তুলিয়ে তান
গৌরব গাথা গাহিয়া বহিত
জয় জয় জয় বীর মোছলমান।

৬

প্রতি গিরিচূড়ে দুর্গ শিখরে
প্রতি বন্দরের বুরুদ্ধ শিরে
মৃদুল সমীরে হিল্লোলে হিল্লোলে
তোমারি পতাকা উড়িত ধীরে।

www.nagorikpathagar.org

৭

তোমারি নৌযান বিক্রম ভরে
সাগর সলিল করি আলোড়ন
তরঙ্গ তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া
গৌরব প্রকাশি বারিত চরণ।

৮

এই ব্রহ্মপুত্র এই পদ্মাতীরে
এই গঙ্গার সৈকত ভূমে
চির বিজয়িনী মোসলেম বাহিনী
বিচলিত কিবা বিপুল ভূমে।

৯

আরবীয় তাজী চারু সাজে সাজি
আসকন্দিত গতি ছুটিত কিন্তু
পৃষ্ঠে বীর মূর্তি জাগ্রত ফূর্তি
অসির ফলকে ঝলিত বিভা।

১০

এই সে পাণ্ডুয়া এই সে ঢাকা
এই সেই গৌড়, তাণ্ডা, ত্রিবেনী
এই সপ্তগ্রাম মোরশিদাবাদে
তোমারি ছিল হে চারু রাজধানী।

১১

অই দিল্লী আগ্রা লাহোর মুলতান
অই লখনে জৈনপুরে
অই বিজাপুরে আহমদাবাদে
কাঁদিছে গরিমা করুণ সুরে।

১২

এ কি সে ভারত যে ভারতে তুমি
ছিলে হে কাল রাজরাজেশ্বর
হেরিয়া গরিমা অতুল মহিমা
কোটি কোটি লোক হইল কিঙ্কর।

www.nagorikpathagar.org

১৩

এ কি সে ভারত তোমার বিজিত
তোমার সজ্জিত সাধের ভূমি?
শোণিত ঢালিতে সহস্র বরষ
পরিপুষ্ট যারে করেছ তুমি।

১৪

কি দশা সে দেশে আজি হে তোমার
দেখিছ কি তুমি নয়ন মেলি?
ঘোর অবজ্ঞাত মথিত দলিত
যার ইচ্ছা সেই যায় অবহেলি।

১৫

তোমারি ভারত তোমারি এ দেশ
তোমারি বিজিত ইহার ভূমি
পূর্বপুরুষের কোটি কোটি দেহ
পবিত্র করেছে ইহার জমি।

১৬

তোমারি গৌরব তাজ ও কুতুব
এখনো ঘোষণা করিছে নিত্য
মিনারে মিনারে পঞ্চ সন্ধ্যায়
ধ্বনিছে সত্যের তৌহিদ তত্ত্ব।

১৭

জাগ ভ্রাতৃগণ হে ধর্মবিজয়ী
খোদার রহমত ভাজন জিত্য
উঠিয়াছে উষা পর পূত ভূষা
ধর্মপ্রচারে হও হে মত্ত।

১৮

উদিছে তপন পশ্চিমে এবার
অই হিন্দভূমে কিরণ ভয়
নাহি ভয় শঙ্কা বাজিছে রে ডঙ্কা
কেরে সেই মূঢ়? এখনেই ঘুমায়।

www.nagorikpathagar.org

১৯

সাহস বাঁধিয়া অজেয় হইয়া
ধর্মের ধ্বজা ধরিয়া শিরে
ঝঞ্ঝার মাঝে ছুটিয়া চলরে
এবার তরণী ভিড়াইব তীরে।

২০

মোছলেমের ব্রত অসাধ্য সাধন
সাগর সেচন, পাহাড় দলন
আগুনের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়া
আকাশের তারা করা উৎপাটন।

২১

ভয়ের মাঝে এগিয়ে যাওয়া
মোছলেমের চিরব্রত জ্বলন্ত
হাতির শূঁড় টানিয়া ছেঁড়া
উৎপাটন করা সিংহের দন্ত।

২২

পাহাড় তুলিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ
মরুভূমে করা নন্দন কানন
মৃত্যুর শেল বক্ষে ধরিয়া
চির অমৃত জীবন যাপন।

২৩

এগিয়ে যাওয়া হটাইয়া দেওয়া
এই ত রে ভাই মোদের ধর্ম
জীবনে মরণে বিজয়ী হওয়া
এছলামের এই পরম মর্ম।

২৪

কিসের বাধা? কিসের বিঘ্ন?
কিসের অভাব কিসের দৈন্য?
খোদার রহমত খোদার মায়া
চিরকাল আছে মোদের জন্য।

www.nagorikpathagar.org

২৫

দাঁড়া তবে দাঁড়া দাওরে সাড়া
অশুদ্ধি জাল কর রে ছিন্ন
হইতে মুক্ত হওরে যুক্ত
থাকিও না আর ভিন্ন ভিন্ন।

২৬

টুটিছে কালিমা ফুটিছে লালিমা
পাখি ডাকিছে জাগ্ রে জাগ্
সৌভাগ্য তপন করিতে বরণ
প্রাণপণে সবে লাগরে লাগ।

ছোলতান ॥ ২৩ কার্তিক, ১৩৩০

www.nagorikpathagar.org

কোথায় এমন জাতি

সারা বিশ্বে কোথায় খুঁজে পাবে এমন জাতি
ভালবাসে খেতে যারা পরের জুতো লাথি ॥
আপন হাতে মুছে ফেলে স্বাধীনতার ভাতি।
পরের দ্বারে কেঁদে মরে মাথা ঠুকে দিবারাতি ॥
সকল দেশের স্বাধীন মানুষ স্বাধীন ভাবে চলে।
স্বাধীন ভাবে উঠে বসে স্বাধীন কথা বলে ॥
নিজের দেশের নিজেই প্রভু কারোও না ডরে।
নিজেরা গড়ে আইন-কানুন নিজেরা বাঁচে মরে ॥
নিজের নিজের ভাগ্য-সূত্র নিজের হাতে ধরা।
বুক ফুলিয়ে কর্ম্মপথে ছুটে চলছে তারা ॥
আমরা কেন এমন হীন, এমন নীচ মতি।
ভালবাসি খেতে শুধু পরের জুতো লাথি ॥
স্বাধীন মানুষ যদি হবি ভাই, স্বাধীনতা চাই।
স্বাধীতা ভিন্নরে ভাই সকল গুণই ছাই ॥
আপন দেশে পরের বশে কত কাল আর রবি।
আপন ভুলে পরকে তুলে মাথায় কত ব'বি ॥
জাগ তবে ভাই আজিরে সবাই হিন্দু-মোছলমান।
গলায় গলায় মিলে মিশে হও সবে এক প্রাণ ॥
স্বাধীন হব, স্বরাজ পাব কর সবে এই মতি।
লাগরে সবে এই সাধনায় ঘুচাও অমা রাতি ॥

ছোলতান ॥ ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ (৩০ নভেম্বর, ১৯২৩)।

www.nagorikpathagar.org

প্রভাতী

কেনরে হতাশ! কেনরে জিরাশ!
কিসেরি ভাবনা! কিসেরি ভয়!
জাগরে মোসলেম জাগরে আবার
নিখিল অখিল করিতে জয়!

২

মরি কি দুঃখ! মরি কি ঘৃর্ণা!
ছি ছি কি ধিক্কার! ছি ছি কি লজ্জা!
বসুধাপতি বীরের জাতি
সাজে কি তারে অলস শয্যায়!

৩

আকাশ ছোঁয়া তোমারি পতাকা
পায়ের তলায় লুটায় আজি।
কেমনে সহিছ এ অবমাননা
নহ কি মর্দ? নহ কি গাজী?

৪

কোথা সে সাহস কোথা সে বীর্য
মত্ত সিন্ধুর মাতাল ঢেউ,
জাগাও আবার নব সাধনায়
রোটিতে তোমায় নারিবে কেউ।

৫

পতিত দলিত ছিল হে যারা
তাহারাও আজি জাগিছে রঙ্গে
মরি কি! নবীন তড়িত তরঙ্গ
ছুটিছে তাদেরও অঙ্গে অঙ্গে।

৬

ছিল যারা ভিন্ন বহুদল ভুক্ত
ছিলহে যাহারা ভগ্ন চূর্ন
তাহারাও ঐক্যে, সখ্যে, সঙ্ঘে,
সাজিছে বিরাট সাজিছে পূর্ণ।

www.nagorikpathagar.org

৭

জাগ তবে ভাই জাগরে সবাই
কিসের ভাবনা? কিসের ভয়?
কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াও সকলে
সারাটি ভুবনে ঘোষিছে জয়।

৮

সেদিন যখন আরব হইতে
বাহির হইল বিপুল বিশ্বে
চকিত করিয়া সকল জাতিরে
অনল শিখার সমাজ দৃশ্যে।

৯

তখন তোমরা ক'জন ছিলেহে
কেমনে উড়ালে গৌরব কেতু?
জ্ঞান বীর্যে সাহস শৌর্যে
রচিলে কেমনে মহিমা সেতু?

১০

মহামানবতা হেরিয়া তোমার
হেরিয়া তোমার গরিমা ভাতি,
ভূ-নত জানুতে বিনত শিরে
চরণে লুটিল সকল জাতি।

১১

দিকে দিকে তব উড়িল পতাকা
দিকে দিকে বাজিল তোমারি ডঙ্কা
তোমার গগনে তোমার ভাষণে
বিদূর হইল সকল সঙ্কা

১২

জ্ঞানের আলোকে লভিল ধরণী
নূতন জীবন নূতন হর্ষ
নিখিলের গৌরব তুমি হে মোসলেম
কেন দীন ক্ষীণ? কেন বিমর্ষ?

www.nagorikpathagar.org

১৩

জাগবীর প্রাণ　　লভ পরিত্রাণ
বাড়াও আবার বিজয় হস্ত
গ্রহ নক্ষত্র　　লহ আকর্ষি
বিপুল সৃষ্টি করিয়া ত্রস্ত।

১৪

যতেক বাধা　　যতেক বিঘ্ন
ঈমানের আগুনে করিয়া ভস্ম
বিষুরিয়াস সম　　উঠরে জ্বলিয়া
ভীত চমকিত করিয়া বিশ্ব।

১৫

হৃদয় চিরিয়া　　শোণিত ঢালিয়া
ধুইয়া ফেলরে কলঙ্ক কালি
তরুন মহিমার　　লালিমা মাখিয়া
হওরে আবার গৌরব শালী।

১৬

কিসেরি দৈন্য?　　কিসেরি ভাবনা?
কিসেরি অভাব? কিসেরি ভয়!
বীর বিক্রমে　　জাগ তবে সবে
নিখিল অখিল করিতে জয়।

ছোলতান ॥ ৯ পৌষ, ১৩৩০

www.nagorikpathagar.org

জাগরণ

স্বরগ হইতে নামিয়া আসিছে
আজিরে আশীষ ধারা।
প্রাণের ভিতরে জাগিয়ে আজি।
নব জীবনের সাড়া।
কালিমা কাটিয়া লালিমা ফুটিছে
পাখি গাহিছে গান,
এ শুভ প্রভাতে নবীন আশাতে
জাগরে মোছলমান।
মহাসাগরের ওপার হইতে
উঠিছে ভীম কল্লোল,
পবনে পবনে আসিছে ভাসিয়া
নব পুলক হিল্লোল।
দিগ দিগন্ত ব্যাপিয়া আজি
মহা আনন্দের মেলা,
তুমি কেন তবে নিদ্রা বিভোর
জাগরে এই বেলা।
বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে তুমি নাই আজি
ধরা তাই শোভাহীন,
রাজরাজেশ্বর ঘুমিয়া রয়েছ,
কাঁদিছে যতেক দীন।
ভবের বাগানে ফুলের মাঝে
তুমি যে গোলাব চারু,
তুমি না ফুটিলে জাগে না আনন্দ,
জাগেনা শিল্পী কারু।
তুমি না ফুটিলে গাহেনা বুল বুল
নাচেনা প্রাণের বীণ,
জাগ আলোকে, জাগ পুলকে
ঘুচে যাক দুরদিন।
শুন মোছলেম কর তছলিম

www.nagorikpathagar.org

তোমার কবির বাণী,
তোমারি তরে খোদার আশীষ
খোদার মেহেরবাণী।
(তুমি) নবীর ওম্মত জাগাও হিম্মত
বাড়াও বুকের বল,
যতেক বাধা, যতেক বিঘ্ন
পায়ের নীচে দল্‌।
তরুণ প্রভাতে, অরুণ আভায়
জাগরে তরুণগণ,
সারি বেঁধে সবে দিয়ে জয়ধ্বনি
উড়াও জয় কেতন।

ছোলতান ॥ ১৮ মাঘ, ১৩৩০ (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪)।

www.nagorikpathagar.org

পরিচয়*

১

বল ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আমি বীর মোছলমান;
আল্লাহ ভিন্ন মানিনা অন্য, আমি চির নির্ভীক প্রাণ।
আমি মৃত্যুর মাঝে চিরদিন খুঁজি নবজীবনের সন্ধান–
আমি আগুনের হল্কা, ঘূর্ণিত উল্কা খোদাই তেজে তেজীয়ান।
বজ্র আমার কণ্ঠধ্বনি, বিদ্যুত আমার কণ্ঠহার,
অন্ধকারে আলোকে আমি সমর ক্ষেত্রে সংহার!
ঝঞ্ঝার মাঝে ছুটে যাই আমি উড়ায়ে জয়-নিশান
হিমাচল করি জলধিমগ্ন বাজায়ে প্রলয়-বিষাণ।
আমি সত্যের সেবক চির হক-দোস্ত
ন্যায়ের মহা দণ্ড মম করে ন্যস্ত,
সাধনা আমার অখিলের কল্যাণ
কামনা আমার বিশ্বের পরিত্রাণ।

২

বল ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আমি বীর মোছলমান
খোদাই তেজে মম সদা উদ্দীপিত প্রাণ।
খোদার আদেশ-নিম্নে ধৃত মম গর্দান!
সত্যের কার্বালায় আমি চিরদিন কোর্বান্!!
নমরুদের আগুনে আমি পরীক্ষিত সত্য!
আল্লার নূর-রূপে আমি চিরদিন স্ফূর্ত।
অত্যাচার অবিচার নাশে আমি কৃপাণ!
কাল বিজয়ী আমি সত্যের নিশান!!
ফেরাউন দরিয়ায় করেছিল মগ্ন,
ডুবি নাই হই নাই নগ্ন কি ভগ্ন!
মম তরে 'তুর' ছুড়ে নূর হলে দৃশ্য!
মোর হেতু মরুভূমে জম-জম-উৎস!!
মোর হেতু অহীকৃত দুনিয়ার বাদশাই,

* "আল্‌জান্নাতো তাহ্‌তা জেনানে সমুফ।" তরবারির উজ্জ্বল্যে স্বর্গ প্রদীপ্ত।

www.nagorikpathagar.org

চিরদিন জয় মোর পরাজয় কভু নাই।
বহুক না যত কেন মহাভীম তুফান
অজেয় অটুট চির আমি মোছলমান।

৩

বল ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আমি বীর মোছলমান!
আল্লার বান্দা আমি আল্লাহ্ চির মেহেরবাণ।
অবিশ্বাস-তরঙ্গ আমি ঈমানের ভেলা
মিথ্যা পাথারে আমি সত্যের বেলা!
অমাবস্যার-আঁধারে আমি পূর্ণচন্দ্র,
ভীতি-কম্পনে আমি আশ্বাস মন্ত্র!
বিপদ-প্লাবনে আমি 'নূহের' তরণী,
পতিতের দলিতের মুক্তির শরণী।
পীড়নের মাঝে আমি চির-শুভ্র কল্যাণ,
বীর আমি, ধীর আমি পুণ্য-পুত মোছলমান।

৪

বল ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আমি বীর মোছলমান,
পাবক-শিখা সম সদা আমি তেজীয়ান!
আলস্যের মাঝে আমি কর্ম্মের প্রেরণা;
অবসাদ মাঝে আমি ঘোর উন্মাদনা।
সৌন্দর্য্যের মাঝে আমি ঊষার লালিমা,
আকাশের সম মম উদার মহিমা।
অশান্তির মাঝে আমি অনাবিল শান্তি,
বার্দ্ধক্য-ললাটে আমি যৌবনের কান্তি।
কুসুম-কোমল আমি বজ্র হতে কঠিন,
রাজ-রাজেশ্বর আমি বিনীয় মহাদীন।
চিরমৃত্যুঞ্জয় আমি অমৃতের সন্তান,—
আল্লার তরে সদা উৎসর্গিত প্রাণ।
সাধিব সাধিব আমি বিশ্বের কল্যাণ,
এছলামের শান্তি-বারি সবায় করি দান।

৫

বল ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আমি বীর মোছলমান,
আগ্নেয় উচ্ছ্বাসে সদা উচ্ছ্বসিত মম-প্রাণ।

www.nagorikpathagar.org

অন্ধতমসে আমি দীপ্ত বিবস্বান,
ভ্রান্তি কুহেলি মাঝে সত্যের সন্ধান।
(আমি) আলীর জোলফেকার খালেদের খড়্গ,
তরবারি বলে আমি জিনিব হে স্বর্গ!
ভীম কালানল আমি সিন্ধুর তর্জন,
কৃতান্তের দণ্ড আমি প্রলয়ের প্লাবন।
মুছার তেজঃ আমি এব্রাহিমের স্থৈর্য্য,
এছমাইলের কোরবানী, আয়ুবের ধৈর্য!
মোস্তফার তপস্যা অদমনীয় চিত্ত,
ঈছার বৈরাগ্য, ছোলেমার বিত্ত।
সত্যের নূর আমি সুচিতার আমামা,
আনন্দের বীণা-রব, যুদ্ধের দামামা,
পাপীর শঙ্কা আমি সাধুর পরিত্রাণ,
খোদার বান্দা আমি বীর মোছলমান।

৬

বল ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আমি বীর মোছলমান,
দুর্জয় দুর্ম্মদ আমি চির মর্দে-ময়দান।
কাফেরের দহ্‌শৎ, জালেমের দণ্ড,
দুষ্ট-ভণ্ডের আমি কেটে ফেলি মুণ্ড।
শিষ্টের তরে আমি প্রভাতের সমীরণ,
ভাবুকের তরে আমি ফুল্ল গোলাব-বন।
সদাশয় জগতের চির প্রেম-আলিঙ্গন,
সরলের তরে আমি চির স্নেহ-চুম্বন।
কবিত্বের সিন্ধু আমি সঙ্গীতের মহাতান,
বীর আমি, ধীর আমি, কর্মী আমি মোছলমান।

৭

বল ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আমি বীর মোছলমান,
অজেয় বিক্রম মম, আমি চির দীপ্তিমান।
জেনার দুষমন আমি শরাবের বৈরী,
ঘৃণিত মম কাছে স্বৈরিণী, স্বৈরী।
চরিত্রবানের আমি চির জয়-ডঙ্কা,

www.nagorikpathagar.org

চরিত্রহীনের আমি বিভীষণ শঙ্কা।
জ্ঞানীর সম্মান আমি উদারের মিত্র
আর্তের আশ্রয় আমি মুক্তির চিত্র।
অন্ধের তরে আমি চির দৃষ্টি জ্যোতিষ্মান,
আল্লার খাছ্ বান্দা আমি বীর মোছলমান।

৮

বল ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আমি বীর মোছলমান,
ভীম আমি, রুদ্র আমি, নিত্য সত্য প্রজ্ঞাবান!
আমি জীবকুলশ্রেষ্ঠ আশরাফুল মখলুকাত
আমারি পয়গাম্বর মফখ্‌বরে মৌজুদাৎ।
মম তরে অবতীর্ণ সুপবিত্র কোরআন,
মম করে সমর্তিত এ ছারা জাহান।
আখেরের ছর্দারি দুনিয়ার হুকুমত,
আমারে সঁপেছে খোদা যত কিছু গনিমত।
নহি আমি দীন হীন, নহি দাস, বন্দী,
বীর আমি প্রভু আমি, আমি জয়, সন্ধি।
মূর্ত্ত পুরুষকার জ্বলন্ত শৌর্য।
ত্রিকাল-দমন মম স্ফূরন্ত বীর্য্য
ধ্বংস পতন নাহি আমি চির-শ্রীমান,
আমি চির পুণ্য জ্যোতিবীর মোছলমান।

৯

বল ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আমি বীর মোছলমান,
সত্যের সাধক আমি কর্ম্মের তুফান,
তৌহিদ মন্ত্রের আমি তূর্য্য নিনাদকারী
বিপদ ঝঞ্ঝায় আমি সর্বসন্তাপহারী।
উদাস নিশিতে আমি তোপের গর্জন,
জালেমের কানে আমি অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ ।
অরাতির চোখে আমি চমক বিজলীর,
বীর গরিমায় মম সদা সমুন্নত শির।
প্রশান্তের তীর হতে অতলান্ত সাগর,
গাহিবে সকল কণ্ঠে আল্লাহো আক্‌বর।

www.nagorikpathagar.org

আমারি ভারত চীন, আমারি আফ্‌গান,
আমারি মেছের, শাম, তুরস্ক, তুরান।
ত্রিপলি, বোর্ণিয়ো মম জাঞ্জিবর, ছুদান
আরব এরাক মম মরক্কো, ইরান।
সোমালি আবিসিনিয়া ছাহারা আবান,
আমারি সুমাত্রা যাভা-দুনিয়া-জাহান!

১০

বল ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আমি বীর মোছলমান,
চিরকাল মোর প্রতি এলাহি মেহেরবান।
আমি সেই খালেদ শমনের শঙ্কা,
বাজাইনু এছলামের বিজয়-ডঙ্কা।
আমি সেই অমরু নীল নদ তীরে।

উড়াইনু পতাকা দুর্গের শিরে!
আমি সেই ওক্‌বা, হাঞ্জেলা দুর্জয়,
আমি সেই আয়াজ জর্জ্জিয়া করি জয়!
আমি সেই তারেক ইউরোপের ভীতি,
হিস্পানিয়া বিজয়ে লভিনু খ্যাতি।
আমি সেই মুছা ফ্রান্সের বিজেতা
আমি সেই মোহাম্মদ স্তাম্বুলের ত্রাতা।
মহাতেজা ছীদ আমি জিতিনু ইরান,
আমি সেই বায়েজিদ ছোলেমা-ওছ্‌মান।

১১

বল ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আমি বীর মোছলমান,
আল্লার রহ্‌মতে আমি চিরদিন প্রধান।
আমি ছালাহউদ্দীন খ্রিষ্টান-দমন,
ইউরোপ যার ভয়ে কাঁপিল সঘন!
আমি সেই তাইমুর বীর কুল দম্ভ,
অরাতির শিব কাটি গড়িনু হে স্তম্ভ।
বীরকুল চুড়া আমি মাহমুদ গজ্‌নী
বীরত্বের যশে যার পুলকিত অবনী।

www.nagorikpathagar.org

ভারত-বিজেতা আমি শাহাব উদ্দীন
ঘুচাইনু ভারতের অন্ধকার দুর্দিন।
আমি সেই বখ্‌তেয়ার জিনিলাম বঙ্গ,
ভয়ে পলাতক রাজা থর থর অঙ্গ।
আমি সেই আমির জিতিলাম মালয়,
আমি সেই হেজ্জাজ বোর্ণিও করি জয়।
আমি সেই ফখরুদ্দীন বিজয়ী প্রধান
মহাযুদ্ধে জিনিলাম চীনের ইউনান।
আমি চির দুর্জেয় খু খার কৃপাণ
আমি বজ্র উল্কা প্রলয়ের বিষাণ।

১২

বল ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আমি জ্ঞানী মোছলমান,
প্রচারিনু ধরাতলে কত জ্ঞান-বিজ্ঞান।
আঁধিয়ারা দুনিয়ারে করিনু হে গোল্‌জার,
আমি ছিনু নিখিলের দোস্ত হে দিলদার।
প্রতাপে প্রভাবে আমি ছিনু জাহাঁগীর,
আঁধারে মশাল আমি বিশ্ব-ধরণীর!
করিয়াছি বিজ্ঞানের নব নব সৃষ্টি!
দর্শনের গড়িয়াছি কত নব দৃষ্টি!!!
গজ্জালী, রোশদ আমি, আমি আবুছিনা,
ফারাবী, গঞ্জুর, আবুরয়হান, হাছিনা,
দর্শন-জ্ঞানের মহা দীপ্তিমান সূর্য্য,
নব নব চিন্তা ও সূত্রের তূর্য্য।
আমিই হাফেজ, ছাদি, বীণার নিক্কণ,
আমি ফেরদৌছী, দামামার তর্জ্জন।
নিজামী, খছরু, আমি ভাবের বুল্‌বুল্‌
খাকানী, উরফী আমি প্রেম-সরে মশ্‌গুল
আমি মোতানব্বী সেতারের ঝঙ্কার,
ওমরখৈয়াম আমি ভাবের বাজার।
শোভা ও সৌরভ আমি বসন্তের ফুলবন
'সব্‌জের বাহার' আমি চির ফুল্ল যৌবন।

www.nagorikpathagar.org

ভাব-জঞ্জাবিল আমি কবিত্বের-কওছর,
নিরমল রস ধারা নিত্য ঝরে ঝর্ ঝর্।
লালিত মধুর কান্ত শোভন মম প্রাণ
ফুলময় প্রেমময় আমি বীর মোছলমান।

১৩

বল ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আমি জ্ঞানী মোছলমান,
জ্ঞান-বারিধির আমি মহাদণ্ড মহামান।
মম জ্ঞান-জ্যোতিতে দুনিয়া রওশন,
জ্ঞান-বিজ্ঞানের আমি জলুস জশন!–
এলেমের শহদের আমি ছিনু ষট্‌পদ,
তালিমের নাহি ছিল কোন সীমা ছরহদ্।
সঙ্গীতের বুল্‌বুল্, শিল্পের কলাপী,
কাব্যের প্রজাপতি, ইতিহাসে আলাপী।
রসায়নে মধুকর, চিত্রে বসন্ত,
সৌন্দর্যের সুষমার নাহি কিছু অন্ত।
ভস্করের চূড়ামণি কল্পনা হয়রান
যার অনুসরণে ইউরোপ হতমান।

১৪

বল ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আমি বীর মোছলমান,
গণিতে রসায়নে আমি চির যশোবান।
আমি আল্‌জাফর গণিতের স্রষ্টা
রসায়ন-শাস্ত্রের আমিই হে দ্রষ্টা
আমিই রচেছি কত গড় কেল্লা
দরবার প্রাসাদের মরি কিবা জেল্লা।
আমারি দিল্লী-আগ্রা কর্ডোভা গজনী,
বাগ্‌দাদ বোখরা উজলিল অবনী।
নিশাপুর তরবেজ শিরাজ ও তেহারান
ছমর-খন্দ কায়রো, মার্ভ ও কায়রোয়ান।
পূর্ণ চন্দ্র সম হায়! প্রকাশিল গরিমা!
মোহিল ধরাতল সভ্যতার মহিমা!!
গৌরব আলোকে পুলকিত দিগঞ্চল,

www.nagorikpathagar.org

নমিল নিখিল ধরা হরষে বিহ্বল।
জ্ঞান ও গরিমা হেরি সবে ছিল হয়রান
চির জ্ঞান-পিপাসু আমি সেই মোছলমান।

১৫

বল ধীর উদাত্ত কণ্ঠে বীর মোছলমান,
বিশ্বের অশান্তি-অগ্নি করিব চির-নির্বান।
ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আমি বাঁধিব নিখিল ধরা
বহাব প্রেমের ধারা সর্ব পাপ-তাপ-হরা।
নূতন করিয়া পুনঃ রচিব জ্ঞান বিজ্ঞান
সাম্যের মুরলী রবে মাতাইব বিশ্বপ্রাণ।
তৌহিদের কলেমায় জাগাইব পরিত্রাণ
অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত আমি বীর মোছলমান।
শিরাজীর কবিতার শিরাজী করিয়া পান
জাগরে যুবকবৃন্দ তরুণ অরুণ প্রাণ।

ছোলতান ॥ ২৫ মাঘ ১৩৩০ (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪)।

www.nagorikpathagar.org

আশার বাণী

১

নবীন তেজে নবীন বীর্য্যে
জেগেছি আমি মোছলমান;
উড়িছে পতাকা বাজিছে দামামা
জালিমের দল হও সাবধান।

২

পশ্চিমে এবার, উদিছে সূর্য–
আঙ্গোরার ঐ স্বর্ণ চূড়ে;
নবীন কিরণে আলোকিত ভুবনে
ফুটাইয়া ফুল থরে থরে॥

৩

ধমনী মাঝে নাচিছে রক্ত
দ্রুত ঘন তালে তরঙ্গ তুলি'
বুকের মাঝে উদ্যম জাগিছে
গুমরি গুমরি উঠিছে ফুলি।

৪

নিখিলের বুকে এছলাম পতাকা
তুলিতে আবার হবে রে ভাই
"বোৎখানা" আর "বোৎপরস্তি"
শরাবের দোকান করিব ছাই।

৫

ভ্রান্ত মানবে টেনে লব সবে
আবার 'ছেরাতল-মোস্তাকিমে'
"আল্লাহো-আকবর" ধ্বনিতে করিব
অনন্ত আকাশের দূর নীলিমে।

৬

জালেমের হস্ত করিব চূর্ণ
রোধিব যত জেনার ঘাট
মিথ্যা প্রবঞ্চনা করে দিব দূর
সাজাব ধরারে সুখের বাট।

www.nagorikpathagar.org

৭

ভাঙ্গি জাতি ভেদ নিখিল মানবে
একই জমিতে করাব দাঁড়,
সাম্যের বোধনে নিখিল দুনিয়া
করে দিব সব একাকার॥

৮

আভিজাত্যের দুর্জ্জয় মান
গুঁড়াইয়া দিব পায়ের তলে
তৌহিদ কলেমায় পূরবে পশ্চিমে
বাঁধিয়া ফেলিব এক শিকলে ॥

৯

কাফের বেদীন্ যে, যেখানে আছে
সকলেরে করিব দীনদার,
মন্দির গীর্জা সব হইবে মছজিদ
উঠিবে সত্যের জয় জয় কার ॥

১০

নব নব জ্ঞানে নব নব চিন্তায়
বহাব নবীন কল্যাণ ধারা,
হিংসা বিদ্বেষ করিয়া লুপ্ত
শান্তির হিল্লোলে জুড়াব ধরা ॥

১১

জেগেছি জীবনে জেগেছি কিরণে
জেগেছি পুনঃ নব যৌবনে,
সাবধান হও জালেমের দল
হও সংযত সযতনে।

১২

রুদ্ধ বীর্য্য রুদ্ধ উৎসাহ
হয়েছে রে এবার হয়েছে মুক্ত
মাভৈঃ মাভৈঃ দীন দীন রবে
বিশ্ব-মোছলেম হওরে যুক্ত ॥

১৩

ইরানে, আফগানে মিছরে ছুদানে,
বাজিছে তুরস্কে বিজয় ভেরী,

www.nagorikpathagar.org

জাগ, উঠ, সবে দীন দীন রবে
এছলাম পুনঃ করিতে জারি ॥

১৪

ঝঙ্কায় চাপিয়া চলরে ছুটিয়া
বজ্র ও উল্কা লইয়া হস্তে,
লহ আকর্ষি রবি, শশী, তারা,
নিখিল ধরায় উদয় অস্তে ॥

১৫

খুব খবরদার খুব হুঁশিয়ার
থেকনা কেহ ভিন্ন ও মুক্ত,
এক সাধনায় এক কামনায়
হওরে সকলে মত্ত ও ভক্ত ॥

ছোলতান ॥ ১ চৈত্র, ১৩৩০ (১৪ মার্চ, ১৯২৪)।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় পর্ব

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

বক্তৃতা-তরঙ্গে এ বিশাল বঙ্গে ছুটিল জীবন ধারা,
মোসলেমবিদ্বেষী যত অবিশ্বাসী বিস্ময়ে স্তম্ভিত তারা।
হায়! হায়! হায়! হৃদি ফেটে যায় অকালে সে মহাজন
কাঁদায়ে সবারে গেল একেবারে আঁধারিয়া এ ভুবন।
কেহ না ভাবিল কেহ না বুঝিল কেমনে ডুবিল বেলা।
ভাবিনি এমন হইবে ঘটন সবাই করিনু হেলা।
শেষ হ'ল খেলা ডুবে গেল বেলা আঁধার আইল ছুটি'
বুঝিবি এখন বঙ্গবাসিগণ কি রতন গেল উঠি'।
গেল যে রতন হায় কি কখন মিলিবে সমাজে আর?
মধ্যাহ্ন তপন হইল মগন, বিশ্বময় অন্ধকার!

www.nagorikpathagar.org

শোকোচ্ছ্বাস

(মুন্সী মেহেরউল্লার ইন্তেকালে)

একি অকস্মাৎ হ'ল বজ্রপাত! কি আর লিখিবে কবি!
বঙ্গের ভাস্কর প্রতিভা-আকর অকালে লুকা'ল ছবি।
কি আর লিখিব, কি আর বলিব, আঁধার যে হেরি ধরা!
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল খসিয়া কক্ষচ্যুত গ্রহ তারা।
কাঁপিল ভূধর কানন সাগর প্রলয়ের প্রভঞ্জনে,
বহিল তুফান ধ্বংসের বিষাণ বাজিল ভীষণ স্বনে!
ছিন্ন হ'ল বীণ কল্পনা বিলীন উড়িল কবিত্বে পাখি,
মহা শোকানলে সব গেল জলে শুধু জলে ভাসে আঁখি
মহা শোকানলে সব গেল জ্বলে' শুধু পরিতাপ ঘোর,
অনন্ত ক্রন্দন অনন্ত বেদন রহিল জীবনে মোর।
মধ্যাহ্ন তপন ছাড়িয়া গগন হায়রে খসিয়া প'ল!

সুধা-মন্দাকিনী জীবন-দায়িনী অকালে বিশুষ্ক হ'ল।
বাজিতে বাজিতে মোহিতে মোহিতে অকালে থামিল বিন,
প্রভাত হইতে দেখিতে দেখিতে আঁধারে মিশিল দিন।
মলয় পবন সুখ-পরশন থামিল বসন্ত ভোরে;
গোলাপ কুসুম চারু অনুপম প্রভাতে পড়িল ঝ'রে।
ভবের সৌন্দর্য সৃষ্টির ঐশ্বর্য শারদের পূর্ণশশী
উদিতে উদিতে হাসিতে হাসিতে রাহুতে ফেলিল গ্রাসি!
জাগিতে জাগিতে উঠিতে উঠিতে নাহি হ'ল জাগরণ।
এ বঙ্গ-সমাজ সিন্ধুনীরে আজ হইলরে নিমগন।
এ পতিত জাতি আঁধারেই রাতি পোহাবে চিরটি কাল,
হবে না উদ্ধার বুঝিলাম সার কাটিবে না মোহজাল!
যেই মহাজন করিয়া যতন অপূর্ব বাগ্মিতা বলে
নিদ্রিত মোসলেমে ঘুরি' গ্রামে গ্রামে জাগাইলা দলে দলে,
যাঁর সাধনায় প্রতিভা-প্রভায় নূতন জীবন-উষা
উদিল গগনে মধুর লগনে পরিয়া নূতন কুসুম-ভূষা।
আজি সে তপন হইল মগন অনন্ত কালের তরে।
প্রলয়-আঁধার তাই একেবারে আবরিছে চরাচরে।

www.nagorikpathagar.org

স্বার্থপর

"হউক সে মহাজ্ঞানী মহাধনবান
অসীম ক্ষমতা তার অতুল সম্মান,
হউক বিভব তার সম সিন্ধু জল
হউক প্রতিভা তার অক্ষুণ্ন উজ্জ্বল,
হউক তাহার বাস রম্য হর্ম্ম্য মাঝে
থাকুক সে মনিময় মহামূল্য সাজে।
হউক তাহার রূপ চন্দ্রের উপম,
হউক বীরেন্দ্র সেই যেন-রে রোস্তম;
শত শত দাস তার সেবুক চরণ
করুক স্তাবকগণ স্তব সংকীর্তন।
কিন্তু যে সাধেনি কভু জন্ম ভূমি হিত
স্বজাতির সেবা যেবা করেন কিঞ্চিৎ,
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্বর
অতীব ঘৃণিত সেই পাষাণ্ড বর্বর!
বৃথারে জনম তার বৃথারে জীবন
অতি অপদার্থ সেই অভাগ্য অধম,
মরিবারে দাও তারে কীটের মতন
করিও না কোনজন বিলাপ ক্রন্দন।
ভ্রমেও তাহারে কেহ ক'র না সম্মান
অস্পৃশ্য কুকুর সম কর তারে জ্ঞান;
শত কল্প হউক তার জাহান্নামে বাস
লুপ্ত হউক ধরা হ'তে নাম বংশ যশঃ।"

(কাব্য : নব উদ্দীপনা)

www.nagorikpathagar.org

প্রহারে

তোরা কি ভাবিস মনে ওরে ভণ্ড কাপুরুষগণ!
অত্যাচার নির্য্যাতনের নত হবে শিরাজীর মন?
আমি কি করিনি পাঠ শত শত বীরেন্দ্র জীবনী
মূর্খদল শূলদণ্ডে বধিয়াছে যাদের পরাণী।
এ সংসারে জন্ম লভি না সহিয়া মূর্খের প্রহার
মানুষ হয়েছে কেবা, বল এই পৃথিবী মাঝার?
সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতি তীক্ষ্ণতম মূর্খের নয়নে
চিরকাল বোধহয়, জানি আমি সবিশেষ মনে!
সহিতে নারিয়া তারা, চিরদিন করে কোলাহল
পাষণ্ড পশ্চাৎ হতে প্রকাশে তাহাতে পশুবল!
যুক্তি তর্ক ন্যায় জ্ঞান পরাজিত যবে মূঢ়গণ
তখনি জ্বলিয়া উঠে তাহার ক্রোধ হুতাশন!
সে অনলে দগ্ধ হয়ে মহাজন হয় জ্যোতির্ম্ময়!
স্বর্ণ যথা অগ্নিতাপে' হয় ক্রমে শুদ্ধ দীপ্তিময়,
নহি দুঃখী কিংবা ভীত তোমাদের শত নির্য্যাতনে
হে-কপট বন্ধুগণ! শুন কহি গভীর গর্জনে!
সেইদিন হবে ধন্য এই তুচ্ছ জীবন আমার
যে দিন তোদের হস্তে হবে মম প্রাণের সংহার!
জাতীয় কল্যাণ হেতু স্বদেশের মঙ্গল বিধানে!
কার সাধ্য রোধ গতি? ব্রত যাহা আমার জীবনে
যতই করিবি তোরা শত অত্যাচার অবিচার
ততই যে তেজানল হবে ভীম প্রবল আকার!
সত্যব্রত উদ্‌যাপনে নাহি ডরি তুচ্ছ রাজদণ্ড!
রাজা যে হৃদয়ে মোর বিশ্বপতি মহান দোর্দ্দণ্ড!
কর তোরা অত্যাচার জ্বাল মোর হৃদয়ে আগুন
শয়তানের শিষ্যদল সব তারা পুরে হবে চুন!
বারে বারে বীরকণ্ঠে বরিতেছি শুনে লও আজি
আল্লা ভিন্ন এ জগতে কাহারেও মানেনা শিরাজী।"

www.nagorikpathagar.org

নিবেদন

"প্রভু হে!
শঙ্খ কণ্ঠে
একদা তুমি
বাজা'লে উদাত্তস্বর।
বজ্র বহ্নি
বিদ্যুৎসহ
বহিল অনল ঝড়!
নব উদ্দীপনায়
বাজিল মর্মে
কত না চপলা ছন্দ
গ্রহের ফেরে
সময় দোষে
হইল সে সব বন্ধ।
আবার প্রভু হে
করিয়া কৃপা
বাজালে মুরলী তান,
মলয়া হাওয়ায়
ফুটিছে আজি
মানস মালঞ্চ খান।
নাহি সে বজ্র
নাহি সে উল্কা
নাহি সে অনলের ধারা,
এযে গোলাপ মতিয়া
চামেলী বেলা
সুষমা সুরভী ভরা!
হে মোর স্বদেশ!
হে মোর স্বজন!
লহ এ ফুলের মালা!
যেমন ফুটেছে

www.nagorikpathagar.org

তেমনি গেঁথেছি
        তেমনি সাজায়েছি ডালা!
প্রাণের তন্ত্রী
        যেমন বাজিছে
তেমনি গাহিছি গান!
        ভাল কি মন্দ
কিছুই জানি না
        সানন্দে করিনু দান!”

www.nagorikpathagar.org

সোনার বাঙ্গলা

“জয় জয় জন্ম ভূমি সোনার বাঙ্গালা
ভূতলে অতুল দেশ সুজলা সুফলা!
এমন সুন্দর বেশ
এমন বিনোদ বেশ
সমগ্র ভুবনে আর কোথাও না পাই!
নয়ন জুড়ায়ে যায় যেই দিকে চাই!
* *

মাঠে শোভে শ্যাম-ক্ষেত্র শ্যামল বরণ
বিলে ঝিলে নদী খালে মাছ অগনন!
পাখি চরে মাঠে মাঠে
গাভী চরে গোঠে গোঠে
তরুবল্লী সমন্বিত শোভে পল্লীগ্রামে
কবির রুচির ছবি নয়নাভিরাম!
* * *

বহে শত নদ-নদী কুলু কুলু তানে
গাহিয়া বঙ্গের যশঃ সানন্দ পরাণে
কল কল ছল ছল
উথলে নদীর জল
গ্রাম দেশ ডুবে যায় বরষা প্লাবনে
অঙ্গের মালিন্য বঙ্গ ধোয় রঙ্গ মনে।
* * *

কত তরু কত লতা কত ফুল ফল
সাজায়ে রেখেছে বঙ্গে সুন্দর শ্যামল
মাঠে ঘাটে বট তরু
মরি কিবা মূর্তি চারু
শীতল ছায়ায় তোষে সকলের প্রাণ
মরতে স্বর্গের শান্তি যেন মূর্ত্তিমান।
কোন্ দেশ ধরাতলে বঙ্গের মতন।
কোন্ দেশে ষড়ঋতু করে আগমন?
জীবকুল সুখ হেতু
ক্রমে ক্রমে ষড়ঋতু
বিচিত্র বিচিত্র দৃশ্য করি প্রদর্শন
বিবিধ নূতনভাবে মজাইছে মন।”

www.nagorikpathagar.org

আকাঙ্ক্ষা

আমি চাহিনা শিষ্ট চাহিনা শান্ত
চাহিনা নিরীহ মেষ,
আমি চাহি যে রুদ্র চাহি যে চণ্ড
চাহি বীরেন্দ্র বেশ!
আমি চাহিনা রুগ্ন নাহিনা জীর্ণ
চাহিনা বিদ্বান বোদ্ধা,
আমি চাহি যে হৃষ্ট বলিষ্ট পুষ্ট
চাহি যে সাহসী যোদ্ধা।
আমি চাহিনা মিনতি কৃপা ও বিনতি
চাহিনা অশ্রু জল,
আমি চাহি শুধু গৰ্ব্ব দম্ভ
চাহি হৃদয়ের বল।
আমি চাহিনা যে বাবু সে নেহাত কাবু
চাহি না যে আমি খাসা
আমি চাহি শুধু তেজস্বী সরল
মুটিয়া মজুর চাষা!
আমি চাহিনা সভ্যতা ভণ্ডামীর কথা
চাহিনা সুন্দর বেশ!
আমি চাহি শুধু এই অধিকার
ভারত আমার দেশ।

www.nagorikpathagar.org

বজ্রবাণী

শোন মুসলিম, কর তসলিম, পোনাবালিয়ার উক্ত ঢেউ,
হা হুতাশের অশ্রুজলে কাঁদিস না রে তোরা কেউ।
নবজীবনের নবীন বানে ছুটছে আজি রক্ত জোয়ার,
বীর মস্ত, কর গশ্‌ত নব জেহাদের নবীন সোয়ার।
অগ্নিগ্রাস বিশ্বত্রাসী, জাগুক আবার আত্মদান,
মৃত্যু কাফন ফেড়ে উঠুক 'খালেদ', 'আলী', 'ওমর' প্রাণ।
জ্বালাও আগুন জ্বালাও আগুন উঠুক শিখা আকাশ ছুঁয়ে
লাফিয়ে উঠুক অলস মড়া–আছে যারা গাফেল শুয়ে।
কারবালার রক্তধারা বহুক আবার গঙ্গা জলে,
এজিদের সিংহাসন মিশুক আবার মাটির তলে
শত বরষের অলসপ্রাণে উথলে উঠুক রক্তধারা।
শত হুসেনের খুনের লালে রক্তবাস পরুক ধরা
সেই লালিমায় নবীন রাগে উঠুক দীপ্ত দিনমণি,
দাসত্বের কুজ্‌ঝটকা ছেড়ে যাক এ অবনী।
নির্বাপিত বিসুবিয়াস উঠুক আবার কবি হুঙ্কার,
ফিনিক্‌স্‌ পক্ষীর মত পুড়ে দগ্ধ ভস্ম হউক আবার।
সপ্ত সাগর উচ্ছ্বসিয়া ছুটুব আবার প্রলয় বান,
এস্রাফিলের মহাশিঙ্গায় ফাটুক আবার বিশ্ব-কান।
সারা বিশ্ব বিপ্লবিয়া ছুটুক আবার প্রলয় ঝড়,
মোসলেমের শির পরে হানুক বজ্র কড় কড়।
বিপদেরি বজ্রাঘাতে জাগুক সুপ্ত বীরের জাতি,
আঁধারেরি পর্দা ফেড়ে উঠুক অরুণ তরুণ ভাতি।
জাগুক নারী, জাগুক বালক, জাগুক যত নওজোয়ান
মরণ বরণ করে সবে লড়ুক আবার সিংহপ্রাণ।
মর্দবীর মত্তজোশে উঠুক পুরঃ গর্জিয়া,
মস্তি আর মদহোশির শরাব পানে তর্জিয়া।
দিতে গর্দান মস্ত-মর্দান ধর্মহেতু আগুয়ান
চরণ চাপে ধরা কাঁপে শের–সিংহ হতমান।

*   *   *

পদাঘাতে শৃঙ্গ ভাঙ্গে লাফিয়ে পড়ে অগ্নিকুণ্ডে,
বজ্র বিদ্যুৎ উল্কার জ্বালা অবহেলায় ধরি মুণ্ডে।

www.nagorikpathagar.org

শঙ্কাহরণ ভীতি নাশন দেখে মূর্তি রুদ্র ভীম,
আজাইল পেরেশান উষ্ণ রক্ত হয় যে হিম।
শহিদের রক্তরাগ মাখি চোখে, মুখে-বুকে;
উঠ বঙ্গ! নব রঙ্গ তেজঃ ভঙ্গ দেখাও সুখে।
শহিদের শাহাদৎ অমৃত করিয়া পান,
যত মোর্দা লভ গোর্দা, লভ আজি দীপ্ত প্রাণ।
* * *

মুক্ত হয়ে, শক্ত হয়ে কোমর বেঁধে আজি দাঁড়া,
চূর্ণ হোক, দীর্ণ হোক, বন্দীখানার পাষাণ কারা।
আজাদীর অরুণ করে ধন্য পুণ্য হউক ধরা,
সারা বিশ্বে পড়ুক পুনঃ ইসলামেরই জয় সাড়া।
মস্ত মাতাল দৈত্য দামাল ঝড়ের মাঝে ভাসা তরী,
পাহাড় সমান ঢেউ কেটে আজ মুক্তি–পারে দিব পাড়ি।
প্রাণের খেলায় রক্ত বেলায় উড়িয়ে দেরে বিজয়-কেতু।
লক্ষ প্রাণের যোজনাতে বাঁধ রে আজি মুক্তি সেতু।
পূর্ব সাগরের তীর হতে পশ্চিমেতে উঠুক রোল,
শঙ্কা ভীতি হউক ইতি, মরণ দোলায় দে দোল্ দোল্।
ঘরে ঘরে লভুক জনক তারেক, মুসা রোস্তম, জাল,
'মাজেন্দারার সফেদ দেওয়ের ভেঙ্গে ফেলুক কেল্লা লাল।
কর্ম অসির ঝঞ্জনা আর দীপ্ত প্রাণের রণ রণায়
বীর্য মাতাল লক্ষ 'কামাল' জন্মাক এই বাঙলায়।
* * *

আগুনবালা কিরণ জ্বালা জাগুক লক্ষ লক্ষ প্রাণ,
জাগাও শক্তি, লও মুক্তি জন্মভূমির সাধ ত্রাণ।
তৌহিদেরী মহাবাণী বজুক আজি কেন্দ্রে কেন্দ্রে।
প্রাণের বীণায় বাজুক গমক আষাঢ়েরই মেঘ মন্দ্রে।
লক্ষ লক্ষ বজ্র আজি তর্জি গর্জি পড়ুক ধরা,
জ্বলন্ত জীবন হোক জীবনশূন্য যত মরা।
অগ্নিদৃশ্যে সারা বিশ্বে জাগ বীর মুসলমান।
কহে সিরাজী, মর্দ গাজী প্রাণ দিয়া হও আগুয়ান।
কিসের শঙ্কা, বাজাও ডঙ্কা, জাগ নবীন, জাগ তরুণ
গেছে কুদিন, আসছে সুদিন, উঠছে ওই রক্ত অরুণ।

দৈনিক তরক্কী ॥ শহিদ দিবস সংখ্যা, ২৭ .... ১৯২৭।

www.nagorikpathagar.org

রঙ্গিলা রসুল

'রঙ্গিলা রসুল' নাম শুনিয়াই তলোয়ার মুঠে পরে যে হাত,
আমার রসুলে রঙ্গিলা বলে কোন্ সে কাফের কোন্ কমজাত?
ভারত বিজেতা শাহাবুদ্দীন কোথা কোথায় তুমি হে আলমগীর?
রসুল কলঙ্ক ধুইবার লাগি দিতে বল সবে হৃদি-রুধির।
বঙ্গবিজয়ী বক্তিয়ার কোথা, বিজলী-জড়ানো সে তলোয়ার
আজমীরী খাজা বাহিরিয়া এসো ভেঙ্গে ফেল তব কবর-দ্বার।
নিখিল জগৎ সৃষ্টি কারণ মানবকুলের শিরের তাজ,
তাঁহারে নিন্দে বেইমানে আজি সহিতে নারি যে দুঃখ-লাজ।
ওহদ-বদর-খাইবার জয়ী বিশ্ব সন্ত্রাসী মুসলমান,
ফের ওঠো জেগে বুকের রক্তে ধুয়ে দাও এই ঘোর অপমান।
সকল শক্তি সকল গৌরব সকল মহিমা হইক লয়,
জীবনে মরণ সার্থক মানি, যদি রসুলের গাহিবে জয়।

* লাহোরে জনৈক অমুসলমান মহামানব পিয়ারা নবীর (দ.) চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া 'রঙ্গিলা রসুল' নামক পুস্তক প্রণয়ন করিলে দেশবাসী মুসলিম মাত্রেই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে সত্য-সাধক নির্ভীক সিরাজী সাহেব 'রঙ্গিলা রসুল' কবিতাটি রচনা করেন। নানা কারণে কবিতাটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

www.nagorikpathagar.org

গজল-গান –১

(ইয়ারছূলুল্লাহ হাবিবে সুর)

মুচ্‌কি হাসি উদ্‌ল ঊষা আঁধার কেটে গেল ঘোর
নানা ছন্দে পাখি বন্দে. ফুল ফুটিলে হ'ল ভোর।
পুষ্পগন্ধ বহি মন্দ, মন্দ বহে সমীরণ
জাগো জাগো নও জোয়ানরা কোমর বাঁধ করজোড়
আর কতকাল মোহের ঘোরে রবি তোরা মুসলমান,
বন্দী মায়ের করুণ ছবি, চোখে কি বহায়না লোর!
এ নব প্রভাতে আজি সবাই দিচ্ছে বিপুল সাড়া
তুর্কী, ঈরান, চীন, আফগানে জাগরণের মহাশোর!
এ পুণ্য ভারত ভূমি রবে কি চেতনা হীন!
তোরা কিরে এতই তুচ্ছ আপনা বাসে হলি চোর।
বুক ফাটা এই মর্ম দুঃখ কাহারে কহিব হায়!
আঁধিয়ারা এই যামিনী কবে বা হইবে ভোর!
কোটি কোটি পুত্র কন্যা সবাই কিরে শৃগাল মেষ
মায়ের পায়ের শিকল দেখি বাজে নাকি ব্যথাঘোর!

www.nagorikpathagar.org

গজল-গান – ২

আমি আঁধার দেখে ভয় পেয়ে ভাই
পথ কখনও ছাড়ব না!
চলতে যদি করেছি শুরু চলবই
তবে থামব না
ছিঁড়বে যতই বীণার তার
গাঁথাব আমি দ্বিগুণ তার!
দ্বিগুণ তেজে গাইবরে ভাই
দীপ্ত প্রাণের মূর্চ্ছনা!
সকল ব্যথা চেপে মনে
ছুটব আমি জীবন রণে

বরণ করে লবরে ভাই
সকল দুঃখ লাঞ্ছনা!
আঁধার যতই আসবে ঘিরে
চল্‌ব আমি ততই জোরে
পড়ব যতই উঠব ততই
করব নবীর সাধনা!
উষার আলোক সাগর তীরে
ফুটছে অইরে ধীরে ধীরে
সহায় আমার জগৎ পতি
(তবে) কিসের ভয় আর ভাবনা।

www.nagorikpathagar.org

গজল-গান – ৩

ধরণীর অধিপতি
এই কি সে মুসলমান!
গাহিতে নিখিল ধরা
যাহার বিজয় গান!
যাহাদের পদধূলি
শিরেতে লইয়া তুলি
বাড়াইত কত জাতি জাতীয় সম্মান!
আজি সেই মুসলমান
হীন বীর্য্য হতমান
গোলামী কালিমা মাখি মলিন বয়ান
দুনিয়া জোড়া তখত তাজ
হারায়ে ফেলিছে আজ
কহিতে দুঃখের কথা বিদরে পরাণ!
জাতীয়তা সিংহাসন
সব দিয়ে বিসর্জন
তবুও হলনা চেতন এমনি অজ্ঞান;
ধরণীর অধিপতি এই কি সে মুসলমান!

www.nagorikpathagar.org

গজল-গান– ৪

“আমার মনের ভিতর জ্বলছে মাণিক
কে দেখবিরে ছুটে আয়।
এই মাণিকের পরশ পেলে
নিখিল জগৎ লুটায় পায়!
এই মাণিকের পেয়ে আলোক
ভুবন জুড়ে জাগে পুলক!
সেই পুলকে কুসুম ফোটে
তারা হাসে গগন গায়
সেই পুলকে উর্মি তুলি
সিন্ধু বাজায় করতালী
নদী ছোটে পবন বহে
পাখিগুলি মধুর গায়!”

পুষ্পাঞ্জলি, ছোলতান ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

www.nagorikpathagar.org

গজল-গান – ৪

"সারাটী প্রাণের
বেদনা লইয়া
এসেছি তোমার চরণে!
বিরহ ব্যথায়
ক্লিষ্ট হইয়া
এসেছি তোমার সদনে!
ভগ্ন পরাণে
হতাশ মানসে
এসেছি তোমার শরণে!

ভিখারী বলিয়া
ফিরাইও না গো
ঠেলিও না মোরে চরণে!"

www.nagorikpathagar.org

ISBN : 978-984-94016-6-7
9789849401667